পথের কাঁটা

সামাজিক নাটক

সিরাজউদ্দিন আহাম্মদ

প্রণীত—

নদীয়া—শান্তিপুর

সুপ্রসিদ্ধ

—হামিদীয়া থিয়েটারে অভিনীত—

প্রথম অভিনয়

শ্রাবণ ১৩৪০

প্রকাশক—
সিরাজউদ্দিন আহাম্মদ (সরোজ)
৭৩।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
(হামিদীয়া হোম্) কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—

শ্রাবণ ১৩৪০।

মুল্য বার আনা।

প্রিন্টার—
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বি-এ, কর্ত্তৃক
"গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"
হইতে মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—

মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং হাউস—৩নং কলেজস্কোয়ার কলিকাতা।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫নং অপার চিৎপুর রোড্‌ কলিকাতা।

সত্যব্রত লাইব্রেরী—১৯৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

হামিদীয়া হোম—৭৩।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

খলিল ব্রাদার্স—শান্তিপুর (নদীয়া)।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য লাইব্রেরীতেও পাওয়া যায়।

উৎসর্গ

দাদি-জী—

আজ আপনি কতদূরে ? সর্ব্বপ্রকারে আমার নাগালরে বাহিরে ! অনাহারে দুঃখকষ্টের প্রবল পেষণে, আমাদের সঙ্গে সমস্ত মায়া কাটিয়ে দিয়ে, আজ আপনি—চির-পবিত্রতাপূর্ণ সুদূর বেহেস্তে চ'লে গিয়েছেন। তাই আমার অত্যাধিক চেষ্টায়, এবং মেম্বারগণের আন্তরিক ইচ্ছায় **পথের কাঁটা** এই থিয়েটারে অভিনীত করিয়া আপনার উদ্দেশ্যে পাঠাইলাম।

বিনীত—

সিরাজ উদ্দিন

(সরোজ)

—লেখকের কথা—

আমি কবি নই—আমি বিদ্বান নই। আমি একজন সামান্য গরীবের ছেলে। বই রচনা করা আমার ক্ষমতার বাইরে এবং তাহা পয়সা খরচ করিয়া বাজারে প্রকাশ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে আমার খেয়ালের বশে আজ দুই বৎসর ধরিয়া এই বইখানি লিখিয়া, বহু চেষ্টা করিয়া, এক্ষণে সফল লাভ করিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এর ভিতর যেন কিছু ভুল থাকিয়া গেল—যাহা আমার দ্বারা আর সংশোধন হবার উপায় নেই। অতএব পাঠক পাঠিকাগণ আপনারা নিজগুণে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি।

শান্তিপুর
হামিদীয়া লেন,
(নদীয়া)

বিনীত
গ্রন্থকার

—পরিচয়—

—পুরুষ—

হরিমোহন দত্ত	...	...	মেহেরপুরের জমিদার
সরোজ কুমার	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
বিরাজমোহন	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
দয়াল	...	...	ঐ দেওয়ান
চূড়ামণী	...	...	ঐ শ্যালক
বিধু	...	...	সরোজের চাকর
বিপ্রদাস	...	...	সংসারত্যাগী উদাসী
বদ্রিদাস	...	...	ভণ্ড সাহেব
সুনিলচন্দ্র	...	...	ইন্সপেক্টর
কামিনীরঞ্জন	...	...	সরোজের পুত্র
সুধাময় তোতারাম খুদিরাম	}		বিরাজের বন্ধুগণ

গ্রামবাসিগণ, পুলিশগণ, চাকর, ডাক্তার, বিক্রেতাগণ, বৈষ্ণবগণ, বালকগণ, চাষা, চাষা বালক, পথিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

মানকুমারী	...	...	জমিদার গৃহিণী
প্রমিলা	...	...	সরোজের স্ত্রী
অনিলা	...	...	বিরাজারে স্ত্রী
কাঞ্চনমালা	...	...	সরোজের কন্যা
দুর্গা	...	...	বিধুর ভগ্নী (ঝি)
মলিনা	...	...	সুধাময়ের স্ত্রী
গোলাপী	...	...	বৈষ্ণবী
সুখতারা	...	...	বেশ্যা

প্রতিবাসীনিগণ, চাষা রমণীগণ ইত্যাদি—

Sirajuddin Ahamad

পথের কাঁটা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিয়েবাড়ী।

স্থান—[মেহেরপুর হরিমোহনের উদ্যান বাটী। নহবৎ বাজিতেছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহার করিতেছে। চুড়ামণি পরিবেষণ করিতেছে। ও মাঝে মাঝে বলিতেছে—আপনাদের আর কি চাই—কি দেব ? কেহ বলিতেছে দিন, কেহ বলিতেছে দেবেন না। কেহ বলিতেছে বাঃ বেশ মেয়েটিত। অদূরে একখানি চেয়ার রক্ষিত আছে। দূরে একটা পাখী ঝুলিতেছে, কাঞ্চণ তাহাকে দোল্ দিতেছে ও বলিতেছে—ময়না পড়ো হরি হরি বলো]।

(হরিমোহন প্রবেশ করিল)

হরি। চুড়ামণি। বেশ ক'রে দাও। যেন কোন রকমে ত্রুটি না হয়

(বসিলেন। বিধু তামাক দিয়া গেল)

কাঞ্চন। (ছুটিয়া গিয়া) দাদু। দাদু। আমি বিয়ে করবো।

হরি। 　(সস্নেহে ধরিয়া) কাকে ! আমাকে ত' ?

কাঞ্চন। 　না দাদু। তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে আমি বিয়ে করবো না !

(সকলের আহারাদি শেষ হইল বাবুকে প্রণাম করিয়া সকলে প্রস্থান করিল)

হরি। 　তবে কাকে বিয়ে ক'রবি ?

কাঞ্চন। 　আমি দাদার মত বরকে বিয়ে ক'রবো।

চুড়া। 　বিধু। পাতাগুলো ফেলে দে।

(প্রস্থান—বিধু তাহাই করিল)

হরি। 　দুর পাগলী। আমাকে তোর পছন্দ হ'ল না ?

কাঞ্চন। 　না দাদু। তুমি জানো না। আমি কেমন, বিয়ের ছড়া মার কাছ থেকে শিখেছি শুনবে ?

হরি। 　বল দেখি ?

কাঞ্চন। 　তাই তাই তাই।

আমার কাকাবাবুর বিয়ে হ'চ্ছে দেখগো সব্বাই।
ঠাকুরদাদা আমার বিয়েই দেবে কত সাজ।
শশুর বাড়ী গিয়ে আমি ক'রব কত কাজ ॥
ছোট্ট বোউটি হব আমি আমার হ'লে বিয়ে।
বর্‌কে দেখে যাবো সরে ঘোমটা দিয়ে দিয়ে ॥
আমি হব দাদার বোউ, দাদা আমার বর্।
বিয়ে ক'রে ব'লবে দাদা শশুর বাড়ী চল ॥

হরি। 　তবেত' ঠিক হ'য়েছে। এই আমিইত তোর দাদা। কেমন এখন বিয়ে করবিত ?

কাঞ্চন। 　না।

(কামিনীর প্রবেশ)

কামিনী। কাঞ্চন! কাঞ্চন! এই দ্যাখ, মামাবাবু আমায় ঘুড়ি-সুতো, আরও কত কি এনে দিয়েছে। তোর জন্যও অনেক জিনিষ এনেছে নিবি ত' শিগ্‌গিরী আয়।

(ভাই বোনের প্রস্থান)

হরি। আজ আমার মত ভাগ্যবান্ কে? ধন-দৌলত—টাকা-কড়ি ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাত্‌নি, সবই আমি দেখ্‌লাম। ভগবানের এক বিচিত্র সৃষ্টি। নইলে দেশের সমস্ত লোক—একজনকে দেখে বড় ভাগ্যবান মনে ক'রে, দেশের ও দশের গৌরবান্বিত মহাপুরুষ বলে—মাথা নোয়াবে কেন? সবই ভগবানের ইচ্ছা। ভগবানের ইচ্ছায় একজন বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল ক'রছে,—আর একজন লাঙ্গল্ স্কন্ধে করে মাঠের দিকে চ'লেছে। একজন বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করছে, আর একজন মদ্যপায়ি মাতাল হয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে হারাতে বসেছে। আর মানব মনের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। কাল্-যাকে—পাপ স্রোতে সাঁতার দিতে দেখেছি, আজ তার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। (নেপথ্যে শঙ্খধ্বণি) চূড়ামণি! চূড়ামণি!

(চূড়ামণি প্রবেশ করিয়া)

চূড়া। আজ্ঞে?

হরি। (উঠিয়া) শীঘ্র ঝি-বোউকে দিয়ে এ স্থানটা পরিস্কার ক'রে ফেল,'। বর্‌ক'নে এইখান দিয়ে ঘরে উঠবে।

(প্রস্থান)

চুড়া। যে আজ্ঞে। ঝি-বোউ। ও ঝি-বোউ। ওরে বিধু। ঝি-মাগীকে একবার এদিকে পাঠিয়ে দে'ত। তারাতারি পাঠিয়ে দে।

দুর্গা-ঝি। (নেপথ্য হইতে) যাচ্ছি বাবু।

চুড়া। শিগ্‌গিরী এ যায়গাটা পরিস্কার করে দাও।

ঝি। (নেপথ্য হইতে) এই যাই।

চুড়া। মর বেটি। শিগ্‌গিরী আয়। এখুনি যে বর এসে প'ড়বে।

(প্রস্থান)

(দুর্গা-ঝি। ঝাট্ দিতে দিতে আসিল)

উঃ এই আট দশদিন ধরে খাট্‌তে খাট্‌তে প্রাণটা যাচ্ছে। দিনরাত কারো চোখে একটু ঘুম নেই। তাছারা এ তো' আর তোমার আমার মত গরীবের ছেলের বিয়ে নয়, যে, যেমন তেমন ক'রে সারা হ'য়ে যাবে। একে জমিদার পুত্র, তার উপর আবার—দ্বিতীয় পক্ষের, তাই এত ধুম্ ধাম্। (নেপথ্যে হলুধ্বনি পড়িল) ঐ বুঝি বর্ এসে পড়লো। যাই, তারাতারি কাজ সেরে নিই।

(ঝাঁট্ দিয়া প্রস্থান)

[নেপথ্যে নহবৎ বাজিয়া উঠিল, শঙ্খধ্বনি হইল। পরে নব বর্, বধু, মানকুমারী প্রমিলা কামিনী কাঞ্চন ও প্রতিবাসিনীগণ আসিল।]

মান। আমার ছেলের বোউ কেমন হ'য়েছে ?

১ম প্রতি। খাসা বোউ হ'য়েছে।

২য় প্রতি। যেমন ছেলে তেমন বোউ হ'য়েছে।

১ম প্রতি। অত টাকা ভেঙ্গে বোউ আন্‌লে সে বোউ কি কখন অপছন্দ হয়, কি বল কৈলাসের মা ?

২য় প্রতি। সে কথা আর ব'লতে।

বিরাজ। (স্বগতঃ) কিন্তু বাবা। আমি যদি অপছন্দ করি—তাহলেই বাধ্‌বে গোল।

মান। এখন এসো। তোমরা সকলে মিলে বর্‌ক'ণে বরণ ক'রে ঘরে তুলে দেবে এসো। বড়-বোউ, তুমি বর্‌-ক'ণের হাত ধ'রে নিয়ে এসো।

(প্রস্থান)

প্রমিলা। এসো বোন্‌। (সকলের প্রস্থান)

(ভিন্ন দিক দিয়া হরিমোহন ও কীর্ত্তিবাস বাবু আসিল।
বিধু আর একখানা চেয়ার দিয়া পান তামাক আনিল)।

কীর্ত্তি। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার ন্যায় সুহৃদ লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে ধন্য হলাম।

(বিধুর প্রস্থান)

হরি। সে কথা আপনি একশোবার বল্‌তে পারেন। আবার একটু তলিয়ে ভেবে দেখ্‌লে এটা ভাগ্যফল বা বিবাহ বন্ধনও বলা চলে। আর এ সংসারে এ বন্ধন থেকে কেউই মুক্তি পাবে না।

কীর্ত্তি। তা ঠিক। কিন্তু সেরূপ পাত্র-পাত্রীর জন্য পিতামাতার একটু চেষ্টা করা দরকার। নইলে এমন অনেক সুন্দর, সুপুরুষ, ধনী, শিক্ষিত পাত্রও পাওয়া যায়—হয়ত সে চরিত্রহীন। আবার—

অনেক রূপহীন, নির্ধন, সচ্চরিত্র পাত্রও পাওয়া যায়—হয়ত সে অশিক্ষিত।

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু। বাবু! আপনাদের আহারের যায়গা করা হ'য়েছে।

হরি। মেয়েদের কাজ শেষ হ'য়েছেত?

বিধু। আজ্ঞে হ'য়েছে বাবু।

হরি। চলুন আপনার আহারের ব্যবস্থা ক'রে দিই গে।

কীর্ত্তি। আবার ওসব ঝঞ্ঝাট কেন? আমাকে এখন বিদায় দিলে ভাল হয়।

হরি। তাও কি হয়? আহারাদি না ক'রে কি যেতে আছে? তাছাড়া বিয়ের এ কদিনের মধ্যে আপনি একদিনও এখানে জল পর্য্যন্ত ছুঁলেন না। তাই আজ একটু—

কীর্ত্তি। যখন মেয়ে দিইছি তখন কতদিন খাবো।

হরি। তা বল্লে কি মেয়েরা শুনবে? মেয়েদের একান্ত ইচ্ছা আজ আপনাকে কিছু জলযোগও অন্ততঃ করাবে।

কীর্ত্তি। তবে চলুন! আশীর্ব্বাদটাও সেরে আসি।

হরি। চলুন! (সকলের প্রস্থান)

(ভিন্ন দিক দিয়া বিরাজমোহন আসিল)।

বিরাজ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম বাবা। এ, বিয়ে করা নয়ত' যেন হাজত ঘরে বন্দি থাকা। এক পাও নড়বার যো নেই। আবার বলে কিনা আজ রাতে বাসরে ফুলসজ্জা। আচ্ছা বাবা দেখাই যাক্—

তোমাদের দৌড় কতদূর! এরকম বিয়ে করা কি আমাদের পোষায়? আমাদের মদ দাও, মেয়ে মানুষ দাও, স্ফুর্ত্তি হোক্, তবে ত' মনটা মাত্‌বে! তা নয়, শুধু শুধু শুকনো ডাঙ্গায় হাল টেনে টেনে হয়রাণ হ'লে কি হবে? স্রোতের গতি যদি না ফেরে—তবে মিছে কেন উজান বেয়ে কষ্ট পাও বাবা!

(দুর্গা ঝির প্রবেশ)

ঝি। এই যে দাদাবাবু! দাদাবাবু শিগ্‌গিরী আসুন।

বিরাজ। কেন কি হয়েছে যে, এত জল্‌দি তলফ্ হ'চ্ছে?

দুর্গা ঝি। ও-মা সে-কি কথা গো! বাসর জাগ্‌বেন না? আজ যে বাসর জাগতে হয়!

বিরাজ। সাদা মুখে কি রাত জাগা যায় ঝি বোউ? তবে যদি দু একটা বোতলের ব্যবস্থা করে দিতে পার তাহলে নয় কষ্টে সিষ্টে রাতটা কাটাতে পারি। জানত' ঝি-বৌ—আজ—পাঁচ-ছ—দিন হল এক ফোঁটাও পেটে পড়েনি।

ঝি। আচ্ছা পড়বে খন। এখন আসুনত'।

বিরাজ। চলো বাবা। তোমাদের আর গুনের ঘাট্ নেই।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নবদ্বীপ রাজপথ।

বিপ্রদাস গান গাহিতেছে।

গান

তোমার পথে চলতে মোরে দেয় যেন কে বাধা।
তোমার গানটি গাইতে গিয়ে হয়না যে সুর সাধা॥
যতই চলি তোমার পানে, ততই পরি ব্যবধানে,
সারা জনম খুঁজে তোমায় সার হ'ল গো কাঁদা॥
প্রভাত আলোয় তোমার প্রীতি, বয়ে আনে কতই স্মৃতি,
ধরতে গিয়ে পাইনে ধরা (তবু) আছো প্রাণে বাঁধা॥
(এখন) আসছে নিশি আঁধার করি, ভিড়লো এসে পারের তরী,
আজ দিনের শেষে ওগো প্রীয়' সরিয়ে নাও এধাধাঁ।॥

(বালক বালিকাগণের প্রবেশ)।

সকলে। ও পাগ্‌লাটা বেল্ বেলেটা আমাদের পাড়ায় যাবি।
উঁড়কি ধানের মুড়কি দ'ব কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাবি।

(পুনঃ পুনঃ বলিতেছে ও ইঁট ধুলা মারিতেছে)

(পথিকদ্বয়ের প্রবেশ)

পথিক। এই। তোরা ও কি কচ্ছিস। বদ্‌ছেলে সব। যা এখান থেকে। (বালকদের প্রস্থান) যাও হে তুমি চলে যাও। (প্রস্থান)।

বিপ্রদাস। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হ'য়ে গেছি? এইত' আমাদের দেশ নবদ্বীপ। সবইত ঠিক আছে, কেবল আমিই বদ্‌লে গেছি। আজ তিন চার বছর আমি দেশছাড়া। কাজেই দেশের লোক আমায় চিনতে পারা তো দূরের কথা উপরন্তু পাগল বলে কেউ ইঁট মারে, কেউবা গায়ে ধুলো ছড়িয়ে দেয়। পরমহংসদেব ঠিক কথায় বলেছেন। মানুষ আপনাকে চিনতে পারিলে সে ভগবানকেও চিনতে পারে। আমি কে? বিচার করে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, আমি বলে কোন জিনিষ নেই। হাত—পা—রক্ত—মাংস—এর কোন্‌টা আমি? ভেবে দেখতে গেলে এসংসারে যার কেউ নেই, তার আমিত্ব বলেও কিছু থাকে না। তবে যে টুকু থাকে সেটা আত্মা—চৈতন্য—বিবেক! আমি সব ভুলতে পেরেছি, কিন্তু বাবার সেই মৃত্যুকালীন আজ্ঞা আজ পর্য্যন্ত ও আমি ভুলতে পারিনি। বিপ্রদাস! তোমার গরীব বোন্‌ প্রমিলাকে জমিদারের ঘরে সঁপে দিইছি—তার দুটো ছেলেমেয়েও হ'য়েছে, কিন্তু সে এখন দ্বিতীয় পক্ষের শাশুরীর ঘরের বোউ। অবশ্য বলতে পারিনা যে, বিমাতা মাত্রই বিষের আকারস্বরূপ হয়। তথাপি তাকে একটু চোখে চোখে রেখো। ওঃ—তাই—তাই বুঝি আমার প্রাণটা আজ কেঁদে কেঁদে উঠছে। মায়া বড় মায়া। বিপ্রদাস! এইবার তোমার পিতৃআজ্ঞা পালন কর্ব্বে চলো।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—হরি মোহনের দর-দালান (মেহেরপুর)

হরি মোহন, দয়াল ও সরোজকুমার।

হরি। কিন্তু বাবা আমার কথা তোমার রাখতেই হবে। বিয়ে দিয়েও তার স্বভাব যখন সোধ্‌রালনা তখন আমি আর কি কর্ব্ব বল? কিন্তু—তুমি হ'চ্ছ আমার বড় ছেলে। অতএব তুমিই এখন এই জমিদারীর সমস্ত বিষয় বুঝে সুঝে নিয়ে দিন কতকের জন্য এ সংসার থেকে আমায় ছুটি দাও। আর আমিও বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, কদিন আর বাঁচবো! তাই আমার ইচ্ছা যে, এই সুযোগে দিন কতকের জন্য আমি তীর্থ ভ্রমণ করে আসি।

সরোজ। আপনার একান্তই যদি সেই ইচ্ছা হয়, তবে আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

দয়াল। কিন্তু বাবু! এ বিষয়ে আপনি একটু ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ ক'রবেন। কেন না—একে এটা জমিদারীর ব্যাপার, তার উপর সমস্ত ভার সরোজের মাথায় দিয়ে গেলে শেষে যেন—আপনার ছোট ছেলে বিবাদ না বাধায়।

হরি। না না। দাওয়ানজী। আমি বুড়ো হ'লেও তেমন বুদ্ধি-হারা এখনও হয়নি। সে বিষয়ে আমি পাকা বন্দোবস্ত করে যাবো। আর বিরাজ এখন উচ্ছন্ন গিয়েছে, সে পথে ঘাটে যা ইচ্ছা তাই—

করুক গে, এখানে তার কোন অধিকার থাকবে না। তাছাড়া সেও হয়ত এত অবুঝ নয় যে, আমার কথা অমান্য করে তার বড় ভায়ের উপর কথা বলবে।

দয়াল। (স্বগতঃ) একে দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নির আদুরে ছেলে ; তার উপর জমিদারী নিয়ে সংশয়। একথা যখন গিন্নী শুনবে, তখন তার ধমক্ সামলানোই মুস্কিল।

সরোজ। তারা যদিও এখনও মুখ ফুটে সম্যক কিছু বলেনি, কিন্তু তাদের হাবভাব দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, তারা যেন কোন রকম একটা মতলব আঁটছে।

হরি। সঠিক প্রমান না জেনে, কারো বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তোমার পক্ষে উচিৎ নয়। আর মতলব ক'রেই বা তাদের লাভ কি ?

সরোজ। সেটা বলা বড়ই শক্ত। তার চেয়ে আপনি এক কাজ করুন। এ সমস্ত ভারাপন তাদের হাতেই দিয়ে যান।

হরি। তা কি হয় সরোজ—না—আমি তাই পারি! আর কাকে তুমি এ ভার দিতে বলছ? সেই অবাধ্য মদ্যপায়ি পশুকে? না—না—তা হতেই পারে না। তাদের হাতে এই জমিদারী পড়লে—তারা মাতা পুত্রে এর চিহ্নও রাখতে পারবে না। অতএব আমার বিবেচনায় তুমিই এর উপযুক্ত।

সরোজ। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।

হরি। আমি জানি যে তোমার সঙ্গে তাদের সঙ্গে ছুড়ি কাটা কাটি সম্বন্ধ। তা জেনেও তোমার হাতে এ ভার দিচ্ছি—কেননা তুমি ত'জ্ঞ—ধর্ম্মজ্ঞ—শাস্ত্রজ্ঞ, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তোমার কোন চিন্তা—

নেই, যাতে কোনরূপ গণ্ডগোল না হয় আমি তাই ক'রে যাবো। তবে সেও আমার ছেলে, তোমার বৈমাত্রেয় ভাই। তা হলেও তাকে কিছু কিছু পকেট-খরচ স্বরূপ দিও তাহলেই সে সন্তুষ্ট থাকবে।

সরোজ। তা—অবশ্যই সে পাবে।

হরি। হাঁ আর একটা কথা। তুমি হ'চ্ছ তার বড় ভাই, অতএব সেই বড় ভাঁয়ের কর্ত্তব্যানুসারে তাকে কুপথ্ থেকে ফেরাবার চেষ্টা কোর।

সরোজ। আমার যথা সাধ্য চেষ্টা আমি কর্ব্ব।

হরি। তাহলে দাওয়ানজীর সঙ্গে গিয়ে সমস্ত কাগজ পত্র বুঝে সুজে নাও গে। যাও দয়াল; সব বুঝিয়ে দাওগে।

দয়াল। এসো বাবা। (উভয়ের প্রস্থান)

হরি। যাক নিশ্চিন্ত হ'লেম।

(ধীরে মানকুমারী আসিয়া)

মান। (স্বগতঃ) দেখলে! বুড়োর বিচারটা একবার দেখলে। (প্রকাশ্যে) হাঁগা, তুমি নাকি তোমার বড় ছেলেকে জমিদারী দিয়ে তীর্থে যাচ্ছ?

হরি। না—না-জমিদারী দব কেন? তবে যে কদিন, আমি এখানে না থাকবো সেই কদিন একটু দেখবে?

মান। আর আমার ছেলে বুঝি কেউ নয়? আমার ছেলেকি দুদিন জমিদারী দেখতে পারবে না? সে কি জমিদারীর কিছু বোঝে না? সে—লেখা পড়া শিখেছে কি চুপ করে ঘরে বসে থাকবার জন্য? সরোজ আর লেখাপড়া শিখেছে কতটুকু?

হরি। তা হলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধি অতি গাঢ়—ধীর—নম্র। তাছাড়া ও হ'চ্ছে বড় ছেলে। বড় থাকতে কি ছোটকে দেয়া যায়—না তাই উচিৎ?

মান। কেন দেয়া যায় না, কেন উচিৎ নয়? একটু ভেবে দেখ দেখি, জমিদারী নিয়ে আবার যদি গোল বাধে তাহলে সাহেবের সঙ্গে কথা ব'লে সেটা মিটাতে যাবে কে? সে দিন যে শান্তিপুরের জমিদারের সঙ্গে গণ্ডগোল হল', তাকে আমার ছেলে বিরাজ মোহন না গেলে কি সে গোল মিট্‌ত।

হরি। যদি দাওয়ানজী থাকে তবে কোন গোল থাকবে না।

মান। আর আমার ছেলে ভেসে যাক কেমন?

(বিধু তামাক বদলাইয়া দিয়া গেল)

হরি। না—না ভেসে যাবে কেন! তোমার ছেলে আমার কাছ থেকে যেমন মাসোহারা পাচ্ছিল তার কাছ থেকেও তেমনি পাবে।

মান। কি—আমার ছেলে পরের অধিনে থাকবে? না—তা কখনই হবে না আমি বেঁচে থাকতে তা কখনই হ'তে দ'ব না।

হরি। সেও তো ভাই, তাতে আর দোষটা কি গিন্নী?

মান। না—না—তা—হবে না।

হরি। কি কর্ব্ব গিন্নী আমি যে তাকে কথা দিইছি।

মান। কথা দিয়েছ কথা ফিরিয়ে নাও।

হরি। তা আর হয় না গিন্নী।

মান। কেন হয় না। তুমি যদি তীর্থে যাওয়া বন্ধ করে দাও তাহলে সব হবে। তুমি ব'লবে যে, আমার মনটা ভাল লাগছে না তাই—

এ যাত্রা যাওয়া হবে না। আর তুমি যেতে চাইলেও আমি যেতে দ'ব না।

হরি। এই বুড়ো বয়সেও মিথ্যা কথা!

(দাওয়ানজীর প্রবেশ)

দয়াল। বাবু! আপনার যাবার ব্যাবস্থা কি আজই কর্ব্ব?

হরি। হাঁ—তাহলে যাওয়ার ব্যবস্থা কি আজই করবে দাওয়ানজী?

মান। না-না আজ কেমন ক'রে তোমার যাওয়া হবে! এই না ব'ললে যে, তোমার শরীর আজ ভাল নয়। দাওয়ানজী মশায়, বলুনত! অসুখ শরীর নিয়ে কি বাড়ী থেকে বেরুতে আছে?

দয়াল। বাবু আপনার শরীর কি অসুস্থ?

হরি। শরীর অসুস্থ—কৈ আমায় ত' তত—

মান। তত বেশী না হলেও রেলের পথত'। শেষে যদি বেশী হয়। সেই ভয়ে আমি বলছি যে, একটা ভাল ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ হয়ে যাওয়াই ঠিক। একে বিদেশ যায়গা, শেষে কি হিতে বিপরিত হবে!

দয়াল। না না অসুখ শরীর নিয়ে যেতে আমিও নিষেধ করি। তাহলে বাবু! আমি এখন আসি।

মান। আচ্ছা আসুন। কিন্তু দেখবেন, আমার কথা না পেলে যেন কোন আয়োজন করা না হয়!

দয়াল। বাবু আপনি কি বলেন?

(গিন্নী কর্ত্তাকে ইঙ্গিতে বশ করিল)

হরি। গিন্নীর কথা কি আমি অমান্য ক'র্ত্তে পারি? দাওয়ানজী গিন্নী যা ব'ল্‌ছে তাই কোরো।

দয়াল। আচ্ছা বাবু (স্বগতঃ) এইবার বুঝি ঘারে ভূত চাপলো। কিন্তু যাকে ভূতে পায়, সে যদি জানতে পারে যে, তাকে ভূতে পেয়েছে, তাহলে ভূত আপনিই পালায় ।

(দয়ালের প্রস্থান)

হরি। দয়াল !—দয়াল !

দয়াল। (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে।

মান। আবার কেন ? (স্তব্ধ করিল)

হরি। আচ্ছা—যাও।

মান। দেখ দেখি এক কথায় দয়ালঠাকুরকে ভুলিয়ে কেমন জল ক'রে দিলাম। (স্নেহের বাতাস দিতে লাগিল)

হরি। তোমার ঐ মানকুমারীর মান, আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা আমি করি। কিন্তু কাজটা বড় ভাল হল না।

মান। যাতে ভাল হয় তাই করা যাবে। এখন এসো আমরা উপরে হাওয়ায় একটু বসিগে। তাতে মনটা অনেক প্রফুল্ল হতে পারে।

হরি। চলো। (উভয়ের প্রস্থান)

(ভিন্নদিক হইতে প্রমিলা ও অনিলা আসিল)

প্রমিলা। ছি ভাই ! তুমি কেমন ধারা বোউ যে, এসে পর্য্যন্তই মন খারাপ ক'রে থাকলে ! দেখো ! আমিও একদিন তোমার মত নতুন বোউ হয়ে এখানে এসেছিলাম, তাই ব'লে মা-বাপের জন্য তোমার মত অত মন ভার ক'রে থাকিনী।

অনিলা। দিদি ! আমি কি মা-বাপের জন্য মন খারাপ ক'রে আছি, তা নয়—তবে —

প্রমিলা। ওকি ভাই, তবে বলেই যে চুপ ক'রে গেলে! তারপর কি বল?

অনিলা। সে কথা আমি ব'লতে পারব না।

প্রমিলা। এখানে তুমি আর আমি ছাড়া আর ত কেউ নেই যে শুনবে। আমার কাছে বলতে তোমার লজ্জা কি ভাই?

অনিলা। তুমি কি জান না দিদি যে, আমায় আবার জিজ্ঞাসা ক'রছ?

প্রমিলা। হাঁ—একদিক দিয়ে সবই এক রকম জানি। কিন্তু তোমার দিক দিয়ে কিছুই জানি না। তাই তোমায় ব'লতে বলছি। কি হ'য়েছে সব খুলে বল'?

(কামিনী কাঞ্চন আসিল বিধুর হাতে তাদের বই)

কামিনী। মা! মা! আজ স্কুল বন্ধ হয়ে গেল।

প্রমিলা। এত সকালেই?

কামিনী। হাঁ—মা। আজ সব দেশে দেশে হরতাল হ'য়ে স্কুল বাজার বন্ধ হ'য়েছে, তাই আমাদের স্কুলও বন্ধ।

প্রমিলা। তা এখন যা—কাপড় জামা ছেড়ে কিছু খেয়ে একটু ঘুমোগে যা। বিধু! এই-দু-আনা পয়সা নিয়ে ওদের খাবার কিনে দিগে যা।

(পয়সা প্রদান)

কামিনী। মা! আমাকে আর দুটো পয়সা দাও না ঘুড়ি কিনবো।

প্রমিলা। এই দুপুর বেলা ঘুড়ি উরোতে গেলে অসুখ ক'রবে। এখন যা বাবা। বিকেলে ঘুড়ির পয়সা দব'খন।

(কামিনী কাঞ্চন ও বিধু চলিয়া গেল)

প্রমিলা। কৈ এইবার বল?

অনিলা। আবার সেই কথা পারছ' ?

প্রমিলা। দেখ এতদিন আমি একা ছিলাম এখন দোশর হয়েছি। এখন আমার কথা তুমি শুনবে, তোমার কথা আমি শুনব। বল বোন্ তোমার কি হয়েছে ?

অনিলা। দিদি। আজ দু-তিন মাস হ'ল আমাদের বিয়ে হ'য়েছে। (প্রমিলা হুঁ দিতে লাগিল) কিন্তু এই দু-তিন মাসের মধ্যে সেই বিয়ের বাসর ঘরের রাত্রি ছাড়া এ পর্য্যন্ত তোমার ঠাকুরপোর দেখা পায়নি। তাছাড়া সেদিন যখন আমাদের বাসর ঘরে ফেলে তোমরা সব পালিয়ে এলে, তখন তিনি কি ব'ল্লেন জানো ?

প্রমিলা। কি—ব'ললে ?

অনিলা। বল্লেন। আমিত বিয়ে ক'রতে মোটেই রাজি ছিলাম না। কেবলঃ কতকগুলো লোক জেদের উপর এক রকম জোর করেই আমার বিয়ে দিলে। তাই আমিও তাদের কথামত শাস্ত্রপ্রথা অনুসারে তোমাকে দিয়ে আইবুড়ো নামটা ঘুচিয়ে নিলাম। আর—

প্রমিলা। আর কি—বল ?

অনিলা। আরও বল্লেন যে, তুমি একটা পাড়াগেঁয়ে পেত্নী, অকাট মুখ্যু। তুমি আমার উপযুক্ত নও। আরও কত কি ব'লেছিলেন সব আমার মনে নেই।

প্রমিলা। ও—মা। এরই মধ্যে এতখানা হ'য়ে গেছে ? তা এতদিন আমায় বলতে হয়! আচ্ছা ঠাকুরপো বাড়ী আসুক, তারপর তার ব্যবস্থা ক'রে দ'বখন। সে জন্য তুমি আর মন খারাপ কোর না ভাই। বদমেজাজী ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা ক'রেছে। এখন এসো ওর ওষুধ ব'লে দিইগে। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মেহেরপুর সুখতারার ঘর

আপন মনে সুখতারা গান গাহিতেছে।

—গান—

এ পরাণ কেন কাঁদেগো তাহারি তরে।
ভালবেসে সখা, এত কিরে জ্বালা
মরি বিরহনলে সদা জ্বলে পুড়ে॥
গোপনে দিয়ে দেখা, কেন মজালে,
কেন জ্বালালে হিয়া, প্রাণ চুরি ক'রে॥
অবলা বলিয়ে, পায়ে দ'লে যাও
ফিরে দেখনা কভু এ দুঃখিনীরে॥

(গানের মধ্যভাগে বিরাজ আসিয়া পশ্চাতে দণ্ডায়মান)

বিরাজ। ছি! সুখী! ও কথাটা বলা তোমার অন্যায়।

সুখতারা। একি। তুমি কখন এলে?

বিরাজ। আমি অনেকক্ষণ এসেছি! আচ্ছা সুখী। তুমি হয়তঃ মনে ক'রেছিলে যে, আমি বিয়ে করে তোমায় ভুলে যাবো। কেমন—না?

সুখতারা। সত্যইত! আমি এখনও তাই মনে করি।

বিরাজ। দেখ! সে রকম যদি আমার মন হ'ত তাহলে সেদিন বাসর ঘর থেকে ভোর বেলা তোমার এখানে পালিয়ে আসতাম না। তবে শাস্ত্র মতে বিয়ে ক'রতে হয়, তাই বিয়ে ক'রে—

আইবুড়ো নামটা ঘুচিয়ে নেয়া গেল। আর তোমাকে এখানে আনতে আমার মাথার উপর দিয়ে কি-ঝড় ঝাপটাই না চলে গিয়েছে। মনে আছেত সে সব কথা?

সুখী। হ্যাঁ তা অবশ্য মনে আছে।

বিরাজ। মনে বুঝে দেখ দেখি। তোমাকে যদি ভালই না বাসবো—তাহলে তুমি কলকাতা থেকে যেদিন কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী দোল দেখতে এসে তোমার মাস্মির সঙ্গে, মাসির বাড়ী নবদ্বীপ যাচ্ছিলে,—সেদিন আমিও রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসি। তারপর তোমাকে দেখে, তোমার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে, তোমাকে পাবার আশায়, আমিও তোমাদের পশ্চাৎগামী হ'য়ে নবদ্বীপ যাই। তারপর তোমার মাসিকে কত বুঝিয়ে, কত টাকা দিয়ে, তবে তোমাকে এখানে এনে রেখেছি। তুমি ঘরের বোউয়ের চেয়েও স্বাধীন ভাবে এখানে আছ। এত জেনে শুনেও যদি তুমি রাগ কর—তাহলে আমি আর কিছু ব'লব না।

সুখতারা। আমি কার উপর রাগ কর্ব, আমার আছে কে?

বিরাজ। কেন আমি আছি!

সুখতারা। তুমি কি আমার? তুমি এখন সেই বোউএর।

বিরাজ। না—না সুখী। আমি তোমার-তোমার-তোমার! আমি হলফ্ ক'রে ব'লতে পারি যে, এ বিরাজের হৃদয় আকাশে সুখতারা সর্ব্বদাই বিরাজমান থাকবে। সত্যি কথা ব'লতে কি সুখী। এখন আমি এমন হ'য়ে পড়েছি যে, তুমি হাতে করে খাইয়ে না দিলে আমি আর খেতে পারি না। এখন তুমি আমার অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা জন্য কন্যা বিবাহিতা। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং, পুরুষস্য ভাগ্যং।

সুখতারা। থাক আর সোহাগে কাজ নাই। তুমি যদি আমাকে ভাল বাসতে তাহলে আর বিয়ে করতে না।

বিরাজ। বলেছি তো সে আমার কেউ নয়। সে একটা পাড়াগেঁয়ে ভুলার পেত্নী। আমার অনুপযুক্ত। শীঘ্রই তাকে আমি ইস্তোফা দ'ব।

সুখতারা। পারবে ?

বিরাজ। নিশ্চয় পারবো। তবে কথা হ'চ্ছে, আগে জমিদারীটা হাত ক'রে নেই, তারপর বুঝলে ?

সুখতারা। ভাগ দেখাই যাবে ?

বিরাজ। যদি পারি তাহলে কি হবে ?

সুখতারা। আমি চিরদিন তোমার দাসী হ'য়ে থাকবো।

(চাকর, মদ, গেলাস, সোডা ও পান আনিল)

চাকর। এই নিন বাবু।

বিরাজ। এত দেরী ? আচ্ছা এখানে রাখ।

(রাখিয়া দূরে দণ্ডায়মান)

সুখতারা। তুমি বুঝি বাড়ীতে পা দিয়েই এই ক'রেছ ?

বিরাজ। কি করি বল ? এখানে এলেই যে তেষ্টা পায়। তাই আগেই তেষ্টার জলের বন্দোবস্ত করা কি ভাল নয় বলতে চাও ? নাও এখন ভাঙ্গো।

সুখতারা। না তা কেন ! তবে মাতলামো করা ভাল নয়।

(সুখতারা ভাঙ্গিয়া বিরাজকে দিল)

বিরাজ। আহা সেটা কি মাতলামো ! সেটা হ'চ্ছে মনের আনন্দ স্ফূর্ত্তি। (খাইল) (সুধাময়ের প্রবেশ)

সুধা : কি হে বিরাজ। তুমি নাকি জমিদার হয়েছ ?

বিরাজ। কে ও সুধাময়! আরে এসো এসো বোস। সুখী। সুধাময়কে একগ্লাস দাও। হাঁ—কি ব'লছিলে সুধাময়! জমিদার? তা হ'য়ে এলাম বটে।

সুধা। (গ্রহণ ও খাইয়া) আঃ! কি জানো দাদা। চাকরী গিয়ে অবধি "ব্রাণ্ডির টেষ্ট" একরকম ভুলেই গিইছিলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়া পর্য্যন্ত, "ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, বিয়ার," সব-গুলোর "টেষ্টই" পাচ্ছি।

বিরাজ। সে যা হ'ক। সুধাময়! তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে। আর সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজটা হাঁসিল করতে পারলে তোমারও লাভ আমারও লাভ। কেমন পারবে ত?

(সুখী সকলকে মদ দিল, বিরাজ সুখীকে নিজে খাওয়াইল)

সুধা। কি পরামর্শটা শুনতে পাই না কি?

বিরাজ। এখন নয়, সময় মত বলব।

সুধা। আচ্ছা—কাজটা কি বড়ই শক্ত?

বিরাজ। হাঁ—একদিকে কাজটা বড়ই শক্ত। আবার অন্যদিকে অতি সহজ। তবে যতশক্ত হোক্ না কেন তোমার দ্বারা তা সহজেই সিদ্ধ হবে। (মদ লইয়া খাইল)

সুধাময়। তোমার একটা কাজ আমি যদি না করে দিতে পারি তাহলে আর বন্ধুত্ব কিসের! তুমি কি জানো না যে, আমি অসাধ্য সাধন ক'রতে পারি। জাল, জুচ্চুরি, নেটোমি, "পিক্ পকেট," স্ত্রীলোক হরণ,—সব বিদ্যাতেই বিদ্যাধরীর কৃপায় একটু একটু অভ্যস্ত আছি তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করতে প্রস্তুত।

সুখতারা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। (মদ দিল)

বিরাজ। এইত চাই বাবা।

(মদ খাইল এবং দূরে চাকরকে দেখিয়া তার কান ধরিয়া প্রস্থান করাইল)

বেটা দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস কি ? যা এখান থেকে !

(চাকরের প্রস্থান) (খুদিরাম ও তোতারামখোঁড়া আসিল)

তোতা। ওই—ঘ্যা—ছ্যাখ। আ—আসর—জ—জমায়েত।

খুদি। এহে—বিরাজ দাদা নাকি ! নমস্কার দাদা নমস্কার।

সুধা। এসো বাবা যুগল। নমস্কার !

খুদি। আপনার কি সৌভাগ্য। নইলে বড় ভাই থাকতে কিনা— আপনি জমিদার হ'লেন ?

বিরাজ। কে ব'ললে ? জানো তো ভাই। খোদায় দেয়তো জোলায় দেয় না।

তোতা। স—সহরের সক—লেইত ব—ব'লছে ! আ—আপনি চাপা দিলে কি আমি শুনি। আগুন কি কখন—ছায়ে—চাপা—পড়ে।

খুদি। আপনারত চক্‌চ'কে কপাল। আপনার পারা এখন পায় কে ?

সুধা। বেঁচে থাক বাবা যুগল। তা দাড়িয়ে কেন ! বোস। তার- পর ; একটু ক'রে রসান দিয়ে নাও।

খুদি। এহে—চালাবো বলেইত' আসছি। নইলে কি সেই তেপান্তরের ধার থেকে এতটা কষ্ট সহ্য করে আসি !

সুখতারা। সেত আমাদের সৌভাগ্য।

তোতা। নি—নিশ্চয়। (উভয়ে বসিল) (সুখতারা সকলকে মদ দিল)

সুধা। বৌদি আজ আর তোমাকে ছাড়াছাড়ি নেই। আজ গাইতেও হবে, নাচতেও হবে।

তোতা। তা—না—নাচতে হবে বৈকি! সেই ঘুঙুরে—রুমু—ঝুমু—প্রাণ কেড়ে নেয়—!

খুদি। (সুর করিয়া)। আহা আমি অল্প বয়সে মদ খেতে শিখে হ'য়েছি মাতাল।

সুধা। থাক বাবা খুব হয়েছে। (স্বগত) কানা খোঁড়া একগুণ বাড়া।

খুদি। আহা-হা-হা! বৌদি গাইবে না ব'লে কি আসর কামাই দিতে হবে নাকি? তা অতবড় তালের গানটা তুমি গাইতে দিলে না? (পুনঃ) আমি অল্প বয়সে মদ খেতে শিখে......................

সুধাময়। (মুখে হাত দিয়া) আবার পাগলামি। কই বৌদি। এইবার একখানা সুমধুর সঙ্গীতে আসর মুখরিত ক'রে দিলেই তোমার ছুটি।

গান।

(আমি) বঁধু শোনাব তোমায় গান।
তুমি আড় নয়নে মুচকি হেসে—
মজায়েছ কুল মান॥
ছলনা করিয়ে মজায়ে কামিনী,
দূরে সরে যাও ক'রে অনাথিনী
নয়ন জলে ভাসে বিরহিনী—
কর তাই অবসান॥

(গানের শেষভাগে বোতল গেলাস হস্তে বব্রি সাহেব আসিল)

বব্রি। "টেক্ ইট্ ইউ এঞ্জেল"।

সুখি। (দূরে সরিয়া) ওমা—এ—কি—গো।

বদ্রি। "টেক্ ইট্ ইউ জেণ্টল্ ম্যান্"।

বিরাজ। কে তুমি! কি চাও এখানে ?

বদ্রি। "ও মাই গড্"। টোমরা সব অন্ঢো আছো। আমার এই পোষাক পরিচ্ছড্ ডেখে বুঝ্টে পাচ্ছ না যে, কে আমি? আমি একজন বিলেট ফেরটা বদ্রি সাহেব।

সুধা। তা সাহেব এখানে কি প্রয়োজন ?

বদ্রি। "হোয়াট্ ইজ দি" প্রয়োজন! "ফ্রেণ্ডসিপ্"। বন্ডুট্য প্রয়োজন। আমি আপনাদের সঙ্গে বণ্ডুট্য করটে চাই! ইউ মাই বণ্ডু, সি মাই বণ্ডু, সে মাই বণ্ডু,। হি মাই বণ্ডু, দি মাই বণ্ডু, দে মাই বণ্ডু,। মিষ্টার মাই বণ্ডু। মিসেস মাই বণ্ডু,। ও এঞ্জেল মাই বণ্ডু, ও বণ্ডু, ইজ দি অল্ জেণ্টল্ ম্যান্।

সুধা। (জানান্তিকে) একে রাখলে অনেক কাজ দেখবে।

বিরাজ। "ও ইয়েস্"। সিট্ ডাউন চেয়ার মিষ্টার বদ্রি সাহেব।

বদ্রি। "থ্যাঙ্ক-ইউ"। "গুড নাইট স্যার"। (সকলের সঙ্গে সেখ্ হ্যাণ্ড)

বিরাজ। ড্রিঙ্ক দি ওলডটমজীন ইউ বদ্রি সাহেব।

বদ্রি। "ও ইয়েস"। "থ্যাঙ্ক ইউ মাছ্ ফর ইয়োর কাইণ্ডনেস"।

(গ্রহণ ও পান)

পঞ্চম-দৃশ্য।

স্থান—সরোজ কুমারের কক্ষ।

(কক্ষটি বেশ সাজান। আনলায় চারিদিকের কাপড় জামা ঝুলিতেছে, কামিনী নিজের পোষাক পরিচ্ছদ পরিতেছে। ঝি—কাঞ্চনের চুল ঠিক করিয়া দিতেছে।)

কাঞ্চন। আমরা আজ চড়োক পূজ' দেখতে যাব। ভাল ক'রে চুল বেঁধে না দিলে মাকে আমি ব'লে দব'।

ঝি। আচ্ছা গো আচ্ছা!

কামিনী। শিগ্‌গিরী ক'রে দাও নইলে আমি একাই চ'লে যাব'।

ঝি। এই হ'য়ে গেছে বাবা।

(খাবার লইয়া বিধুর প্রবেশ।)

বিধু। এই নাও খাবার এনেছি!

কামিনী। দাও!

কাঞ্চন। আমার ক'ই?

বিধু। ওতেই আছে। আগে চুল বেঁধে নাও। পরে খাবে।

(ঝি তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া উভয়ের বেশ বিন্যস্ত করিয়া দিয়া ওদের হাতে খাবার দিয়া) বিধু—তুইও এদের সঙ্গে যা।

(বিধুও কামিনীকাঞ্চন খাবার লইয়া আনন্দে প্রস্থান করিল)

ঝি। ভাই বোন দুটোই সমান। যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। এ ওকে না দেখে থাকতে পারে না। যেমন বাপ্‌ মা—তেমনি তাদের ছেলে—মেয়ে। বড়বাবু মাটির মানুষ সাত্‌ চড়েও কথা বলে না। আজ বড় বাবু যদি না থাকতো—তাহলে আমাদের অন্ন জুটতো না। বাবা মারা গেলে—বড় বাবু কত টাকা পয়সা ভেঙ্গে তাঁর ক্রিয়া—

কার্য্য সারলেন। আমার ভাই,—এই বিধুটা মাঠে গরু চরাচ্ছিল, বড়বাবুকে বলা মাত্রই এ বাড়ীতে তাকে জায়গা দিলে। ভালবেসে মাইনেও দিচ্ছে! ভগবান। এ ভালবাসার, এ বিশ্বাসের মান—আমরা যেন রাখ্‌তে পারি। (প্রস্থান)

(ধীরে মানকুমারী ও বিরাজের প্রবেশ)

বিরাজ। আজ রাত্রেই?

মান-কু। হাঁ—আজ রাত্রেই। নইলে এমন সুযোগ আর আসবে না। তুই ওই পাশের ঘরে থাকবি। আমি যেমন দরজায় তিনবার ঠোকা দ'ব অম্‌নি উঠে আসবি বুঝলি!

বিরাজ। কিন্তু তাদের যতক্ষণ সরাতে না পারছি—ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।

মান-কু। কালই তার ব্যবস্থা কর্ব্ব। যেমন, পথের কাঁটা, তেমনি মুড়ো ঝাঁটা। একেবারে নিশ্চিন্তপুর পাঠিয়ে দ'ব!

বিরাজ। তা হ'লেও আমার আরও একটু সন্দেহ হ'চ্ছে। সে বড় ছেলে ব'লে বাবা যদি—জমিদারী আধা আধি বখ্‌রা ক'রে দেয়!

মান-কু। আমি বেঁচে থাকতে তা কখনই হ'তে দ'ব না। জমিদার এখন আমার হাতের খেলার পুতুল। আমি তাকে যা বলব' সে তাই ক'রতে বাধ্য। আমি তাদের কলের পুতুলের মত নাচাব' ব'লেইত এ কাজে হাত দিইছি। তোর জমিদার হওয়া এবার ঘোচায় কে? এখন আয় দেখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ভিন্নদিক হইতে প্রমিলা ও ঝি আসিল)

ঝি। শুনলেন সব?

প্রমিলা। শুনলুমত'—কিন্তু এখন উপায় ?

ঝি। উপায় এখন বড় বাবুকে সব কথা বলা !

(সরোজ কুমারের প্রবেশ)

সরোজ। কি হ'য়েছে ঝি বোউ—যে আমাকে ব'লবে ?

ঝি। ছোটবাবু আর গিন্নীমা মতলব করে জমিদারী হাত্ ক'রে নেবে।

সরোজ। যতটা সহজ মনে ক'রেছে ততটা সহজ নয় যে, মুখের কথায় অমনি জমিদারী হাত ক'রে নেবে।

ঝি। ওরা মায়ে ছেলে ষড়যন্ত্র ক'রে এ বাড়ী থেকে আমাদের তাড়াবে।

সরোজ। না—না সে আমার বৈমাত্র ভাই হ'লেও—আমাকে বড় ভাই ব'লে যথেষ্ট মানে। আমার মনে হয়না যে, সে এতদূর ক'রতে পারবে।

প্রমিলা। সে না ক'রতে পারে—কিন্তু তার মা বড় দর্জ্জাল। তারই পরিচালনায় সব হবে। দেখ্ছত' ওরা কেউ আর আগেকার মত আমাদের শ্রদ্ধা করে না। কর্ত্তা বাবুকে তীর্থে পর্য্যন্ত যেতে দিলে না।

সরোজ। না না তাদের দোষ অনর্থক দাও কেন ? বাবার অসুখ তাই তিনি গেলেন না।

ঝি। অসুখ্ত গা—ময়। সে যাদুকরি—মুখে আপনাদের সঙ্গে সৎভাব দেখিয়ে, কর্ত্তাবাবুকে নানান ভাবে ভুলিয়ে সব হাত ক'রে নেবে।

সরোজ। তাই যদি করে, তাহ'লে আমার আর জোর খাট্‌বে কোথায় ? যার জিনিষ সে যদি রাস্তায় লুটিয়ে দেয়, তাতে অন্যের ব'লবার কি অধিকার আছে ?

ঝি। কেন অধিকার নেই ! আপনিত তাঁর বড় ছেলে ?

সরোজ। তা হলেও যার জিনিষ সে যদি ইচ্ছা করে না দেয়, তবে মিছে আমি—জোর জুলুম ক'রতে গিয়ে তাদের পথের কণ্টক হই কেন !

ঝি। না দেয় মকর্দ্দমা ক'রে আদায় ক'রবেন !

সরোজ। ছেলে হ'য়ে বাপের সঙ্গে মকর্দ্দমা। ছি-ছি। অমন কথা আর মুখে এনো না। এও কি কখন সম্ভব হয়। আর লোকেই বা তাহলে ব'লবে কি ?

প্রমিলা। আর জন্মদাতা পিতা হয়ে, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মোহে পরে তার কুমন্ত্রনায় ভুলে যদি ছেলেকে বাড়ীথেকে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে কি কেউ কিছুই বলবে না ? অন্ধ সমাজ কি তা একবারও মুখতুলে চেয়ে দেখবে না ?

সরোজ। তারা যদি সত্য সত্যই জমিদারী নিতে চায়—তা নিক্। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। জন্মদাতা পিতা যার বিমুখ তার আবার আপত্তি কিসের ! তবে যদি পারি। তাদের বুঝিয়ে, তাদের সকলের হাতে পায়ে ধরে, শুধু আমাদের বাসস্থানের মত একটু যায়গা ভিক্ষা স্বরূপ চেয়ে নেব'। তবু জন্মদাতা পিতার সঙ্গে মকর্দ্দমা—কলহ করে, তাদের মনে কষ্টদিয়ে, আমি শাঁপ—মুন্যি—কুড়োতে পারবনা। জানতো। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমং তপঃ। পিতরী প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

প্রমিলা। ঐ যে দেওয়ানজী আসছে। দেওয়ানজীর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় একটা ব্যাবস্থা কর'। এসো ঝিবোউ। (অন্তরালে গমন)

সরোজ। ভগবান কি এমনই করবেন যে,— (চিন্তা)

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। বাবা। লোক পরম্পরায় যা শুনছি তা-কি সত্য ?

সরোজ। সত্য মিথ্যা জানিনা। আপনি যা শুনেছেন—আমিও তাই শুন্‌ছি।

দয়াল। সত্যই যদি তাই হয়, তাহলে কি ক'রবে বাবা!

সরোজ। আমিও তাই ভাবছি কাকা—যে, কি কর্ব্ব!

দয়াল। যদি তাই ঠিক হয় তবে মকর্দ্দমা ক'রে অংশ বার কর্ব্ব।

সরোজ। কিন্তু পিতার সঙ্গে—

দয়াল। কে তোমার পিতা? জমিদার হরিমোহন দত্ত? না—না। ও পিতা তোমার সে পিতা নয়—যে পিতা একদণ্ড তোমাকে চোখের আড় হ'তে দিত না। তোমার পিতা মরেছে। ও পিতাতে আর পিতা নেই। যা দেখছ, তা তোমার পিতার জীবিত একটা কঙ্কাল মাত্র। অস্থি চর্ম্মসার শুধু কাটামো খানা পড়ে আছে। তাও একটা ডাইনি এসে, সেই কাটামো খানাকে চিবিয়ে খাবার ব্যবস্থা ক'রেছে।

সরোজ। ছি কাকা। গুরু নিন্দা আপনার মুখে শোভা পায় না। আগে দেখুন কতদুর পর্য্যন্ত গড়ায়, তারপর যা হয় করা যাবে। এখন অত উতলা হ'লে চ'লবে না।

দয়াল। কিন্তু বাবা। আমি তোমার মায়ের সেই মৃত্যুকালিন অনুরোধ ভুলতে পারব না। তুমি তখন আট বছরের! তোমার বাবার হাত ধরে, আমার হাতধরে কাঁদতে কাঁদতে তোমার মা যখন ব'ললেন যে, আমার সরোজ কুমারকে তোমরা দেখো। আরও বল্‌লেন যে, কর্ত্তা যদি সংসারে সুখ—শান্তির জন্য আবার বিবাহ—

করেন, তাহলে দেওয়ানজী, আমি আমার ছেলের রক্ষণা বেক্ষণের ভার তোমার উপর দিলাম। তুমি আমার ছেলেকে দেখো। আমি তখন দেখলাম যে; আমারও সংসারে ছেলে পুলে কিছু নেই। তাই সেইদিন থেকে নিজের ছেলের মত আদর যত্ন ক'রে কোলে-পিঠে ক'রে তোমায় মানুষ ক'রে আমি আমার ছেলের অভাব ভুলে গিইছি। তারপর যা-যা হ'চ্ছে তা সবই তুমি অবগত আছ!

সরোজ। বুঝ্‌লেম সব। কিন্তু কি কর্ব্ব বলুন, উপায় থাকতেও যে, আমি নিরুপায়।

দয়াল। তুমি যদি এর বিহিত কিছু না কর, আমি কিন্তু সহজে ছাড়ব না। সে তোমার পিতাই হ'ক, আর দেশের ভাগ্যবিধাতা আমার প্রভুই হ'ক্, এতদূর অন্যায় আমি কখনই হ'তে দব না।

সরোজ। কি আর করবেন বলুন! বরাতৃতো' আর কেউ নেয়নি!

দয়াল। তাহলে আমি এখন আসি। সময় হ'লে আমি তোমায় জানাবো। (প্রস্থান)

সরোজ। আচ্ছা আসুন। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—(হরিমোহনের শয়ন কক্ষ।)

(কক্ষে শো-কেশ গ্লাসকেশ লৌহ সিন্দুক। চেয়ার বেঞ্চি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিও আছে। কক্ষে আলো জলিতেছে। হরিমোহন শয্যাপরি বসিয়া)

হরি। । না—কিছুই আর ভাল লাগছে না। আমি যেন দিন দিন আর এক রকম হ,য়ে যাচ্ছি। কেন যে, এত চিন্তার পর চিন্তা—

এসে আমায় আকৃষ্ট ক'রছে তা বুঝতে পারছি না। যদি আমি জোর করে যেতে চাই তাহলে গিন্নী আমার সংসারে আগুণ জেলে দেবে। কিন্তু অতবড় একটা মিথ্যে কথা ব'লে মিছে আমাকে পাপে জড়ালে। ভগবান আমার কোন দোষ নেই। আমি মনে করি যে, তোমার সমস্ত পবিত্র তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু সংসারের মায়াবিনী আমার সে পথে কাঁটা দিয়ে, তার অমানুষিক মায়াতে আমার গতি রোধ ক'রে রেখেছে। জানি না এর পরিণাম বা তার উদ্দেশ্য কি ?

মানকুমারী। (অর্দ্ধ প্রবেশ করিয়া) মর মিন্‌সে, শোইও না।

হরি। না। আর বসতে পারি না। নিদ্রা আকর্ষণ ক'রছে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর হ'তে চললো নিদ্রারী বা দোষ কি।

(ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম ও শয়ন—নিদ্রা)

মানকুমারী। (ধীরে প্রবেশ করিয়া) এইবার চারে মাছ লেগেছে। মাছ যত দূরেই থাক না কেন, ভাল করে চার ফেললে মাছ আপনি ছুটে আসে। যেমন সাঁতার শিখ্‌তে হ'লে আগে অনেক—দিন ধরে হাত-পা ছোড়া শিখতে হয়, কত নাকানি চোবানি খেতে হয়, তবে সাঁতার শেখা যায়। এ ক্ষেত্রে আমারও তাই হল। (ধীরে ধীরে কাছে যাইয়া জমিদারকে লক্ষ করিয়া) না ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে আর মিছে দেরী করি কেন।

(প্রস্থান ও বিরাজকে ডাকিয়া আনিল)

বিরাজ। ঘুমিয়েছে ত' ?

মান-কু। চুপ্, আস্তে কথা কও। (বালিশের নিচে হইতে চাবি লইয়া) এই নাও চাবি। অতি সাবধানে অথচ তাড়াতাড়ি কাজ সেরে—

নাও। ঐ দেখ লোহার সিন্ধুক। ওর মধ্যে সমস্ত গহনা—টাকা—আর কাছারী ঘরের চাবি আছে!

(বিরাজ চাবি লইয়া সিন্ধুক খুলিয়া সব আত্মসাত করিতে লাগিল। মানকুমারী একবার জমিদারকে বাতাস করে। একবার বিরাজের কাছে যাইয়া যাতে শীঘ্র হয় তাহাই করিতেছে। বিরাজ সমস্ত হস্তগত করিয়া সিন্ধুক পুর্ব্বতঃ বন্ধ করিয়া)

বিরাজ। উইল?

মান-কু। এখন নয়। পরে সব হবে। এখন তাড়াতাড়ি এ স্থান ত্যাগ কর। ঠিক এমনি করে অন্য ঘরে বুঝলি। যাও শিগ্‌গিরী যাও। কেউ বাধা দিতে নেই!

বিরাজ। বড়াত বুঝি ফিরলো। (প্রস্থান)

মান-কু। একেবারে পগার পার বুঝলি? ভগবান্। তুমিই ধন্য। সে কিনা আমার ছেলেকে মাসোহারা দিতে চায়। হা—হা—হা। এটা বোঝে না যে, চকমকি পাথরকে যতই জলে ফেলে রাখ না কেন, তার আগুন কখনই নষ্ট হবে না। একদিন-না একদিন তার আগুন ঠিকরে বেরোবেই বেরুবে। আর আমিও তাদের দেখিয়ে দ'ব যে, সাপের মুখে বিষ আছে, কিন্তু সে যখন আপনি খায় তখন তার বিষ লাগে না। যখন অন্যকে দংশায় তখন তার বিষ হয়। আর সেই বিষের নেশায় কতজনা অশার হয়ে ঢুলে পড়ে।

(জমিদারের পার্শ্বে যাইয়া মৃদু-মন্দ পাখা হেলাইতে লাগিল)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মেহেরপুর চাষাপল্লির একাংশ।

(চাষা রমণীগণের গান)

গান

মোরা গড় করি সহরের পায়

আমাদের পাড়া গাঁ ভালো।

এমন গাছের ছাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়া,

ওলো সই মিট্‌মিটে আলো ॥

মোদের নেইকো দুখের লেশ,

মোরা আছি সুখে বেশ,

রেশা রেশী নেইকো হেথায় —

স্বাধীন রাজার দেশ,

তাই ঘরে ঘরে আদর ক'রে

সুখের বাতি জ্বালো ॥ (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—হরিমহনের শয়ন কক্ষ।

(হরিমহন তামাকু খাইতেছে। মানকুমারী)

হরি। তাদের ঘরথেকে যথন সমস্ত চাবিই বেরিয়েছে; তখন তারাই যে, সম্পূর্ণ দোষী, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মান-কু। এ আমি গোড়া থেকেই জানি তাই তোমায় তীর্থে যেতে দিইনি। এখন বুঝলেত সব? এমনইত সৎমা ব'লে দেখতে পারেনা, তার উপর তুমি চ'লে গেলে এতদিন হয়ত' ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আমাদের রাস্তায় বেরুতে হ'ত। আমি খুব ভাল বলে তাই এতদিন কিছু বলিনি'। কিন্তু ওদের স্বভাব-চরিত্র দেখে আবার ব'লতেও হয়। এর ব্যবস্থা আজই তোমাকে ক'রতে হবে।

হরিমহন। ব্যবস্থা আর কি কর্ব্ব! সে যদি সিন্দুক্ খুলে সব নিয়েই থাকে, তবে সেওত' আমার ছেলে তাই নিয়েই সে সুখী হ'ক্।

মানকুঃ। তাই বা কেমন ক'রে হবে। সে চোর—চুরি করেছে। এর পর সে আরও কি—না ক'রতে পারে। সে কেন প্রকাশ্যে অংশ নিলে না। ওসমস্ত টাকা কড়ি গয়নার ভাগ দুজনায় সমান পাবে।

হরিমহন। বেশ! আমি যদি তাকে বুঝিয়ে তাই ক'রাতে পারি—তবে তাই হবে।

মানকুমারী। শুধু তাই হবে ব'ললে চ'লবে না! সে যদি না দিতে চায়, তুমি হয়ত তাকে অনায়াসে ছেড়ে দিতে পার। কিন্তু আজ যদি আমার ছেলে চুরি ক'রত, তাহলে হয়ত বা তাকে এ বাড়ীতে আর জায়গা দিতে না! মনে বুঝে দেখ দেখি—আজ যদি তুমি আমাকে বিয়ে না ক'রতে, তা'হলে আমার ছেলেকে দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে ব'লে, কেউ ঘৃণা ক'রে চরণে দলিত করত না।

হরিমহন। না—না ঘৃণা ক'রবে কেন?

মানকুমারী। তুমি জানোনা তাই বলছ ঘৃণা ক'রবে কেন! কিন্তু আমি দেখছি সকলেই ঘৃণা করে। সকলেরই ইচ্ছা যে, সে যাতে নিচুথেকে আরও নিচুতে চলে যায়! আরে—তোরা নিচুতে নামাবার কে?

বলে—রাখে হরি মারে কে—মারে হরি রাখে কে? তা তুমি যাই বল। এ বাড়ীতে থাকতে আমার ও যেন—কেমন ভয় ভয় করে। মনে হয় কখন যে কি হবে!

হরিমহন। কেন—ভয় কিসের?

মানকুঃ। শেষে কি কোন্ দিন আমার ছেলেকে মেরে ব'সবে।

হরিমহন। কি—এতদূর সাহস তার! যে, তোমাদের গায়ে হাত দেবে!

মান-কুঃ। সেটা তুমিই ভেবে দেখ! যে গোপনে সব চুরি ক'রে নিতে পারে সে কি—না ক'রতে পারে। তার অসাধ্য সাধন ক'রতে একটুও দেরী হবে না।

হরিমহন। পারে—সে সব ক'রতে পারে! আমি বড় ভুলে বিশ্বাস করে তাকে এই সুবিস্তীর্ণ জমিদারী দিয়ে তীর্থে যাচ্ছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সে ভুল ভেঙ্গে দিয়ে, আমার, চোক ফুটিয়ে দিয়েছ! এখন আমি বুঝেছি যে, কে চোর আর কে সাধু! গিন্নী আজ থেকে তোমার ছেলেই জমিদার হবে।

মানকুঃ। তবে—এ চুরি করার জন্য শাস্তিও তাকে দিতে হবে!

হরিমহন। শাস্তি। কি শাস্তি দ'ব! (উঠিয়া, কি ভাবিয়া) হাঁ—হ'য়েছে। দ'ব। শাস্তি দ'ব। এমন শাস্তি তাকে আমি দ'ব—যা দেখে তুমিও চম্‌কে উঠবে। হাঁ—এমন শাস্তি। পারবো—খুব—পারবো। সে যা চুরি করেছে তা—তার কাছ থেকে জোর ক'রে কেড়ে ন'ব। তাকে আমি কিছু দ'বনা। আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য কিছুই সে পাবে না। সে জোচ্চর, ভণ্ড, সে বিশ্বাসঘাতক। হয়ত সে একদিন আমার গলায়ও ছুরি বসাতে পারে। সে পুত্র নয়—সে আমার শত্রু। অতএব শত্রুর যায়গা এ বাড়ীতে আর—

নেই। রামদেও! এখনি তাদের এ বাড়ী থেকে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দাও। (বসিল)

মানকুমারি। (বাতাস করিতে করিতে) কেন! একদিন ব'লেছিলেন। যে, সে—ধর্ম্মজ্ঞ—শাস্ত্রজ্ঞ আর দাওয়ানজী বড় বিশ্বাসী ?

হরিমহন। তাই—তাই—সে তার উচিৎ প্রতিফল দিলে। তাই সে আমার অহঙ্কার, আমার গর্ব্ব, চুর্ণ ক'রে দিলে !

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। বাবু !

হরিমহন। না—আর বাবু নয়। বল শত্রু। আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি। কাকেও আর আমি বিশ্বাস কর্ব্ব না। দয়াল ! মনে ক'রেছ—ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পাবে না—না ? মনে ক'রেছ জলে যেমন পান্‌কৌড়ী মাছ ধরে খায়, অথচ তার গায়ে জলের আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে না। সেই রকম—তোমাদের গায়েও কোন আঁচড় লাগবে না কেমন—না ?

দয়াল। একি কথা ব'লছেন বাবু ?

হরি। বাবু ঠিক কথায় ব'ল্‌ছে। নইলে তুমি যে—দাওয়ানজী, আজ বিষ বছর ধ'রে নিমক খাচ্ছ। শেষে তার লাভ দেখালে কি—না— একজনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা কিছু সব আত্মসাৎ করা।

দয়াল। বাবু—চাবি।

হরি। আবার সেই চাবির কথা। বলেছিত তুমি তাকে পথ না দেখালে সে দেখ্‌ল কি করে ! এ জমিদারীর যা কিছু গুপ্ত বিষয় ছিল, তা সবই তুমি অবগত ছিলে। আমি বড় বিশ্বাস ক'রে সবই তোমায় বলেছিলাম। দয়াল ! এতদিনের—এত বিশ্বাসের কি এই পরিণাম।

দয়াল। আজ্ঞে বাবু! আমি আপনার সে বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করিনি। আমি যদি চুরি কর্ব্ব বলে মনে করতাম, তাহলে আজ আর আমি একখানা সামান্য কুঁড়ে ঘরে বাস ক'রতাম না। কিন্তু যাই হ'ক। বাবু! আমার উপর আপনার যখন সন্দেহ হ'য়েছে, তখন আমি চুরি না ক'রলেও চোর। এখন ইচ্ছা ক'রলে আপনি আমাকে জেলও দিতে পারেন, কিম্বা যদি দয়া হয় তাহলে ছেড়েও দিতে পারেন। কিন্তু যাই করেন। আমার ও প্রতিজ্ঞা। যে, এই চুরি কি প্রকারে হ'য়েছে তা আমি যেমন ক'রে পারি আপনাকে দেখিয়ে দব। আর যদি না পারি, তাহলে—উদয় চক্রবর্ত্তির ঔরষে আমার জন্ম নয়। (প্রস্থান)

মান কুঃ। ও এত তেজ! চুরীও ক'রবে আবার চোখও রাঙ্গাবে।

(নেপথ্যে বিপ্রদাস গাহিয়া উঠিল)

(ওরে পাগল তোর শুধ্‌তে হবে দেনা)!

হরিমহন। ওকি?

মান-কুঃ। সকাল বেলা রাজপথ দিয়ে ভীখারী গান গেয়ে ভীক্ষা করতে চলেছে।

হরি। আচ্ছা ওকে একবার ডাকতে পারো? আমি ওর ঐ গানখানা একবার শুনব। আমি জমিদার। আমি ডাক্‌লে সে কি আসবে না?

(মানকুমারীর প্রস্থান)

হরিমহন। সকলেই কি অবাধ্য হবে? কৃতজ্ঞ কেউ নয়! হারে অদৃষ্ট!

(বিপ্রদাসের প্রবেশ)

বিপ্রদাস। বাবু! আমায় ডেকেছেন?

হরি। হাঁ—গান গেয়ে ভিক্ষা কর তুমি ?

বিপ্রদাস। না। তবে—লোকে আমায় পাগল বলে—তাই আমি পাগল। খাইও আমি সেই পাগলের মত যখন যা জোটে, আর গাইও সেই পাগলের গান যখন যা খেয়ালে আসে। (গাহিল)

গান

ওরে পাগল তোর শুধতে হবে দেনা।
এ ভবের হাটে পাওনাদার তোর সবই আপন জনা॥
সংসারে তোর যতেক অংশীদার,
তারা কি ছাড়িবে তোরে ভেবেছিস্ কি পাবি পার,
স্থদ আসলে করবে আদায় কিছু ছাড়বে না।
রেহাই নিতে চাস যদি রে ফাঁকি চল্‌বে না॥ (প্রস্থান)

হরিমোহন। ঠিক্ ঠিক্ বলেছ পাগল। কেউ ছেড়ে কথা কইবে না। তুমি দিতে চাও আর না চাও, যার অংশ, সে—তোমার টুটি টিপে ধরে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে।

(কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। দাদু! দাদু! তুমি নাকি আমাদের তাড়িয়ে দেবে ?

হরি। এঁ্যা—না। কে বল্‌লে দিদি ?

বেগে মানকুমারীর প্রবেশ।

মানকুমারী। আমি বলেছি। যা তুই এখান থেকে!

হরি। না না। তা কি পারি! পারিনা। পারিনা! আয় দিদি। তুই আমার কোলে আয়!

মান-কু। আবার! চুপ করে বসো! (স্তব্ধ করিল)

কাঞ্চন। তা হয়না দাদু! তোমার ও হাত এখন আর হাত নয়। ও বিষের চক্র। ওতে কালসাপিনীর বিষ মাখানো আছে!

(প্রস্থান)

মান-কু। ওঃ ভগবান। আমার নিন্দে না করে কেউ জল খায় না। নইলে একরত্তি দুধের মেয়ে সেও কিনা আমার উপর দিয়ে কথা বলে! ম'রতে কেন আমি জমিদার গিন্নী হ'তে এসেছিলাম। কলিযুগ কিনা—ভাল ক'রলে মন্দ হয়। (ক্রন্দন)

(সরোজকুমারের প্রবেশ)

সরোজ। তা' হলে আজই কি আমাদের এ বাড়ী পরিত্যাগ ক'রে যেতে হবে?

হরিমোহন। আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাদের আমি বিশ্বাস করতে পারি না। সমস্ত চাবিই যখন তোমাদের ঘর থেকে বেরিয়েছে, তখন সকলেই বলবে যে, তুমিই সব চুরি করেছ।

সরোজ। কিন্তু। কি করে যে আমাদের ঘরে চাবি গেল—তা আপনি বিচার ক'রে দেখলেন না। আমার বিশ্বাস কেউ শত্রুতা ক'রে এ কাজ ক'রেছে!

(ঝি বোউ আসিল)

ঝি। আমিত বলেছি যে ছোট বাবু ছাড়া আর কেউ নয়!

মান-কু। কি। আমার ছেলে? ওমা আমি কোথায় যাবো। ঝি-চাকরেও আমাদের অপঘেন্না করে। ম'রতে কেন আমি জমিদার গিন্নী হ'তে এসেছিলাম। এ চোর বদ্‌নাম নেওয়ার চেয়ে যে, মরণ ভালো! (ক্রন্দন)

(বিরাজমোহনের আবির্ভাব) ।

বিরাজ। কে? আমার নামে দোষ দিচ্ছে কে?

মান-কু। সবাই তোকে চোর ব'লছে!

বিরাজ। কি—এতদূর মিথ্যা কথা! জানো—এর ফল হবে কিন্তু অতি ভীষণ। মা। মা!

মান-কু। উঃ এতদূর অপমান। না—আর না। আর আমি এ অপমান সহ্য ক'রতে পারি না। তার চেয়ে আমি বাপের বাড়ী গিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাবো তবু এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে এখানে আর থাকতে পারব না। আমার মা যখন পেটে জায়গা দিয়েছে, তখন—হাঁড়িতেও জায়গা দেবে।

সরোজ। মা মা! লক্ষ্মীস্বরূপিণী, সতীকুলরাণী জননী আমার। কেন মা এই অধম সন্তানের উপর অভিমান করছেন? রাগ করবেন না মা—আপনার ইচ্ছাই আমি পূর্ণ কর্ব্ব। আর কাল বিলম্ব না ক'রে আমরাই এখান থেকে চলে যাচ্ছি মা!

মান-কু। (স্বগত) কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। (প্রকাশ্যে) মা বলে যদি একদিনও ভক্তি ক'রতে তা' হলে আর সৎমা বলে এত অপমান করতে না!

সরোজ। মা। মা। শৈশবে মাতৃহারা আমি। মায়ের আদর যে কি—তা আমি জানিনা। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত আপনাকে দেখে আসছি। জানিনা মা—সৎমা কেমন। তবে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে শুধু এইটুকু বুঝি যে, যাকে একবার মাত্র মা বলে ডাকা যায় সেই তার মাতৃস্থান অধিকার কোরে তার গর্ভধারিণী জননীর মত অধম সন্তানকে আদর করে যত্ন করে কোলে তুলে নেয়! তাই—

তাই—মা, শৈশব হ'তে আজও পর্য্যন্ত মাতৃ-সম্বোধনে, ভুলে গেছি মায়ের অভাব। এখনও ভগবানের নামে শপথ্ করে, আমার দেবতুল্য পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছি মা,—যদি একান্তই এ বাড়ীতে আমাদের জায়গা না থাকে—তবে আজ থেকে নির্ব্বিঘ্নে আপনারা বাস করুন। কেউ আর আপনাদের বাধা দিতে আসবে না।

মান-কু। না—না—তা হবে না, আমি এর বিচার চাই!

হরি। দেখ এক কাজ কর! তুমি যা সিন্দুক ভেঙ্গে নিয়েছ, তা নিয়ে এসো। আমি আধাআধি বখ্রা করে দিই!

সরোজ। বাবা। বাবা। ধর্ম্ম সাক্ষী!

বিরাজ। তাহলে চুরি করবে একজন, আর—মার খাবে একজন কেমন না? মা—মা! তার চেয়ে চলো—

হরি। দাড়াও! দেখ সরোজ। তুমি আমার পুত্র বলে তাই রক্ষা পেয়ে গেলে। অন্য কেউ হ'লে তোমায় আমি জেলের ভাত খাইয়ে তবে ছাড়তাম। কিন্তু তা আমি ক'রতে চাইনে। আমি বেইমানিও ক'রতে চাইনে। এখন তুমি যে সব ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছ তার দ্বারা এমন অনেক জমিদারী কিনতে পারবে। অতএব এখনই তুমি অন্যত্র যাবার চেষ্টা দেখ। তোমার মত বিশ্বাসঘাতক নরাধমকে আর আমি এ বাড়ীতে জায়গা দিতে পারি না!

সরোজ। বাবা। এই কাল বৈশাখির দিনে ছেলে পুলে নিয়ে কোথায় গিয়ে দাড়াব, তার কিছুই ঠিক নেই। দিনের পর দিন এতগুলি প্রাণীর গ্রাসোচ্ছাদন কোথেকে যোগাব তারও কোন সংস্থান নেই। বাবা। বাবা। যদি আমাদের সত্যসত্যই যেতে হয়—তাহলে—আপনাদের সকলের পায় ধরে আমি ভিক্ষা চাচ্ছি—দয়া করে দিন

কন্তকের মত আপনাদেরই একটা ছোট খাটো পোড়ো বাড়ীতে আমাদের বাস করতে দিন। তারপর—

(মানকুমারী জমিদারকে কি বলিয়া বশ করিল)

হরি। না না তা হবে না। তুমি যা নিয়েছ তার বেশী তিলার্দ্ধও আর পাবেনা। এখন আপনার পথ আপনি দেখে নাওগে।

সরোজ। ওঃ ভগবান! চলো ঝি বোউ!

(প্রস্থানোদ্যত)

ঝি। কোথায় যাবেন বাবু। এইখানেই থাকুন!

মান-কু। তুইও কিছু খেয়েছিস বুঝি?

ঝি। মরি মরি কোথায় যাব গো?

মান-কু। বাপ দিচ্ছে তাড়িয়ে উনি আবার সতীনগিরী ফলাতে আসছে! ওলো সামনে থেকে সরে যা - সরে যা, নইলে—

ঝি। নইলে কি মারবে নাকি?

মান-কু। হ্যাঁ মার্ব্ব! ঝি ঝির মত থাক্‌বি। ঝি হ'য়ে বেশী বাড়াবাড়ি ক'র্‌লে—(ঝাঁটা আনিয়া) এই ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝেড়ে দ'ব।

(দ্রুত বিধুর প্রবেশ)

বিধু। বাবু। বাবু! দোহায় আপনার। আমার দাদাবাবুকে একেবারে পথে ভাসাবেন না।

বিরাজ। তাতে তোর বাবার কি?

বিধু। বাবু! ছেলে ব'লে আপনার কি একটুও মায়া-মমতা হচ্ছেনা? আমি চাষার ছেলে, আপনাদের চাকর, আমার যে, বুকখানা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর আপনি জন্মদাতা পিতা হয়ে, কোন্ প্রাণে বাবু—কোন্ প্রাণে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন! আপনার—

বুকখানা কি একটুও কেঁপে উঠবে না? বাবু! আপনার নাতী-নাত্নী, অবোধ বালক তারা! তাদের কথা মনে করেও কি আপনার হৃদয় একটু কেঁদে উঠ্ছে না? একবার ভেবে দেখুন দেখি বাবু। আজ তারা রাস্তায় বস্‌লে, কাল তাদের কি অবস্থা হবে? তাতে কি আপনার মুখোজ্জ্বল আরত বেশী হবে বাবু?

মান-কু। বলি—তোর অত মাথা বেথা কেন? যে চোর তার জন্য অত মায়া কেন?

বিধু। বাবু। বাবু! দোহায় আপনার! আপনার পায় ধরি বাবু। আমার দাদাবাবুর সকল অপরাধ মাফ করে দিন! মা। মা। আপনারও পায় ধরি মা এ যাত্রা আমার দাদাবাবুকে ক্ষমা করে দিন! ছোট বাবু। ছোট বাবু! দোহায় আপনার! আপনি ধর্ম্মের মুখ চেয়ে, আপনারা এক মায়ের পেটের দুইভাই মনে করে, আপনার বড় ভাইকে, দয়া করে এ বাড়ীর একদিকে এক কোণে একটু আশ্রয় দিন। দোহায় ছোটবাবু। একেবারে তাদের পথে বসাবেন না! মা। মা। আপনার যদি পেটের ছেলেই হ'ত, তা'হলে কি এমনি ক'রে তাকে তারাতে পারতেন?

সরোজ। (বিধুকে ধরিয়া) বিধু। মিছে কান্নাকাটি করে কোন লাভ নেই।

বিরাজ। সব শালা সমান। যাও এই মুহূর্ত্তে তোমরা বেরিয়ে যাও, নইলে কিন্তু গুলি ছুটবে। (পিস্তল উত্তোলন)

বিধু। কি। আমাদের গুলি করে মার্ব্বে? তবে আর কেন! নাও গুলি করো, এই আমরা বুক পেতে দিইছি! এত ক'রে হাতে ধরা, পায়ে ধরার পরিণাম, শেষে কিনা আমাদের গুলি করে মার্ব্বে! চমৎকার প্রতিদান।

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। এ কি করলেন বাবু! সেচ্ছায় মানিক হারালেন?

বিরাজ। সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনিও যান।

দয়াল। আমাকেও যে, যেতে হবে তা আমি পূর্ব্বেই জেনেছি। তবে সহজে আমি যাবনা।

বিরাজ। কি করবেন?

দয়াল। কি কর্ব্ব? আপনাদের নামে মোকর্দ্দমা কর্ব্ব। আপনাকে জেল খাটাব। এ যদি না পারি তাহলে বুঝবো যে, আমার তপ্—যপ্—সাধনা সংযম সব ভণ্ডামি। সংসারের ধর্ম্ম—কর্ম্ম সব মিথ্যা। বেদ পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত কবির একটা কল্পনা। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—বাতুলতা মাত্র। তা'হলে বুঝব যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সকল বন্ধনই তিরোহিত হয়ে গিয়েছে। (বেগে প্রস্থান)

মান-কু। উঃ এত তেজ।

(বিপ্রদাসের প্রবেশ)

বিপ্রদাস। লেগেজা। লেগেজা ভানুমতীর খেল। কই বাবাজী গুলি ছোটাও। বিধু। পায়ে মাথা খোঁড়, আর তোমরা ঝাঁটাই ঝাঁটাই। তবে ত' আসর জমবে! কি—সব ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে দেখছ' কি—চালাও। ও কি, সব যে কাঠের মুরদ হয়ে গেলে। ঝাঁটা নিজে অপবিত্র হলেও সে যেখানটা ঝাঁট দেয়, সেখানটা পবিত্র হ'য়ে যায়। তাই ক'রে নাও।

সরোজ। তা' হ'লে আমরা আসি বাবা! মা আমাদের অপরাধ নেবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন মা, আমরা যেন আমাদের দুঃখের সংসারকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারি! এসো বিধু! (প্রস্থান)

(সরোজ বিধু ও ঝির প্রস্থান)

বিপ্রদাস। বলি শীকার যে পালালো। পারলে না বাবাজী পারলে না। গুরুদেব ঠিক কথায় বলে গিয়েছেন! ভগবান—দু'বার হাঁসেন। যখন বিষয় ভাগ করতে গিয়ে—দড়ি ধরে এ ভাই ব'লে ওদিকটা আমার, আর ও ভাই বলে এদিকটা আমার, আর ঠিক এইরূপ অবস্থা যখন হয়। কিন্তু বাবাজী পাপ আর পারা কেউ হজম করতে পারে না। কেউ লুকিয়ে পাড়া খেলেও একদিন না একদিন ফুটে বেরুবেই বেরুবে। আর পাপ করলেও তার প্রতিফল নিশ্চয় আছে। তবে এই মানুষের সঙ্গে বালিসের সঙ্গে বেশী কিছু তফাত নেই। ভেতরে সকলেরই সেই একই তুলো—কেবল উপরটা রং বেরংএর ওয়ার লাগান' বৈত নয়! কিন্তু তারই মধ্যে—কেউ চোর, কেউ লম্পট, কেউ জালিয়াত। কেউ পণ্ডিত, কেউ মূর্খ, কেউ বাপ, কেউ মা, কেউ ভাই। এ কি ভগবানের দোষ!

(প্রস্থান)

হরিমোহন। এ কি! কে-এ পাগল! বিপ্রদাস নয়? যেই হও পাগল, বলে দাও, আমি ভাল করলাম কি মন্দ করলাম! বল—বল—তোমরা। আমি ভাল করলাম না মন্দ করলাম। (প্রস্থান)

মান-কু। এইবার উইলের পালা! (প্রস্থান)

বিরাজ। মারিত' গণ্ডার, লুটিত' ভাণ্ডার। (প্রস্থানোদ্যত)

(অনিলার প্রবেশ)

অনিলা। ঠিক কথা ব'লেছ!

বিরাজ। এ কি—তুমি এখানে কি জন্য এলে?

অনিলা। এতে কি তোমাদের ভাল হবে মনে ক'রেছ?

বিরাজ। সে ভাবনায় তোমার কাজ কি? তুমি আমাকে ব'লবার কে? আমি ত' আর তোমার কাছে উপদেশ চাচ্ছিনে যে দুটো কথা শোনাতে এসেছ। বলেছিত' তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই।

অনিলা। সে কথা পরে ভাববো। আচ্ছা বল দেখি তোমার প্রাণে কি দয়া-মায়া কিছু নেই? কোন্ প্রাণে ভাই হয়ে ভাইকে তাড়ালে? বুকটা কি একটুও কেঁদে উঠল না?

বিরাজ। ওরে আমার সাত পাকের ধন বঁধুরে? মায়ার সাগর যে থৈ-থৈ করে উথ্‌লে উঠছে। ভয় কি—অচিরে তোমার দশাও ঐ জাতীয় হবে।　　(প্রস্থান)

অনিলা। বোঝে না অবুঝ মন, বোঝাতে পাইনে মন।
　　বোঝালে হয় জ্বালাতন, বোঝে কি যে, কুজন?

এদের সব মতিচ্ছন্ন ধরেছে। একটা উজ্জ্বল আলো হঠাৎ যেন একটা দম্‌কা হাওয়ায় নিভে গেল! যাই করুক না কেন, ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের ক্ষয় নিশ্চয় একদিন হবে!　　(প্রস্থান)

নবম-দৃশ্য

স্থান—উদ্যান

(যথাস্থানে—বিরাজমহন, সুধাময়, তোতারাম, খুদিরাম, বদ্রিসাহেব, সুখতারা আসীন। মদ্ চলিতেছে।)

বিরাজ। তোমায় কি আমি ত্যাগ করতে পারি! তা'হলে কি আর বাগান বাড়ীতে নিয়ে আসি! তবে কি জানো সুখী! ধরি-মাছ-

না ছুই পানি। সাপ ও না মরে লাঠিও না ভাঙ্গে—এই রকম করে, সইয়ে সইয়ে, তোমায় অন্দরে নিয়ে যেতে হবে।

খুদিরাম। (মদ খাইয়া) আহা। কি সুন্দর চিজ্! যেন মধু বর্ষে দিচ্ছে!

বিরাজ। আহা এই মুখখানি! কেমন ক'রে ব'লব কেমনএই মুখ্ খানি। সুখ শান্তি, সৌন্দর্য্যময়—পবিত্রতাপূর্ণ এই মুখখানি!

সুখতারা। সত্যি ভাই তুমি আমাকে পাগল করেছ! নাও আর একগ্লাস খাও! (মদ দিল)

বিরাজ। (মদ লইয়া) সকলকে দাও! হা সুরাদেবি, আনন্দদায়িনী; ত্রি-জগন্মোহিতে, নরেষু হৃদয়পালিকা, রক্তাকারা নমোহস্তুতে। (খাইল)

সুখী। নাও সাহেব তুমি আর একটু খাও। (সাহেবকে দেওন)

বদ্রি। (মদ লইয়া) এ পরাণ কি ঠাণ্ডা মোণ্ডায় কি হয়রে। দুঃখের পিপাসা কভু ঘোলে নাহি যায়রে! (খাইল)

সুখী। যাও সাহেব তুমি ভারি দুষ্টু! (আসিয়া বসিল)

বিরাজ। কিহে তোমাদের আশা আজ পূর্ণ হয়েছেত? না আরও চাই?

বদ্রি। "নো—নো।" বহুট হয়েছে। ইউ জমিনডার। জমিডারের মন সব সময় উডার মঙট।

খুদিরাম। ওতেই প্রাণ তর হয়ে গেছে! (সুরে ধরিল) ও গো। আমার হিয়া দগ্‌দগি, পরাণ পোড়াণি, কে দিলে হইবে ভাগো। সখী, কি দিলে হইবে ভাল?

তোতা। বাঃ—বাঃ এ এই তো চাই বাবা!

সুধাময়। কি জানো ভাই। সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে তারা—

সদা সর্ব্বদাই হাঁ ক'রে থাকে। আর সর্ব্বক্ষণই জলের উপর ভাসে, কিন্তু স্বাতী—নক্ষত্রের এক কোঁটা জল তাদের মুখে পড়লেই, তারা-মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নিচে পাতালে চলে যায়, আর কখনও উপরে আসে না। এক্ষেত্রে আমাদেরও সেইরকম অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি বল ভাই? কিন্তু আমাদের তার সঙ্গে একখানা গান ও চাই!

বিদ্রি। "থ্যাঙ্ক, থ্যাঙ্ক ইউ জেণ্টল ম্যান";

খুদি। আবার সেই ঝিনুকেই নাকি মতি মুক্ত হয়!

বিরাজ। সুখী। এই প্রেমে মাখা মুখ-খানিতে। এই রমণীয়তা কমনীয়তা, পবিত্রতাময় মুখখানিতে, এই অমরাবতী সৌন্দর্য্যময় মুখখানিতে; একবার সেই স্বর্গের গান গাও শুনে প্রাণটা একটু শীতল হ'ক্। (মদ লইয়া) নারীতে তুমি মা ভক্তি, পুরুষে তুমি মা শক্তি। (পাণ) আঃ! গাও সুখী গাও!

গান

আমার নয়ন পথের কোনে।
এসে দাঁড়াবে কানন বোনে॥
সদা মধুপানে, বঁধু ভোমরা গানে,
ব্রতী হবে শুধু আকুল প্রাণে।
আমি বিরহিণী কমলিনী
এসো বিরহ মিলনে গোপনে॥

সুখী। কি সাহেব কেমন লাগলো?

বিদ্রি। "ভেরি নাইস্"। অটি সুণ্ডর?

সুধা। কিন্তু ভাই বিরাজ। তুমি জমিদার হয়ে এখন থেকেই যদি—

এই মদ আর খেয়ে মানুষে মজে গিয়ে, আসল কাজ ভুলে যাও। তাহলেই তুমি জমিদারী চালিয়েছ আর কি ! সেদিন বলে ছিলে না যে আরও কি একটা পরামর্শ আছে ! তার কি হ'লো ?

বিরাজ। ওঃ ঠিক কথা বলেছ ! হাঁ—তার পর শোন ! শুনেছি—ঝি মাগীর বাড়ীতে তারা আস্তানা গেরেছে, তা-যেমন ক'রে হ'ক সেখান থেকে তাদের তাড়াতে হবে। কেমন পারবেত ?

সুধা। ব'লেছিত। যেখানেই থাকনা কেন ! আমরাও তাদের পেছনে চীনে জোঁখের মত লেগে থাকবো।

বিরাজ। কাজ কিন্তু হাঁসিল করতেই হবে। আমি জানি এ কার্য্যে তুমি আমার ব্রহ্মাস্ত্র !

(তোতারাম সকলকে মদ দিল)

সুধা। নিশ্চয় ! কি বল' বদ্রি সাহেব। পারবেত' ?

বদ্রি। "ওঃ ইয়েস !" ও অটি টুচ্ছ। আমি ইজদি বিলেট ফেরটা। পার্ব্বনা ! খুব পার্ব্ব।

বিরাজ। বহুত আচ্ছা। তবে চল এখনই আমি বাড়ীটা দেখিয়ে দিইগে। উঠিল)

খুদি। এখনই ? এই জমাট বাঁধা আসর ছেড়ে ? (উঠিল)

বিরাজ। শুভস্য-শীঘ্রং। আর—ও কাজটা হাঁসিল ক'রতে পারলে এ আসর চিরদিনই জমাট বেঁধে থাকবে। তোমরাইত জমাট বাঁধবার লোক। অতএব তোমরা সকলে মিলে আমার এই বিপদ-জঞ্জাল পরিস্কার করে দাও। গোড়ায় কুগ্রহ থাকলে, জ্যোৎস্না ফুটবে কি করে।

খুদি। ঠিক। ঠিক কথা ব'লেছ বিরাজদা !

বিরাজ। আগে গেড়ো কাটিয়ে দাও, তারপর দেখো আমার "মাইণ্ড।"

বদ্রি। অল্ রাইট। "থ্যাঙ্ক্-থ্যাঙ্ক্।" (সেকহ্যাণ্ডকরন)

সুধা। চলো! বাড়ীটা দেখিয়ে দেবে!

বিরাজ। ঠিক সন্ধ্যার পরই কাজ হাঁসিল ক'রতে হবে। সুখী তুমিও এসো। তোমাকেও তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

খুদিরাম। (যাইতে যাইতে ধরিল) সামা-গাধা-মামা গাধা' ধামা ধারে—সারে নি সা! সামা-গাধা মামা—

তোতা। (যাইতে যাইতে) চু—চু-চুপ-চুপ্ চুপ্। (মুখে চাপা দিল)

খুদিরাম। এ গানের মর্ম্ম তুমি কি বোঝ। এটা হ'চ্ছে ভীম্পলছিরি। এর মর্ম্ম বোঝা বড় শক্ত। (প্রস্থান ও পুনঃ অর্দ্ধপ্রবেশে) সামা গাধা মামা-গাধা, ধামা ধারে—

তোতারাম। (প্রস্থান ও অর্দ্ধ প্রবেশে) চুপ-চুপ। (উভয়ের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

(ঝি বৌয়ের ঘরের বাড়ী সম্মুখস্থ তুলসীতলা।

সরোজ কুমার ও দুর্গা ঝি)

সরোজ। কিন্তু ঝি বোউ! এতগুলি প্রাণির গ্রাসাচ্ছাদন যোগার কর্ম্ম কোত্থেকে?

ঝি। আপাততঃ যতদিন আপনি কোন কাজ কর্ম্ম না পান ততদিন আমার যা কিছু সম্বল আছে তাতেই দিনকতক সচ্ছন্দে চলবে।

সরোজ। শেষে তোমার পয়সাও নিতে হবে! ও ভগবান!

ঝি। আমার যা আছে, তা আপনারই অনুগ্রহের ফল। আপনি যদি অত ভালবেসে, আমাদের যায়গা না দিতেন• তাহলে আজ যে, আমরা সেই ভিক্ষারীই থাকতাম। এজন্য মিছে আর আপনি আক্ষেপ করবেন না। জানেন তো। রাজার ও রাজ্য যায়, ভিক্ষারীও রাজা হয়!

সরোজ। তা জানি। কিন্তু এ যে বড় লজ্জার কথা!

ঝি। লজ্জা কিসের বাবু! এ সব তো আপনার! আমরা আগে যেমন আপনার ঝি চাকর ছিলাম, এখনও তাই আছি। আপনি এই কুঁড়ে ঘরেই আমাদের জমিদার—আর আমরা আপনার ঝি চাকর।

সরোজ। কে বলে তোমরা ঝি-চাকর। তোমরা জমিদারের চেয়েও বড়! তোমাদের ভালবাসা, তোমাদের দয়া, জমিদারের, চেয়ে ঢের উঁচুতে উঠেছে। তোমরাই একটা এ জগতের আদর্শ মানব। তুমি আর ঝি নেই। তুমি এখন আমার মা।

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু। বাবু। সন্ধ্যা হ'য়েছে। আসুন আপনার আহ্নিকের যোগার ক'রে দিইগে।

সরোজ। তাই ত' সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। চলো। (উভয়ের প্রস্থান)

(প্রমিলা প্রদীপ হস্তে আসিয়া তুলসি তলায় প্রদীপ দিয়া প্রণাম পূর্ব্বক)

প্রমিলা। ভগবান। আমাদের অদৃষ্ট কি এতই মন্দ যে, একদিনে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ভাসিয়ে দিলে। এক নিমিশের মধ্যে আশার বাসা, সুখের মন্দির প্রফুল্লতার ক্রীড়াভূমি, সব ভেঙ্গে চুড়মার ক'রে দিলে। হাঃ বিধাতঃ আমাদের কপালে যে, আরও—

কি আছে তা জানি না। তবে লোকে দুঃখ-কষ্ট পেলে, নিরুপায় হয়ে শুধু কাঁদে। কিন্তু—কিন্তু জগদীশ্বর। সেই কান্নার পরিণাম—কি শুধু কান্না বই আর কিছু নেই ?

ঝি। শুধু, শুধু। কেঁদে আর কি ক'রবে দিদিমণি! কেবল শরীর খারাপ করা বৈত নয়! বরাতে যা লেখা ছিল তাই হ'য়েছে।

প্রমিলা। আমি তো ভাবছি না। আমি ভাবছি। কি ক'রে সংসার চ'লবে! তোমার বাবুর যখন কাজ করা অভ্যাস নেই, তখন হঠাৎ কাজ করতে গিয়ে যদি না পারে, কিম্বা যদি অসুখ বিসুখ হয়! এমনি ত কাজের জন্য ঘুরে ঘুরে কি রকম হ'য়ে গিয়েছে।

ঝি। কি আর করবে বল। হাত পথ্‌তো আর নেই। তোমার বাপেদেরও তো সেই রকম অবস্থা।

প্রমিলা। বাপ মা যদি বেঁচে থাকতো—তাহলেও না হয়, সেখানে দুদিন যেতাম। সংসারে আমার আপনার বলতে এক ভাই ছিল—তাও শুনেছি—কোথায় সে সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে গিয়েছে।

ঝি। যাই হক্। মিছে আর ভেবে লাভ কি। ভগবান যখন জীব্ দিয়েছেন, তখন আহারও দেবেন। দিদিমণি অনেকক্ষণ হ'ল সন্ধ্যা হ'য়েছে। তুমি বিধুকে দিয়ে উনুনটা ধরিয়ে নাওগে, আমি ততক্ষণ চট্ করে এক কলসী জল নিয়ে আসি। (কলসী আনিয়া) যাও আর দেরী কোরনা। আমি এলাম বলে। (প্রস্থান)

প্রমিলা। ঝি—বোউ। তুমি মহৎ তা আমি জানি। কিন্তু তোমার যা আছে তাতে আর কদিন চ'লবে। তারপর যখন, ছেলে-মেয়ে, ক্ষিধের জ্বালায় ছট্ ফট্ ক'রে মা—মা ব'লে ছুটে আসবে—তখন আমি তাদের কি খাওয়াব। দুঃখের উপর দুঃখ। এই—

পাপময় সংসারে কেউ পুত্র কন্যা হ'লনা ব'লে, ভগবানের নামে দোষ দিয়ে, এ সংসার গৃহ অন্ধকার দেখ্‌ছ। আবার কেউ হয়তঃ এ সংসারে ছেলে মেয়ে নিয়ে তাদের না খাওয়াতে পেরে সংসার— জ্বালায় জ্বলে মরছে। কেউ সামাজিক নির্ব্বাচনে পুড়ে মরে, কেউ বা পরস্পরের অত্যাচারের আগুনে পুড়ে মরে। (প্রস্থান)

(কামিনী কাঞ্চন স্কুলের পাঠ্য বলিতে বলিতে আসিল)

সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যারাণী কোথায় তুমি থাকো।
নামটি শুধু শুনি কিন্তু তোমায় চিনি নাকো॥
দিনমণী দিন এনে করে কত আলো।
তুমি রাণী আঁধার এনে ক'রে দাও কালো॥

(নেপথ্যে কোলাহল) আগুন। আগুন লেগেছে! ঠেকাও!

(নেপথ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল)

কামিনী কাঞ্চন। ওগো আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে! তোমরা শিগ্‌গিরি এসো। শিগ্‌গিরী এসো। (প্রস্থান)

(ঝি বৌয়ের তাড়াতাড়ী প্রবেশ)

ঝি। ওগো আমার কি হ'ল! ওগো আমার কি হ'ল! ভগবান! একি কল্লে? ওগো আমার দিদিমণি হয়ত চাপা পড়েছে! ওগো কে আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে? (ছুটিয়া প্রস্থান)

(গ্রাম বাসিগণের আগুন থামাইবার জন্য ছুটাছুটি! কেহ বলিতেছে ঠেকাও ঠেকাও। কেহ বলিতেছে কি ক'রে আগুন লাগ্‌লো। কেহ বলিতেছে খুব বরাত্‌ জোর তাই ওপাশের ঘরে লাগেনি। সরোজকুমার ও বিধু আসিল। সরোজ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।)

বিধু। বাবু! বাবু! দিদিমণি আর দিদি হয়তঃ চাপা পড়ে এতক্ষণ ভস্ম হয়ে গেল।

সকলে। দেখ দেখ ভাল ক'রে দেখ! (দু-একজনার প্রস্থান)

১ম লোক। দুর্গার আবার বেশী বাড়াবাড়ি! কেন বাপু! তোর ও আগুন লাগা ঘরের মধ্যে ঢোক্‌বার দরকার কি! এখন একটা প্রাণের জন্য—দুটো গেল!

সরোজ। হা-হা-হা। কেমন—কেমন হয়েছে? আর জমিদারী করবে? জ্বলে গেল, জ্বলে গেল। আমার এত সাধের জমিদারী জ্বলে পুড়ে শ্মশান হ'য়ে গেল।

(কামিনী কাঞ্চনের পুনঃ প্রবেশ)

উভয়ে। ওগো তোমরা আমার মাকে বাঁচিয়ে দাও!

বিধু। বাবু! বাবু! আপনি অত উতলা হবেন না! আমি তাদের খুঁজে বার করছি। (প্রস্থানোদ্যত)

সরোজ। কাকে আর বার করবে বিধু! তোমার দিদিকে? প্রমিলাকে? তারা এতক্ষণ জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হ'য়ে ছাইয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ওঃ হো-হো ভগবান।

(ঘর পুড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। নেপথ্য হইতে রমণীর আর্তনাদ আসিল)

বাঁচাও! আমাদের বাঁচাও!

সরোজ। কোথায়! কোথায়, কোন্ দিকে! বিধু! শিগ্‌গিরি এসো। বুঝিনা আশার আলো এখনো নেভেনি।

(বিধু ও সরোজ, ও দু-চারজন লোক যেদিকে আগুন সেই দিকে গেল এবং প্রমিলা ও ঝিকে অতি কষ্টে বাহির করিয়া আনিল। তাহাদের অঙ্গবস্ত্র দগ্ধপ্রায়। চেহারা কালিবর্ণ। ঝির মুখদিয়ে রক্ত উঠিতেছে। তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত তাহাকে শোয়াইয়া দিল। প্রমিলা অতি কষ্টে বসিল।)

কামিনী কাঞ্চন। মা—মা　　(মার কাছে গেল)

(বিধু তাহাদের সেবায় রত হইল)

বিধু। বাবু! আগুন যখন হু-হু ক'রে জ্বলে ওঠে, তখন দেখি একটা সাহেব ছুটে পালাচ্ছে। বিশ্বাস সেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

(ঝির উঠিবার চেষ্টা প্রমিলা তাহাকে ধরিল। বিধু উভয়কে সান্ত্বনা করিতে জল ও বাতাস দিতে লাগিল)

সরোজ। ভাই! ভাই! সে আমার ভাই কিনা তাই! না-না তারই বা দোষ কি! দোষ আমার অদৃষ্টের, দোষ আমার কুগ্রহের। পাপি যখন আর পাপভার বহন ক'রতে পারে না তখন তার সেই পাপের ঘর এমনি ভাবেই জ্বলে উঠে, তার কপালকে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়ে যায়।

ঝি। (ধীরে) বাবু! আমার যেন নিঃশ্বাস আট্‌কে আস্‌ছে। আর আমি বাঁচতে পারব' না। বিধু—ভাই আমার।

বিধু। দিদি! দিদি! কি হবে দিদি?

ঝি। ছি বিধু! কাঁদিস্‌নে। ভয়কি বিধু! তুই সত্যকে আঁকড়ে ধ'রে সকলের সেবা করবি। বিধু! আমার সেই ভাঙ্গা বাক্সটা খুঁজে আনতে পারিস? (বিধুর প্রস্থান)

প্রমিলা। ঝি—বৌউ! তুমি নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে—আমাকে বাঁচাতে গিয়ে, নিজেই প্রাণ হারালে!

ঝি। ধর্ম্মের কাজ ক'রেছি দিদি! এতো আমার মঙ্গল!

প্রমিলা। ওঃ ভগবান! আর যে, পারিনা। কোথায় বা রান্না, কোথায় বা খাওয়া, এক নিমিষে সব হ'য়ে গেল! হাঃ বিধাতঃ! নিষ্ঠুরতার সঙ্গে একি নিষ্ঠুরতা! যদি এই তোমার মনে ছিল, তবে—

আমায় কেন বাঁচিয়ে রাখ্‌লে ? আমায়ও কেন ভস্ম ক'রে দিলে না। তাহলেত এসব কিছুই দেখতে হ'ত না। জগদীশ্বর! এ দগ্ধ হৃদয় আর দগ্ধ কোরনা! এ দুখের প্রবল পেষণ আর আমি সহ্য ক'র্‌তে পারছি না।

ঝি। ছি দিদিমণী কাঁদছো? কেঁদোনা। কেঁদে আর কি হবে? তোমার ও কান্নার মুখ-খানা দেখ্‌লে আমার ও-কান্না পায়। দিদি! আজ আমি চিরদিনের মত বিদায় নিচ্ছি! দিদি! তোমার এ ঝি—বোউকে-একটু হাঁসি মুখে আজ বিদায় দাও। তোমার সেই গালভরা, হাঁসি, বুকভরা আহ্লাদ, প্রাণভরা স্নেহ দেখে—আমি সুখে ম'রতে ইচ্ছা করি। অভিমান করোনা দিদি! হাঁসো, একটিবার হাঁসো।

প্রমিলা। তুমি যদি চলে যাও ঝি-বোউ; তা'হলে আমাদের দেখবে কে? আমরা যে একবারে পথে ব'স্‌লুম।

ঝি। সাধুর সহায় ভগবান। (বিধু বাক্স আনিল)

সরোজ। মা! মা! তবে কি রোদণ করা দৌর্ব্বল্য? আমি যে এত কাঁদি—তবে কি আমি দুর্ব্বল? হাঁ—দুর্ব্বল, বড় দুর্ব্বল! নইলে এতো কাঁদবো কেন? যে দুর্ব্বল নিঃসহায় সে-ই-শুধু কাঁদে। আর যে প্রবল, সে যদি ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ না ডাকাতে পারে তাহলে তার প্রবলতার মান কিসের? যে রাজা—সে যদি দুর্ব্বলকে চরণে দলিত না ক'রতে পারে, তাহ'লে বুঝি তার রাজ্য চলে না। যে-গরীব, অ্যাচারের প্রতিকার ক'রতে না পারে—তা'র উপর নৃশংস অত্যাচার করাই বুঝি রাজধর্ম্ম? আর যে দাসী, তার দাসীত্বের সময় অসময় নেই, তার দাসীত্বের কোন স্বাধিনতা—

নেই। সে খেয়ে না খেয়ে প্রভুর দাসী, সে দুঃখে কষ্টেও প্রভুর দাসী। বুঝিবা ইহকালে পরকালে এই দাসীত্বই তার বাঞ্ছনীয়।

(বিধু বাক্স হইতে টাকার পুঁটুলি বাহির করিয়া ঝির হাতে দিল)

ঝি। উঃ! বাবু! বাবু! আমাদের জমিদার বাবু! ভগবানের কৃপায় আর আপনার অনুগ্রহের ফল আমার এই সঞ্চিত অর্থ। এই নিন্ ধরুন। এতে আপনাদের দিনকতক বেশ চ'লে যাবে। ওঃ! আর পারছিনা। দিদিমণি কেঁদোনা। আশির্ব্বাদ করি দিদি—ছেলেপুলে নিয়ে, সিঁথির সিন্দুর বজায় রেখে, এ দুঃখের সংসারে মনের সুখে ঘরকন্না কর'! ওঃ দিদি! আমার বুকটা একটু—চেপে ধর। আমার যেন নিঃশ্বাস আটকে আসছে। কেঁদোনা—দিদি—আমি আবার আসবো। কামিনী কাঞ্চন—বাবা! তোরা আমার কাছে আয়। একবার শেষ দেখা দেখে নিই। বাবু! ধরুন। এটা ধরুন। আমায় মুক্তি দিন। ভগবান তুমি রক্ষা ক'র। তবে—আসি—দিদি! ভগবান—দেখো! বাবু! টা—কা—টা নিয়ে—আমায়—মুক্তি—দিন। (মৃত্যু)

সরোজ। (হাত বাড়াইয়া লইল কিন্তু হাত কাঁপিতে লাগিল) ভগবান! এই বুঝি আমার কর্ম্মফল।

প্রমিলা। ওঃহো-হো! ঝি বৌ ঝি-বৌ।

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাজপথ।

(ধীরে সরোজকুমারের প্রবেশ)

সরোজ। ও হো—হো হো—বড় শীত ক'রে জ্বরটা এসেছে! বুঝিবা এ কালাজ্বর। কালে কালে ক্ষয় ক'রে—আমাকে কালের কবলে তুলে দিতে এসেছে। আমি আর কি কর্ব্ব! অনেক কষ্ট ক'রে,—যদিইবা একটা বারো টাকা মাইনের চাকরী জুটলো, তাও এই জ্বর বেটা এসে পথের কাঁটা হ'য়ে বস্‌লো। একে প্রথম কাজে—লেগেই কামাই—তার উপর আজ না গেলে চাকরী হয়তঃ আর থাকবে না! কিন্তু আমি যে আর এক পাও এগুতে পারছি না। জ্বরে আমার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে। শীতে, আমার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। না—আর পারছি না। এখানে একটু বসি! (বসিল)

(দুইজন পথিকের প্রবেশ)

১ম। ওহে—লোকটার হয়ত জ্বর এসেছে। দেখো—কি ভীষণ কাঁপছে! ম্যালেরিয়া জ্বরটাই খারাপ। লোকটা বড়ই গরীব। একখানা গায়ের কাপড়ও জোটেনি!

২য় পথিক। পাগল নয়ত'?

১ম পঃ। না—না। বোধ হয় কোন ভদ্রবংশের লোক। স্বভাবের দোষে অভাবে পড়েছে। এসোনা—দেখেই যাই। ওহে তোমার বাড়ী কোথায় ?

সরোজ। ওহো হো হো বড় জ্বর—বড় শীত।

১ম পঃ। এই নাও, এই গায়ের কাপড়খানা গায় দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ী যাও। (প্রদান)

২য় পঃ। সে কি হে! তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি? গায়ের কাপড়খানা অম্লানবদনে—অমনি দিয়ে দিলে!

১ম পঃ। আহা বেচারী বড়ই মুস্কিলে পড়েছে, নইলে কি আর এমন দুরবস্থা হয় যে, এই প্রবল জ্বরে শুধু হাত দু-খানি বুকে দিয়ে শীতের প্রবল পেষণ নীরবে সহ্য ক'রছে! ঠিক এই রকম বিপদে আমিও একদিন পড়েছিলাম। আবার হয়ত—ভগবান না করুন। মনে কর—তোমারও একদিন পড়তে পারে।

২য় পঃ। জ্যাঠামি রাখো। তুমি যে একজন দাতাকর্ণ—তা এক আঁচড়েই বোঝা গেছে। নাও এখন চলো। নইলে ট্রেণ ফেল্ হ'য়ে গেলেই—সারাদিনটা ষ্টেশনেই পচতে হবে। আবার সেই পাঁচটায় ট্রেণ। চলো! (উভয়ের প্রস্থান)

সরোজ। ওঃ দিয়ে গেল! আলোয়ানখানা অমনি দিয়ে গেল? বড় চমৎকার অবস্থা ত'! ভগবান আরও কি কিছু বাকি আছে? এ সংসার আমার মরুভূমি! এ মরুভূমে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, তৃণ নাই। আছে কেবল রাশী রাশী বালুকা—আর তার উত্তাপ। যাতে এ সংসারকে জ্বালাময় ক'রে তোলে। উঃ মাথাটা যেন আরও জোর ক'রে ধরে আসছে। আর আমি বস্‌তেও যে পারছি—

না! শরীর যেন আরও অবশ হ'য়ে আসছে। কি করি! আর যে আমি সহ্য ক'রতে পারছি না! শোব। এখনে একটু শোব। তারপর জ্বর ছেড়ে গেলে বাড়ী যাব'। আর যদি মরি; তবে—তবে এইখানেই আমার শেষ। (শয়ন)

(বিপ্রদাস গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে)

গান

পথেই যদি যাবি রে পাগল।
তবে চ'ল্‌তে পথে, চ'ম্‌কে উঠে—
কিসের ভয়ে থামলি রে বল্‌?
কেবা যেন ডাক্‌ছে তোরে,
বুঝেও ও তুই বুঝিস্‌নারে,
তবে—মিছে কেন পিছে চাওয়া—
পথের পানে এগিয়ে চল্‌॥
(নইলে) তুই যাবি কোথা?
ও তোর নেই ঠিকানা হেথা সেথা,......তুই থাকবি কোথা?
তবে মহা পথের যাত্রী হ'য়ে মরণ গাঙে ভেসে চল॥

(যাইতে যাইতে দেখিয়া)

বিপ্রদাস। এ কি! এ মৃত অবস্থায় এখানে শুয়ে কে? (নিকটে গিয়া) কে তুমি? কি হয়েছে তোমার? রাস্তায় শুয়েছ কেন?

সরোজ। তুলোনা তুলোনা। এ প্রাণ বেরুবার নয়। সহ্য কর্‌তে কর্‌তে এ প্রাণ পাষাণ হ'য়ে গিয়েছে।

বিপ্রদাস। (স্বগত) একি—এতদূর অবস্থা হ'য়েছে। (প্রকাশ্যে) হারে অদৃষ্ট! এমন অবস্থাও মানুষের হয়?

সরোজ। (বসিয়া) কেন হয় না! না হ'লে, আমার হ'য়েছে কেন?

কে আমার এ অবস্থা ক'রেছে জানো? না না—পাগল তুমি! তোমাকে বলে কোন লাভ নেই।

বিপ্রদাস। থাক্ আর বল্‌তে হবে না। এখন চলো—তোমায় আমি তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি! (তুলিবার চেষ্টা)

সরোজ। (উঠিয়া) আমার বাড়ী তুমি চেনো?

বিপ্রদাস। তুমি আমায় পথ্ দেখিয়ে নিয়ে চলো। আর আমি—তোমাকে ধরে নিয়ে যাই। (তুলিল)

সরোজ। চলো! (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—হরিমোহনের শয়ন কক্ষ।

(হরিমোহন পদচারনা করিতেছে, মানকুমারী লক্ষ্য করিতেছে)

হরিমোহন। বুঝতে পারলেম না—ভাল করেছি কি মন্দ করেছি। (একখানা স্ত্রীর ছবির দিকে চাহিয়া) ওকি তুমি কাঁদছো? আমায় অভিসম্পাত করছ? না—না—আমার কোন দোষ নেই। আমায় তুমি অপরাধী কোরনা। পুত্র—সে তোমার হারানিধি পুত্র। জানিনা তারা আজও বেঁচে আছে কি না খেতে—পেয়ে, অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। ওহো হো হো কি করেছি, আমি কি করেছি। আজ আমার এই লোল বক্ষখানা ফেটে যেন চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে। ও হো হো দাদু। দাদু! আয়! একবার ছুটে এসে তোর এই—

বুড়ো দাদার কোলে ব'সে, তেম্‌নি ক'রে গলা জড়িয়ে ধরে একবার— দাদু ব'লে ডাক্‌! ওগো তোমরা কেউ কি তাদের সন্ধান জানো? জানো যদি তবে ব'লে দাও। আমার কামিনী কাঞ্চন, আমার সরোজ সংসারের সন্ধান, তোমরা কেউ আমায় ব'লে দাও! আমি তাদের এনে এই বুকের মাঝে তাদের লুকিয়ে রাখবো!

মান-কু। (স্বগত) তাদের বিসূচিকা হ'ক্‌। (প্রকাশ্যে) দেখো তুমি আমাকেও পাগল না ক'রে ছাড়বে না দেখছি। চুপ ক'রে এখানে বসো দেখি। (বসাইয়া হাওয়া করিতে করিতে) অত ভাবলে কি মানুষের মাথার ঠিক থাকে! কৈ, সে ত' তোমার—আমার জন্য একটুও ভাবছে না! ছেলে হ'য়ে বাপের উপর টেক্কা মেরে, সিন্দুক ভেঙ্গে, যথা স্বর্ব্বস্য আত্মসাৎ ক'রে, কোন্‌ দূরদেশে গিয়ে, বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছে, আর তুমি যে তাদের জন্য এত ভাবছ—কিন্তু সে কি বুড়ো বাপ ব'লে তোমার কোন খোঁজ নিয়েছে! যা হোক্‌ কঠিন প্রাণ বটে। একটুও দয়া মায়া নেই।

(চুড়ামণী ও বিরাজের প্রবেশ)

চুড়া। আমায় ডেকেছেন?

হরিমোহন। কে? ও তুমি! কি বলছ?

চুড়া। আমায় ডেকেছেন কি জন্য?

হরি। দেখো! আমার এই সুবিস্তীর্ণ জমিদারী তোমার নামে বিক্রী-কবলা ক'রে রেজেষ্টারী ক'রে দিইছি। কারণ—তোমার বোনের ও বিরাজের ইচ্ছা যে, দেশের লোককে জানাবে—এই জমিদারী দেনার দায়ে নিলাম হ'য়ে যাচ্ছিল। তাই তুমি বিশেষ আত্মিয় বলে নিজের কাছ থেকেই টাকা দিয়ে, নিলামে খরিদ ক'রে তোমার নামেই—

রেখেছ। তারপর—দু-চার মাস কিংবা বছর খানেক পরে, বিরাজ তোমাকে কিছু টাকা দিয়ে, বা তুমি তার পরমাত্মিয় মামা ব'লে, তোমার কাছে সে অনুনয় বিনয় ক'রে যেন তার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে নিচ্ছে। আর তুমিও যেন ভাগ্নেকে বেশী পিড়াপিড়ী না করে যৎকিঞ্চিত মূল্য স্বরূপ নিয়ে তার পৈতৃক সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ। এই মর্ম্মে তার নামে একখানা উইল করে দিও। আর দু-দশজন লোকের কাছেও একথা প্রকাশ রেখো। ওই তোমার বোনের হাতে উইল, ভাল ক'রে দেখে শুনে নাও।

চুড়া। এরূপ করার কারণ ?

মান-কু। জানতো দাদা! এর অংশিদার এখনও বর্ত্তমান! তাছাড়া দাওয়ানজী বড় জোর গলা ক'রে বলে গিয়েছে—যে, মকর্দ্দমা ক'রে—অংশ বার কর্ব্ব! এতো নিয়েও যখন তাদের পেট্ ভরেনি, তখন এই সামান্য থেকে তাদের খাবার অংশ দিতে গেলে আমার বিরাজ যে তাহলে ভেসে যাবে। সেইজন্য এরূপ করার আরও দরকার। আর পরে যেন কেউ এর উপর কোন দাবী দাওয়া না ক'রতে পারে।

(উইল প্রদান)

চুড়া। হু—বুঝলেম সব। (উইল গ্রহণ স্বগতঃ) তাহলে আমিইবা—এমন সুযোগ ছাড়ি কেন ? বলে—খোদা জব দেতা, ছপ্পর ফোঁড়কেই দেতা। তো আমার নামও চুড়ামণী। এইবার আমিও হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দ'ব।

হরিমোহন। এসো চুড়ামণী। তোমার সঙ্গে আরও আমার অনেক পরামর্শ আছে। দেওয়ানজী নেই, অতএব তুমিই তার কাজটা বুঝে নেবে এসো। (বিরাজ ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

বিরাজ। হা হা হা—বলে—ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে। আর আনাড়ির ঘোড়া নিয়ে চ'ড়নদারে চড়ে॥ তা আমার ভাগ্যেও তাই হ'ল। এবার একেবারে মৌরুসি পাট্টা ফেলে বসা গেল। এতদিন তারা না খেতে পেয়ে নিশ্চয় মরে গিয়েছে!

(বেগে মানকুমারী আসিল)

মাণ-কু। না না মরেনি! হীরু ঘটক খাজনা দিতে এসে ব'লে গেল তারা নাকি রহিম সেখের বাড়ীতে আত্মগোপন ক'রেছে, যে রহিম সেখ—আমাদের কাছে ঋণ দায়ে চির আবদ্ধ।

বিরাজ। বলকি মা। তার এত সাহস! এ যে আশ্চর্য্য!

মাণ। হ্যাঁ তাই। পাঠানদের বুকের পাটা কত! কিন্তু আমি ভাবছি, শেষে কিনা মুসলমানের ঘরে উঠল। যাইহ'ক এখন শোন্! আজই তাদের সেই চাক্ তোকে যেমন করেই হ'ক ভেঙ্গে আসতে হবে। নইলে ঐখান থেকেই শত্রু বেড়ে উঠে কোন্ দিন এসে তোরই ঘাড় মট্‌কাবে। জানিস্‌ত' একদিন মুসলমানের তেজ, মুসলমানের বিরত্ব কিরূপ প্রবল ছিল! সেই মুসলমানের আশ্রয়ে এখন সরোজ! তারা যদি একবার ক্ষেপে দাঁড়ায়, তাহলে ধুলো মুষ্টির মত তোকে উড়িয়ে দেবে! যা শিগ্‌গিরী এর বিহিত ক'রে আয়। এখন আমার দেরী ক'রবার সময় নয়! আমি এখন জমিদারের কাছে কাছেই থাকবো! কেননা যাতে আমাদের কোন সন্দেহ না করে তাই এখন আমাকে ক'রতে হবে! ভয় কি কাজ হাঁসিল। (প্রস্থান)

বিরাজ। ওঃ মার কি বুদ্ধি! মা যেন আমার বিশ্বজয় করতে ব'সেছে। এমন নইলে কি—মা! মা যেন আমার শাঁখের করাত, যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। কিন্তু এখন রহিম সেখকে নিয়ে সংশয়। কি—

ক'রে সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ সাধন করা যায়। ও মুসলমান নয়, যেন ভীমরুলের চাক্ (চিন্তা) হ'য়েছে—ঠিক হ'য়েছে। ঋণ গ্রস্থ, সে আমার কাছে দেনার দায়ে বাঁধা আছে। যাবে কোথায় সে! দাঁড়াও রহিম, তোমার বুজরুকি ভেঙ্গে, অতিথি সৎকারের ব্যবস্থাটা ভাল ভাবেই করাচ্ছি! হা হা।

(অনিলার প্রবেশ)

অনিলা। এই কি বিচার! এই কি বিধি?

বিরাজ। শুভ কাজে বিঘ্ন। আবার আমায় জ্বালাতে এসেছ? এক কথায় সেদিন অমি ব'লে দিইছিত যে তুমি আমার কেউ নও।

অনিলা। কেন কেউ নই? তুমি কি আমায় বিয়ে করনি? এ সংসারে বিয়ে হ'লে কি স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে যায়? বল? তুমি ত মূর্খ নও। তোমার ত' জ্ঞান বুদ্ধি সবই আছে। তবে একথাটা বোঝনা কেন যে, এ জগতে স্ত্রীলোকের এক স্বামী ছাড়া আর অন্য পথ কিছু নেই। স্বামীই ধ্যান, মান, স্বামীই ইহলোক—পরলোক—স্বামীই তার চতুর্ব্বর্গ। স্বামীর আদেশ, স্বামীর উপদেশ, স্বামীর ভালবাসা তার সংসার সাগরের তরণী! স্বামীর চরণ সেবাই তার পরপারের ভেলা! এত বুঝেও তবু কি এ অভাগিনী দাসীকে চরণে একটু স্থান দেবে না?

বিরাজ। জ্বালার উপর বিষ ফোড়া! ও সব ভূমিকায় আর কাজ নেই। বলেছিত' তুমি যখন ঠিক তার মতনটী হ'তে পারবে তখন আমার মোলাকাতও পাবে নইলে এই পর্য্যন্ত। (প্রস্থান)

অনিলা। এই কি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপযুক্ত কথা। ভগবান! এদের অধঃপতনে ধরেছে। হোক্ না কেন আমার স্বামী। হোক্ না কেন—

আমার শ্বশুর শাশুড়ী। তবু আমি বল্‌ছি।—ভগবান। এরা যেমন জুচ্চুরী করে বড়ঠাকুরকে—তাড়িয়েছে। যেমন আমার জীবনটা মরুভূমিময় ক'রে দিচ্ছে। তেমনি যেন এদের এই ভিটের চিহ্নমাত্রও না থাকে। এত অধর্ম্ম এত অত্যাচার কখনই ধর্ম্মে সইবে না। তারপর আমি আমার স্বামীকে নিয়ে কুঁড়ে ঘরে গরীবানার হালে বাস কর্ব্ব, সেও আমার পরম সুখ। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(স্থান—ভাড়াটিয়া বাটির একটি কক্ষ)

(রোগসজ্জায় সরোজ। পার্শ্বে প্রমিলা চরখায় সুতা কটিতেছে। নিকটেই কামিণী-কাঞ্চন আহার করিতেছে। অদূরে একটি উনুনে সাগু রান্না হইতেছে। প্রমিলা সমস্তই লক্ষ্য করিতেছে।)

সরোজ। আজ অনেকটা ভাল আছি। সে দিন সেই ভদ্রলোক জুটো, যদি দয়া ক'রে গায়ের কাপড়খানা না দিত আর পাগলটা যদি না যেতো তাহলে রাস্তার মাঝে আমার যে, কি অবস্থা হ'ত তা ভগবানই জানেন। কিন্তু প্রমিলা! ঝি বৌয়ের যা টাকা ছিল আর তোমার গয়না বিক্রী ক'রে যা হ'য়েছিল তাতে কোন রকমে এতদিন চ'ললো। কিন্তু এরপর যে কি অবস্থা হবে তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা প্রমিলা!

প্রমিলা। ভগবান কি এমনই করবেন যে অসুখ আর সারবে না!

সরোজ। অসুখ সারলেই বা আর কি কর্ব্ব! একে জীবনে—কোনদিন—কোন কাজ করিনি, তার উপর যদিইবা একটা জুটলো, তাও এমনি গ্রহের ফের যে, একমাস যেতে না যেতেই অসুখ হল, চাকরীরও জবাব হ'য়ে গেল। এদিকে ঘরের ভাড়াও বাকী পড়ে যাচ্ছে। রহিম সেখ্ যেমন ভাললোক তাই অসুখ দেখে ভাড়ার তাগাদা করে না। সে বিধর্ম্মী হ'লেও তার প্রাণে ঢের দয়া মায়া আছে।

প্রমিলা। আগে তুমিত সেরে ওঠ তার পর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

সরোজ। কি ব্যবস্থাই বা আর ক'রবে প্রমিলা!

প্রমিলা। এই সূতো বেচেওত' কিছু হবে!

সরোজ। তাতে কি আর সংসার চ'লবে প্রমিলা! তাছাড়া তোমার ঐ ক্ষীণ দেহে রাতদিন জেগে সূতো কাট্‌লে হয়ত' বরাত্ গুণে তোমারও অসুখ হ'তে পারে!

প্রমিলা। না—না—আমার এই পাষাণ প্রাণে কখনই জ্বর আসবে না।

(বিরাজমোহন বদ্রিসাহেব ও খুদিরাম আসিল)

বিরাজ। বাড়ীতে কে আছ?

সরোজ। কে তোমরা? ও বিরাজ! ভাই, আমার দুরবস্থার কথা শুনে—আমাকে দেখতে এসেছ'? এসো ভাই বোস'। বিধু! ওরে বিধু! বস্‌তে জায়গা দে। (উঠিয়া বসিল)

বিরাজ। না—না আমরা বস্‌বার জন্য আসিনি! আচ্ছা এ বাড়ী তোমাদের ভাড়া দিয়েছে কে?

সরোজ। রহিম সেখ্ দিয়েছে। কেন ভাই কি হ'য়েছে?

বিরাজ। না এমন কিছু হয়নি! তবে এই বাড়ী জমিদারীর খাজনার—

দায়ে নিলামে উঠেছিল। কিন্তু রহিম সেখ,—খরচা সমেত খাজনা না দিতে পারায়, বা নিলাম রক্ষা ক'রতে অক্ষম হওয়ায়, এবাড়ী এখন জমিদার বিরাজ মোহনের হস্তগত হ'য়েছে। অতএব এই মুহূর্ত্তে এবাড়ী থেকে তোমরা বেরিয়ে যাও। আমি এবাড়ী তালা বন্ধ কর্ব্ব।

সরোজ। ভগবান! এ আবার কি পরীক্ষায় ফেল্‌লে? আচ্ছা ভাই আমাদের দু-দিন সময় দও।

বদ্রি। একডিনও না। টোমরা যডি সেচ্ছায় না যাও টবে আমরা বল্ প্রয়োগ কর্ব্ব। "বাই ফোর্স" বুঝলে?

প্রমিলা। ঠাকুর পো! যদি তাই হয়, তবে এইটুকু আমাদের সময় দাও, যাতে এই সাবুটুকু রান্না হ'লে খেয়ে নিতে পারে। অসুখ মানুষ। তিনদিন পরে আজ একটু জ্ঞান হ'য়েছে। এখন ও পেটে কিছু পড়িনি।

বদ্রি। হটাও সাগু। (লাথিমারিয়া ফেলিয়া দিল)

বিরাজ। না-না অত আবদারে কাজ নেই। ও সব ন্যাকামির অসুখ-বিসুখ সিখেই তুলে রাখো। এখন এখান থেকে পাত্তারী গুটোও। ওহে তোমরা কি সব দাঁড়িয়ে দেখবার জন্য এসেছ, দাওনা সব বাড়ীর বার ক'রে।

বদ্রি। (কামিনী কাঞ্চনকে তুলিয়া দিয়া) যাও, বাহার যাকে খাও!

কামিনীকাঞ্চন। মা—মা—　　　　(মার কাছে গমন)

প্রমিলা। (উঠিয়া) ওগো তোমাদের পায় ধরি ওদের মুখের ভাত খেতে দাও। ওরা সারাদিন পরে খেতে ব'সেছে। ওগো তোমাদের ওতো ছেলেমেয়ে আছে। তাদের কি তোমরা না খেতে দিয়ে—

মুখের ভাত থেকে এমনি ক'রে তুলে দিতে পারো? ওগো তোমাদের কি দয়া মায়া কিছু নেই! ঠাকুরপো—ঠাকুরপো। তোমার পায়—ধরি ঠাকুরপো আমাদের তাড়িয়ে দিতে হয় দিও। কিন্তু বাছাদের আমার মুখের ভাত থেকে বঞ্চিত কোরনা।

বিরাজ। (স্বগত) বিরাজ আরও কঠিন হও, হৃদয়কে আরও পাষাণ কর! রমণীর আর্ত্তনাদে কখন ভুলোনা, শেষে এই ক্রন্দন শত্রু হ'য়ে একদিন হাঁসবে।

খুদি। না—না আমরা কোন কথা শুনব না।

প্রমিলা। ভগবান। এই সমস্ত মানুষকে তুমি কি পাষাণ দিয়ে তৈরী করেছ?

বদ্রি। "গেট আউট"। যাও বাহার যাও সব।

(ঔষধ লইয়া বিধুর প্রবেশ)

বিধু। একি—কে তোমার! (ঔষধ রাখিয়া) বাবু! বাবু!

সরোজ। বড় সুখবর বিধু! বড় সুখবর। আমাদের এবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করতে এসেছে—আমার ভাই বিরাজ মোহন দত্ত।

বিধু। কি—এতদুর সাহস তোদের! বদমায়েস! চোর! বেরো এখান থেকে, নইলে এই পোড়া কাঠ দিয়ে, এক এক জনার মাথা—ফাটাবো। (কাঠ তুলিল)

বদ্রি। "ইউ রাস্কেল" টোম্ কোন্ হায়?

বিধু। তোমার বোনায় হায়। বাবু! এই সাহেব শালাই ঘরে আগুন ধরিয়ে দিইছিল!

বিরাজ। (পিস্তল বাহির করিয়া) সাবধান। বেশী বাড়াবাড়ি—

করলেই গুলি ছুটবে। এখন' ব'ল্‌ছি এখান থেকে মানে মানে বিদায় হও, নইলে কিন্তু—

(ইন্সপেক্টর, বিপ্রদাস ও পুলিশগণ আসিল)

ইন্স। তা নইলে আপনিও সাবধান হবেন। আর এক পা এগুলেই গুলি ছুটবে (পিস্তল উত্তোলন)

খুদি। ওরে বাবা পুলিশ যে!

বিরাজ। কে—কে আপনি? আমি এখন জমিদার। এ আমার বাড়ী—এই দেখুন দলিল। আমি যদি এবাড়ীতে এদের না থাকতে দিই, তাতে আপনার ব'লবার কি অধিকার আছে!

ইন্স। তা হ'লেও যে প্রকৃত মানুষ, সে এ নৃশংস অত্যাচার স্বচক্ষে দেখে কখনই চুপ ক'রে থাকতে পারে না! তাছাড়া ভাই হ'য়ে বড় ভাইয়ের উপর অত্যাচার করাকি ধর্ম্মত উচিত!

বিরাজ। সে সৎ-উপদেশ আপনার কাছে আমি শিখতে ইচ্ছা করিনা। এক্ষণে আপনি হ'চ্ছেন পুলিশের লোক্ সাধারণের চাকর! অতএব আপনার কাজ আপনি অন্যত্র দেখুনগে।

ইন্স। আপনি জালিয়াত, চোর, বদ্‌মায়েস। আপনাকে শিক্ষা দেওয়াই আমার এখন প্রধান কর্ত্তব্য। (পুলিশকে) তোমরা ঘাড় ধ'রে ওদের বার ক'রে দাও।

সরোজ। (উঠিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া) না—না তা হয়না। ওযে আমার ভাই। ভাই ভায়ের মত কাজ ক'রতেই এসেছে। তাতে আপনি বাধা দিলে, ভায়ের আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবেনা। ও সৎকাজে আপনি আর মিছে বাধা দেবেন না।

বিপ্র। এ আপনি কি বলছেন?

সরোজ। আমি ঠিক কথাই বলছি। ও আমার ভাই। ওর সঙ্গে আমার সঙ্গে এক শোনিতের সম্বন্ধ আছে কিনা—তাই—তাই সেই—রক্তের টানে ভাই আমার ছুটে এসেছে আমাদের নিপাত্ ক'রতে। ভাইরে! এখনো কি তোর মনের আশা মেটেনি? বাড়ী থেকে তাড়িয়ে, ঘরে আগুন লাগিয়ে, শেষে এখান থেকে উচ্ছেদ করেও যদি—তোমার ক্ষুৎপিপাসা না মেটে,—তবে রন্ধ্রগত শণির মত আমার পশ্চাৎগামী হও। তাতে অনেক লাভ পাবে। এসো প্রমিলা। চল বিধু। (যাইতে উদ্যত)

ইন্স। না—না—আপনি এই অসুখ অবস্থায় কোথায় যাবেন ?

সরোজ। যে দিকে দু-চোখ যায়। এখন পথের ফকির আমরা। যে দিকে গেলে একমুঠো ভিক্ষা পাব, সেই দিকেই যাব। কি জানেন ইন্‌স্পেক্টর বাবু। যেখানে পিতা, মাতা, ভ্রাতা বিদ্রোহি হয়, সেখানে না থাকাই উচিৎ। ওই আমার ভাই, আর এই আমার চাকর। আর ছিল সেই ঝি বোউ। তাইত বলি—আপন আপন, কে আমার আপন; আমার আপন চেয়ে পর ভালো পরের চেয়ে বন ভালো। আয়রে তোরা !

(বিরাজের লোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান বিধু চরকাটা মাথায় লইল)

খুদি। ঘাম দিয়ে জ্বর পালাল' বাবা। বাবা। ছেলে ধ'রতে এসে একেবারে কেউটের ফণা। কিন্তু আমাদের নেউলদাদাও কম নয়।

(সুধাময়ের প্রবেশ)

সুধা। আমার পৌঁছুতে একটু দেরী হ'য়েছে। সব যে গেল দেখ্‌লাম। কাজ হাসিল ত'?

বদ্রি। নিশ্চয়। আমি ইজ দি বিলেট্ ফেরটা—হবেনা ?

বিরাজ। আচ্ছা চলো এখন আড্ডায় যাওয়া যাক। কিন্তু শোন। ওরা যেখানেই যাক না কেন, ওদের দেশছাড়া কর্ব্বার ভার তোমাদের উপর থাক্‌লো।

খুদি। সে আর বল্‌তে হবে না।

বদ্রি। বহুট আচ্ছা বাবু! 'আই অ্যাম রেডী।'

বিরাজ। কিন্তু শুধু উলুকুটু হুলুকুটু ক'রে গজে ঘোরালে কোন ফল হবে না। একেবারে বোড়ের কিস্তী ঘোড়ার কিস্তী দিয়ে মাত্‌ ক'রে ছেড়ে দিতে হবে। এখন এ বাড়ী বন্ধ করে চলো।

(সকলের প্রস্থান)

সুধা। (ফিরিয়া স্বগতঃ) আহাহা! কি সুন্দর চেহারা। যেন একটা— স্বর্ণপ্রতিমা বিদ্যুতের মত চ'লে গেল। চোখ যেন ঝল্‌সে দিয়ে গেল।—মুহুর্ত্তের চারি চক্ষুর মিলনে হৃদয় আমার উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। এখন ওর স্বামী মরনাপন্ন। পথের ফকির ওরা। এই— সুযোগে যেমন করেই হ'ক ওই রত্নকে হাত করা চাই—ই—চাই।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—নবদ্বীপ বনের ধারে মাঠ (ঝড় তুফান বৃষ্টি)

(চাষা রমণিগণ আসিল)

—গান—

আমরা নেহাত ছোট চাষাদের মেয়ে।
মোদের ছায়া ছু'লে বুঝি ম'রতে হয়গো নেয়ে॥
মোদের নেইকো কোন ভাষা, মোরা অতি ছোট চাষা,
তাই দেশের লোকে আছে বেঁচে মোদের ফসল খেয়ে॥
এই ঝড় ঝাপ্‌টা মাথায় ক'রে ক'রতে হয়গো চাষ্‌,
এই ব'নের ধারে মাঠের পরে করি মোরা বাস্‌,
ঐ কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ মেঘ ডেকে সই, আস্‌ছে বাদল ধেয়ে॥

(প্রস্থান)

(একটা গরু টানিতে টানিতে এক চাষা বালক আসিল)

(মেঘ গর্জ্জন ঝড় তুফান বৃষ্টি আসিল)

চাষা বালক। "ট" "ট" পচ্চিমে ভাগাড়ে লরতিছে না। উয়ো মামু। এ ভাগাড়ে যাতি চাচ্ছিনা। (মেঘগর্জ্জন) উঃ ওকোল্‌ দিয়ে্‌ যে ম্যাগ্‌ উঠতিছে পাণি এলো বলে।

(এক চাষার প্রবেশ)

চাষা। ওরে শিগ্‌গীর বাড়ী যা। চারি চৌপাট্‌ আঁধার ঘিরে ম্যাগ্‌ উঠেছে—দিয়া ডাক্‌ছে। আকাশ পাতাল এক হ'য়ে তুফান—

উড়েছে ! চট্ পট্ বাড়ী যা ! হ্যাঁ—নাংলা গরু দুটো কনে বেঁধেছিস ?

চাঃ বালক। উই—ও কোলে আলের নাবোই বাঁধা আছে।

চাষা। আচ্ছা তুই এগো আমি ও কোল থেকে আসছি !

(উভয়ের প্রস্থান)

(ভিন্নদিক্ দিয়া মলিনবেশে সরোজকুমার, প্রমিলা, কামিনী কাঞ্চন ও বিধু আসিল)

সরোজ। আজ তিন দিন একই ভাবে পথ্ চলে আসছি। দিনের বেলা এই জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের উত্তাপ, আর রাতে এই ঝড় ঝাপ্টার অত্যাচার, সবই মাথার উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে ! পাগ্লাটা তবু দু'দিন সঙ্গে ছিল। সে ভিক্ষা ক'রে এনে তবু দু'দিন এদের খাইয়েছে। কিন্তু আজ আর তার দেখা নেই। (মেঘগর্জ্জন) বজ্র ! কেন আর মিছে অট্টহাস্য হেঁসে আস্ফালন কর্চ্ছ ! পার—যদি এ দ'গ্ধে মারার চেয়ে একেবারে মাথায় উপর পড়ে, সকল জ্বালার অবসান করে দাও।

প্রমিলা। রাস্তায় আস্তে আস্তে তোমার জ্বর এসেছে ! চলো আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি—যদি এই চাষা পল্লীতে আপাততঃ মাথাটা বাঁচাবার মত একটু কুঁড়ে ঘর পাই ! নইলে এই সন্ধ্যেবেলা ছেলে-পুলে নিয়ে এই ঝড় তুফান মাথায় ক'রে, ধুয়াটে মাঠের মাঝখানে—কি করে থাকি !

বিধু। বাবু ! বাবু ! দিদিমণি ! যখন বিরাজমোহনের ধমকে সাহস ক'রে কেউ একটু আশ্রয় কি একমুঠো অন্ন দিয়েও সাহায্য কর্লে না ! যখন আমাদের দেশ থেকেও তাড়িয়ে দিয়েছে, তখন আর ভয় কি দিদিমণি ! এই বিধু বেঁচে থাকতে, আপনাদের কোন—

কষ্ট হ'তে দেবে না ! আপনারা এই গাছতলায় একটু মাথাটা বাঁচান ! আমি এক দৌড়ে ওই চাষা-পল্লিটা একবার ঘুরে আসি। দেখি আমাদের এ দুঃখের কথা শুনে চাষারা কেউ আমাদের একটু আশ্রয় দেয় কি—না। (বেগে প্রস্থান)

সরোজ। ও প্রমিলা আমার শরীর কেমন অবসন্ন হ'য়ে আসছে ! বোধ হয় জ্বর—। (বসিল)

প্রমিলা। এ্যাঁ—আবার জ্বর এলো ? ওঃ ভগবান ! জ্বরের উপর জ্বর আসছে ! কি কর্ব্ব। আমি কি কর্ব্ব ! একটু ওষুধ নেই যে খাওয়াই। একটা পয়সা নেই যে চিকিৎসা করি ! তবে কি— তবে কি—ভগবান। এমনি ক'রেই শেষ কর্ব্বে ? তবে কি আমার স্বামীকে বাঁচাতে পার্ব্ব না ?

সরোজ। কি ক'রে আর বাঁচাবে প্রমিলা ! যাদের একটু মাথা বাঁচাবার যায়গা নেই, তাদের জীবন বাঁচাবার সংস্থান কোথায় ?

প্রমিলা। ভগবান ! কত পাপের এত শাস্তি ! (ক্রন্দন)

কাঞ্চন। মা ! মা ! কেঁদোনা আমারো কান্না পাচ্ছে !

কামিনী। মা ! তুমি যদি বল'—আমি কাল্ থেকে গান গেয়ে ভিক্ষা— ক'রতে যাবো। তাতে যা পাবো তাই বাবাকে খাইয়ে বাবাকে বাঁচাবো। কেউ কি আমার গান শুনে ভিক্ষা দেবেনা মা ?

সরোজ। ঝড় উঠেছে—মাঝি সামাল দাও।

প্রমিলা। ভিক্ষা ! ভিক্ষা ! পারবি বাবা—পারবি ? ঝি-বোউ ঠিক কথা বলে গিয়েছে ! রাজারও রাজ্য যায়—ভিখারীও রাজা হয় ! (বিধু ও চাষা আসিল) ওগো চেয়ে দেখ ! আমার স্বামী মরণাপন্ন। আর এই আমার ছেলে মেয়ে। এরা না খেতে পেয়ে—

শীর্ণকায় হ'য়ে গিয়েছে! বাবা! আমরা বড়ই নিরাশ্রয়! আমাদের এমন আশ্রয় নেই যে, এই ঝড়-বাদলের দিনে সেখানে আমার এই জরা-জীর্ণ স্বামীকে রাখি। এমন কিছু নেই যে, বিক্রী ক'রে রোগীর চিকিৎসা করি। ওগো তুমিও তো মানুষ। তোমারও তো প্রাণ আছে। দাও। আমাদের একটু থাকবার মত আশ্রয় দাও। তুমি বিধর্ম্মি মুসলমান হ'লেও তোমাদের ঘরে থাকতে, কি তোমাদের—খাদ্যদ্রব্য খেতে আমরা কোনরূপ ঘৃণ্যতা ব'লে মনে ক'র্ব্বনা।

চাষা। না—মা—সে সব তোমাকে কছুই কি'রতে হ'বে না। নতুন হাঁড়ী কল্‌সী যা লাগে তা আমি তোমায় দ'ব—তোমরা নিজের হাতে পাক্ ক'রে খেও! আমরা মুসলমান চাষা বটে, কিন্তু মা—আমরা অতটা হীন নয় যে, তোমাদের আমি আমাদের ঘরেরটা খেতে বলব! মা তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য !

স্থান—নবদ্বীপ। রাজপথ্।

(নানারূপ লোক যাতায়াত করিতেছে, বিক্রেতাগণ হাঁকিয়া যাইতেছে।

এমন সময় ঝোলাস্কন্ধে কামিনীর প্রবেশ)

গান

কেউ দিলেনা কেউ দিলে, চাল কি পয়সা হাতে।
কেউ চোখ রাঙ্গিয়ে বলে দূর-ত' কাছে না যেতে॥
কেউ দিতে এলে পয়সা, কেউ করে তা নিরাশা,
কেউ আশার আশে গিয়ে, চায় কিছু হাত পেতে॥
কেউ ক'রছে কত ব্যয়, কেউ মদ খেয়ে উড়ায়,
কেউ পেটের দায়ে প'ড়ে, পায় না চেয়ে খেতে॥

(প্রস্থান)

(সুধাময় ও গোলাপীর প্রবেশ)

সুধা। যা—যা ব'লেছি সব মনে আছেত'?

গোলাপী। আছে। দেখবেন, এক কথায় কাজ হাঁসিল ক'রে দ'ব! আমি সেদিন তাদের বাড়ী গিইছিলাম! মাগীর সোয়ামীর সত্য—সত্যাই বড্ড অসুখ। আমি অনেক ব'লে ক'য়ে মাগীকে রাজি করেছি! আর আমিও যে ভাবের কথা তাকে বলেছি—মাগী অমনি তাই বিশ্বাস ক'রে আমাকেই ধ'রে বসেছে!

সুধাময়। তবেত' চারে মাছ লেগেই গেছে!

গোলাপী। লাগবে না! আমার নাম গোলাপী! আমি যে কাজে হাত দ'ব সে কাজ হাঁসিল নিশ্চয় হবে।

সুধাময়। আর আমার নামও সুধাময়। আমিও যে, একটা স্বাকিনী—কি ডাকিনীকে হরণ ক'রে আনবার জন্য তোমার মত লোককে লাগাব, তাও নয়!

গোলাপী। তা এ রুক্মিণীই বটে!

সুধাময়। কিন্তু ঐ রুক্মিণী যেমন ক'রে হ'ক্ হরণ করে আনতে পারলে প্রচুর পুরস্কার পাবে। আর আজ আপাততঃ এই দশটা টাকা নাও! (প্রদান)

গোলাপী। সে এখন আমার মুঠোর মধ্যে। কাল্ পূর্ণিমা—ঠিক রাত বারটার সময় তোমরা লোকজন নিয়ে সেই ব'নের ধারে যাবে। (টাকা লইল)

সুধাময়। না—না—না। আমি যে, এর ভেতর আছি একথা এখন—কাকেও বোলো না! আর আমি গেলেও এমন বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। তবে খুদিরাম আর বদ্রিসাহেব তোমার সাহায্যের জন্য থাকবে! তোমার কোন সঙ্কেত ধ্বনিতে তারা তোমার সামনে হাজির হবে, কেমন ঠিক কিনা?

গোলাপী। আচ্ছা বাবু!

সুধাময়। খুব সাবধানে কাজ কর্ব্বে!

গোলাপী। আমি তেমন কাঁচা লোক নয়! তা হলে বাবু। আমি এখন আসি। নমস্কার। (প্রস্থান)

সুধাময়। আচ্ছা নমস্কার! মাগী খুব কুট্নী বটে! দুদিন ভিক্ষে ক'রতে গিয়ে কেমন হাত করে ফেলেছে।

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু। বাবু! আমায় কিছু ভিক্ষা দেবেন? আমার মনিবের বড্ড অসুখ। তাঁর জন্য এক পয়সার বার্লি নিয়ে যাব। একটা পয়সা দেবেন বাবু!

সুধাময়। (স্বগত) সেই চাকর শালা নয়? (প্রকাশ্যে) বেটা চোর, তুমি ভিক্ষে করতে এসেছ'। আমি তোমাকেই যে খুঁজছি। বেটা। ছল ক'রে ভিক্ষা ক'রতে গিয়ে চুরি বিদ্যা ধরেছ? চ'—বেটা তোকে পুলিশে দ'ব! (ধরিয়া প্রহার)

বিধু। সে কি বাবু! আপনি হয়ত আমায় ভুল চিনেছেন!

সুধাময়। ভুল! শালা চোর। আমি ভুল চিনেছি! (প্রহার)

(পথিকের প্রবেশ)

পথিক। কি হ'য়েছে মশায়?

সুধাময়। বেটা। আমার বাড়ী থেকে রোদে দেওয়া কাপড় চুরি করেছিল আজ বেটাচ্ছেলেকে ধরিছি।

পথিক। পুলিশে দিয়ে দিন! (প্রস্থান)

বিধু। আপনার বাড়ী কোথায় তাই আমি চিনি না।

সুধাময়। চেননা—এবার চিনবে এখন! চ—শালা। (টানাটানি)

(কামিনীর প্রবেশ)

কামিনী। ওগো তুমি আমাদের বিধুকে মারছ কেন?

সুধাময়। তুইওত এর সাথী। চ-তোকেও পুলিশে দ'ব! (ধরিল)

কামিনী। আমরাত' ভীক্ষা ক'রতে এসেছি। আমরাত' তোমার কিছু করিনি যে, পুলিশে দেবে?

সুধাময়। চুরি ক'রেছিস, চোর তোরা। (টানাটানি)

কামিনী। ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমাদের ছেড়ে দাও, নইলে—আমার অসুখ বাবার কিছু খাওয়া হবে না। (ক্রন্দন)

সুধাময়। মরুক সে। তবেত আমার আশা পূর্ণ হবে! এ জমাদার—সাহেব ইধার আও!

কামিনী। মা—মা! (ক্রন্দন)

বিধু। ওঃ—হো—হো—হো! দাদাবাবু আমার রোগের জ্বালায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে! ভগবান! এ কি করলে! আমার দাদাবাবুর—কি হবে? তাদের কি হবে? তারা হয়তঃ না খেতে পেয়ে—ও হো—হো

সুধাময়। চ-শালা—খাবে এখন। (টানিয়া লইয়া গেল)

ষষ্ঠ-দৃশ্য।

স্থান—নবদ্বীপ। প্রান্তরধারে কুড়ে ঘর।

(রোগশয্যায় সরোজ। প্রমিলা ও কাঞ্চন বসিয়া)

সরোজ। প্রমিলা। আর আমার ওঠবার শক্তি নেই! ক্ষুধায় আমার সর্ব্বশরীর অশার হ'য়ে আসছে! হয়তঃ একটু কিছু খেতে পেলে গায়ে একটু জোর পেতাম! প্রমিলা! ঘরে কি একটু সাবুও নেই? তারা কি ভিক্ষা ক'রে আজ কিছু পায়নি?

প্রমিলা। আর কি আছে কি দ'ব? চাষারা যা দিইছিল তাতে আর ক-দিন চলে! গরীব চাষা, তারাই বা আর পাবে কোথায়! তারা দয়া ক'রে ঘরে থাকতে দিয়েছে, তাই এখনও আমরা বেঁচে আছি!

কাঞ্চন। মা-মা! আমাকেও কি আজ খেতে দেবেনা! আমার যে বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে মা! কি ভাবছ মা দেবেনা? মা ভাত যদি না থাকে, মুড়ি যদি না থাকে—তবে আমাকে একটু জল দাও, তাই খেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে গেলে আর ক্ষিধে, লাগবেনা!

প্রমিলা। একটু চুপ কর মা! তোর দাদা এলেই খাবি এখন। (স্বগতঃ) হারে অদৃষ্ট! আর কি দিয়ে এদের বোঝাই! দিনবন্ধু! এই কি তোমার দয়ার পরিচয়? আজ বুঝি তাদের ভিক্ষাও জোটেনি—তাই এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তারা চেষ্টা ক'র্‌ছে। আহা দুধের বালক আমার—কোথায় সে আজ খেলা ক'রে বেড়াবে,—তা-নয় আজ কি-না সে রাস্তার ভিখারী!

সরোজ। প্রমিলা! ক্ষুধা। বড় ক্ষুধা। দাও প্রমিলা—কি আছে দাও! পিপাসায় কণ্ঠ আমার নিরস হ'য়ে আসছে! চোখে এক অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল করাল্-কাল্ যেন, ক্ষুধা আকারে সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমায় গ্রাস ক'রতে আসছে! উঃ যন্ত্রনা! অসহ্য যন্ত্রনা! পিপাসা! বড় পিপাসা! জল! একটু জল!

প্রমিলা। (জল দিয়া—স্বগতঃ) ভগবান! মৃত্যু দাও। ওঃ বুক—ফেটে যায়! আমার মরণ হ'লনা কেন?

(ঝোলা স্কন্ধে দুধ ও মুড়ি হস্তে কামিনী আসিল)

কামিনী। মা-মা একটা লোক বিধুকে আর আমাকে চোর ব'লে

পুলিশে—ধরিয়ে দিইছিল। আমি ছেলে মানুষ ব'লে রাস্তার লোক ব'লে ক'য়ে আমাকে ছাড়িয়ে দিলে। বিধুকে নিয়ে গেল।

প্রমিলা। এঁ্যা কি বল্লি! চোর ব'লে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেল? ও—হো-হো বিধু! বিধু! প্রভু ভক্ত ভৃত্য আমার! ভগবান! কত—পাপের এত শাস্তি? (ক্রন্দন)

কামিনী। মা এঁই দুধটুকু বাবাকে খাওয়াও। আজ ভিক্ষা ক'রে ঐ দুধটুকু আর এই চাল পেয়েছি। আর দুটো পয়সা পেইছিলাম তাই এই মুড়ি কিনে এনেছি! আজ যদি আমাদের না ধরত' মা, তাহলে আরও অনেক পেতাম। নাও মা ধরো!

সরোজ। (ধিরে ধিরে বসিয়া) পেয়েছিস্? দুধ্ পেয়েছিস্? পুত্র আমার! একরত্তি দুধের বালক। কাছে আয় বাবা। (বুকে ধরিয়া) আঃ অবোধ শিশু। কেন তোরা এ পৃথিবীতে এসেছিলি!

কামিনী। বাবা দুধটুকু খেয়েনিন! (খাওয়াইতে গেল)

সরোজ। খাবো খাবো। কিন্তু আগে বল্‌দেখি বাবা! আমাকে তোরা বাঁচাতে পারবিত? পারবি—খুব পারবি। ভিক্ষা ক'রে এনে যে-খাওয়াতে পারে, সে, বাঁচাতেও পারবে। ভগবান। তোমার বিচিত্র লিলা বোঝা ভার। জমিদারী—না' ভিখারী। হরিমোহন—দত্তর পুত্র-পৌত্রদের কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, কেমন সুন্দর দুল্‌ছে! হাঁসিও পায়, কাঁন্নাও আসে!

কামিনী। বাবা! সেই পাগলটা আজ অনেক চাল্ দিয়েছে। আর—সে একদিন এখানে আসবে ব'লেছে।

সরোজ। ভিখারীই জানে ভিখারীর মর্ম্ম।

প্রমিলা। দুধটুকু-খাও। (দুধ লইয়া খাওয়াইল)

সরোজ। (থাইয়া) আমার ছেলে ভিক্ষা ক'রে দুধ এনে খাওয়ালে। একি কম সুখের কথা প্রমিলা? কার ভাগ্যে এমন ঘটে!

প্রমিলা। অনেক রাত হ'য়েছে আর ভেবনা ঘুমোও। (শোয়াইয়া পরে) আয় তোরা চাট্টি ক'রে মুড়ি খেয়েনে। (দিতে উদ্যত)

(গোলাপী বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

গোলাপী। জয় রাধে কৃষ্ণ! কইগো বোউ মা যাবে নাকি?

প্রমিলা। (জনান্তিকে) এই যে। এসেছ মা? দাঁড়াও ঘুম্‌টা একটু— পাকা হ'ক। আচ্ছা আমি না গেলে হবেনা?

গোলাপী। না। বলেছিত যার স্বামীর অসুখ, তাকে ভড়া পূর্ণিমা— মাথায় সেই ওষুধটা তুলতে হবে, তবে তা খাটবে। কি জানো মা, এসব হ'চ্ছে তুক্ তাকের ওষুধ তাই এত খুঁটিনাটি মানবিচ্।

প্রমিলা। সারবেত?

গোলাপী। একদিনে! পানের সঙ্গে বেঁটে খাওয়াবে।

প্রমিলা। তা একটু অপেক্ষা কর মা। আমি খোকাদের কিছু খাবার দিয়ে নিই! (মুড়ি দিয়া) ন্যাথ্ তোরা খেয়ে আলোটা জালিয়ে— রেখে এইখানে শুয়ে পড়বি! আমি একটু পরেই আসবো!

কামিনী। আচ্ছা মা! (মুড়ি লইল)

প্রমিলা। (ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম ও স্বামীর পদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া) ভগবান! বুদ্ধিহীনা নারী আমি। জানিনা আমার ভাগ্যে কি আছে। তুমি আমার সহায়! মুখরেখো ঠাকুর। সহায় সম্পদহীন আমি—স্বামীর জন্য কোথায় চলেছি তা জানিনা! যেন, আমি আমার মান নিয়ে ফিরে আসতে পারি! চলো!

(প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—বন ভূমি—পথ

প্রমিলা ও গোলাপী

গোলাপী। চাঁদের আলোয় পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এসো। আমি গাছটা দেখেই ব'লছি!

(গোলাপী এদিক ওদিক ঘুরিয়া বাঁশী বাজাইল, বদ্রিদাস, খুদিরাম ও লোক প্রবেশ)

গোলাপী। তাড়াতাড়ী তোলাতুলি ক'রে নিয়ে চলো!

(বদ্রিদাস, খুদিরাম ও লোক আসিয়া প্রমিলাকে ধরিল)

প্রমিলা। একি কে তোমরা? (ভয়জড়িত কণ্ঠে)

বাদ্রসাহেব। টোমার যম!

গোলাপী। এই হ'চ্ছে ওষুধ—পীরিতের ওষুধ!

খুদিরাম। গোলাপী তুমি হাতটা ধর', আমরা তোলাতুলি ক'রে নিই।

(তোলাতুলি করিবার চেষ্টা)

প্রমিলা। ওগো তোমাদের পায়পড়ি আমায় ছেড়ে দাও! (জোর করা) ওগো—তোমরা কে কোথায় আছো আমায় রক্ষা কর। ডাকাতের হাত থেকে আমায় বাঁচাও! ম'রতে কেন আমি এসেছিলাম। ওগো—তোমরা কে কোথায় আছো আমায় বাঁচাও। (ক্রন্দন)

খুদিরাম। মুখ বেঁধে 'ফেল' সাহেব!

বদ্রিদাস। বহুট আচ্ছা! (মুখ বাঁধিবার চেষ্টা)

প্রমিলা। (ছাড়াইবার চেষ্টা) ওগো কে আছ বাঁচাও! স্বামী—স্বামী! কেন আমি গোপনে এলাম!

গোলাপী। সে ত ভালই ক'রেছ! (বদ্রিসাহেব মুখ বাঁধিয়াছে)

গোলাপী। তোমরা তাড়াতাড়ি এইবার নিয়ে চলো।

(প্রমিলা যথাসাধ্য ছাড়াবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। শেষে হাল ছাড়িয়া অজ্ঞান হইয়া কেবল গোঁ গোঁ করিতে লাগিল ওরা মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে এক্ষণে লইয়া যাইবারি চেষ্টা।)

পুলিশ। (নেপথ্য হইতে) বাবু। জল্‌দি আইয়ে! ই—এ আওরত—হায়।

(ইন্‌স্পেক্টর পুলিশগণ আসিল, উন্মুক্ত পিস্তল)

ইন্‌স্‌পেক্টর। পাকড়াও সব!

(প্রমিলাকে ছাড়িয়া সকলে পলাইল, পুলিশ তাহাদের পিছু ছুটিল, ইন্‌স্পেক্টর তাড়াতাড়ি প্রমিলার নিকটে গিয়া)

ইন্‌স্‌পেক্টর। এখনও বেঁচে আছে! (মুখ খুলিয়া দিল)

(পুলিশগণ গোলাপীকে ধরিয়া আনিল)

১ম পুলিশ। বাবু! ইয়ে আওরাতকো পাকাড় লিয়া! আওর ডাকুলোক সব জঙ্গলমে ঘুস্‌ গিয়া! ও লোককো পাত্তা নেহি মিলেগা!

ইন্‌স্‌পেক্টর। ভয় কি, কাণ যখন ধরা পড়েছে, তখন মাথা আপনি আসবে। এখন শীঘ্র ক'রে একজন একটু জলের যোগাড় দেখ!

(ইন্‌স্‌পেক্টর প্রমিলার শুশ্রূষায় রত হইল)

(একজন পাগড়ি ভিজাইয়া জল আনিয়া প্রমিলার মুখে দিল)

গোলাপী! আমি কিছু জানিনা বাবা! (কম্পন)

১ম পুলিশ। লাঠিকা গুঁতামে জানেগা! (গুঁতা দিতে উদ্যত)

প্রমিলা। (চৈতন্যলাভ করিয়া ধীরে) স্বামী। স্বামী! একি—কে তোমরা? আমার স্বামী কোথায় গেল? এই যে তিনি—

এখানে ব'সে আমায় কত উপদেশ দিচ্ছিলেন ; কই কোথায় গেল তিনি ? ওগো ! বল' বল' তোমরা, আমার রোগগ্রস্থ স্বামী কোথায় গেল ? (ক্রন্দন)

ইন্স্পেক্টর। মা আপনি হ'য়ত স্বপ্ন দেখছিলেন !

প্রমিলা। স্বপ্ন ! স্বপ্ন ? তাইত এ আমি কোথায় ? ওগো ! তোমরা আমার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে এ কোথায় আমাকে নিয়ে এলে ! ছেড়ে দাও ! ওগো তোমাদের পায় ধরি, আমাকে আমার স্বামীর কাছে রেখে এসো ! (উঠিয়া বসিল)

ইন্স্পেক্টর। মা ! আর আপনার কোন চিন্তা নাই। তারা সব পালিয়েছে। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ মা আমরা আপনার ছেলের মত আজ্ঞাধীন পুলিশের লোক !

প্রমিলা। পুলিশ ! হ্যাঁ তাইত' ! তবে কি ভগবান আজ মুখ তুলে চেয়েছেন ! বাবা ! বাবা ! তোমরা আমায় বাঁচাও ! আমার স্বামীর কাছে তোমরা আমায় রেখে এসো !

ইন্স্পেক্টর। মা আর আপনার ভয় কি ? ছেলের কাছে মায়ের আবার ভাবনা কি মা ? ঐ দেখুন মা—কুট্‌নি মাগীকে ধ'রে রেখেছি। মা ! সেদিনকার কথা কি আপনার মনে আছে ? যেদিন দুষ্ট বিরাজমোহন রহিম সেখের বাড়ী থেকে আপনাদের বার ক'রে দিইছিল ! সেই আমি। আজও একটা কাজের জন্য গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর যাচ্ছিলাম। পথে যেতে রমণী-কণ্ঠ চীৎকার শুনে এসে— দেখি এই অবস্থা, এর কারণ কি মা ?

প্রমিলা। (ধীরে উঠিয়া) বাবা ! আমার স্বামীর অসুখ আরও বেড়েছে। তাই তাঁকে আরোগ্য ক'রবার আশায়, এই বৈষ্ণবীর—

কুমন্ত্রণায় প'ড়ে, ওষুধের জন্য এসেছি। মাগী ব'লেছিল। যার—
স্বামীর অসুখ, তাকে ভরা পূর্ণিমা মাথায় ওষুধ তুলে আনতে হবে—
তবে তা খাটবে। তারই ফলে আমার এই অবস্থা হ'য়েছে।

ইন্স্‌পেক্টর। (স্বগতঃ) সরল-প্রাণা রমনী। ভবিষ্যৎ না ভেবে স্বামীর—
জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন স্ত্রীলোক এখনও ঢের আছে।
(প্রকাশ্যে) মা! আমি সব বুঝেছি। যাই হক্‌ মা কুট্‌নী
মাগীকে যখন পেয়েছি, তখন তাদের ধ'রতে আর বেশী সময় লাগবে
না। এখন আপনি আসুন। যেখানে আপনারা আশ্রয় নিয়েছেন,
সেখানে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই। (সকলের প্রস্থান)

—পট পরিবর্ত্তন—

স্থান—নবদ্বীপ প্রান্তর ধারে কুঁড়ে ঘর।

(নিদ্রিত সরোজ। কামিনী ও কাঞ্চন।)

কামিনী। সকাল হ'য়ে গিয়েছে তবুও' মা আসেনি।

কাঞ্চন। বাবাকে ডাক্‌বো ?

কামিনী। না! বাবার অসুখ! ঘুমুচ্ছে ঘুমুক! জাগালে অসুখ—
আরও বাড়বে! বাবা হয়তঃ রোগের জ্বালায় সারারাত ঘুমোতে
পারেনি—তাই সকালে একটু ঘুম এসেছে। তার চেয়ে চ'—
মাকে আমরা খুঁজে আসি। (উভয়ের প্রস্থান)

সরোজ। (স্বপ্নের ঘুম ঘোরে) কে মা তুমি! মা ভবানীর রূপ—
ধ'রে আমার সামনে এসে মূর্ত্তিমান হ'য়ে দাঁড়ালে।

(দয়াল ও অনিলা আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল)

অনিলা। ঘুমুচ্ছে। বোধ হয় অসুখ। এখন ডাকবেন না!

সরোজ (ঘুমঘোরে) দাও মা উত্তর দাও। আমি বড় অভাগা তনয় তোমার! আমি বড়ই পাপী মা! দয়া কর' মা—একটু দয়া কর'!

অনিলা। একি—কার সঙ্গে কথা বল্‌ছে। এ কি স্বপ্নের খেয়াল—না—জ্বর বিকারের প্রলাপ!

দয়াল। কিন্তু এখানে আর ত' কেউ নেই! বড় বোউ, কামিনী, কাঞ্চন, তারাই বা গেল কোথায়?

অনিলা। তারা হয়তঃ সকাল সকাল ভীক্ষায় বেরিয়েছে। ভগবান! জমীদার পুত্রদের একি দুরবস্থা!

সরোজ। (নিদ্রাভঙ্গে চমকিয়া) এ্যাঁ জমীদার! না—না—আমরা যে পথের ভীখারি—অতি দীন্ মা! (বসিয়া) একি আমার মা কোথায় গেল! কৈ কেউত' আর সামনে নেই! তবে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম? (উঠিয়া বসিয়া) খোকা খোকা! খুকী! প্রমিলা! এরা সব গেল কোথায়? কই কেউত নেই! তবেকি—তবেকি, এখানে খেতে না পেয়ে, আমার এই দুরবস্থা দেখে, আমায় এখানে ফেলে রেখে, ছেলে-মেয়ের হাত ধ'রে কোন লোকের সঙ্গে তারা চলে গেল! হারে অদৃষ্ট, শেষে এও দেখতে হল! ভাল ভাল—ভালই ক'রেছে সে। ছেলে পুলে নিয়ে তবু দুবেলা দু-মুঠো—খেতে পাবে। কলঙ্ক—কিসের কলঙ্ক? পেটে যদি ভাত না—থাকে তাহলে নিস্কলঙ্ক থাকবে কি দিয়ে! পয়সা! পয়সা! হায়রে পায়সা! পয়সায় কি-না হয়। পয়সায় বন্ধু-বান্ধব, পয়সায় জাতীয় গৌরব, সমাজে মান্য। পয়সায় পরের স্ত্রীও হরণ করা যায়! কিন্তু! কিন্তু! তারা চ'লে যদি গেল, আমায় তবে মেরে রেখে গেলনা কেন! আমার স্ত্রী' আমার ছেলে-মেয়ে! আমার সব। আমার—

সবই যদি গেল, তবে আমিই বা আর কাদের মুখ চেয়ে বেঁচে থাকবো! মরণই আমার শ্রেষ্ঠ পথ্। (একখানি বটি লইয়া) সরোজ! এতদিনের রোগজর্জ্জরিত জ্বালাময় জীবন তোমার, আজ— সকল জ্বালার অবসান করে নাও! (আত্মহত্যায় উদ্যত) ভগবান!

অনিলা। ওকি ক'রছেন আপনি! (ধরিল)

সরোজ। কে—কে—তুমি মা! প্রজ্জলিত বহ্নিশিখারূপিণী কে-মা-তুমি? আমায় এ পথে-বাধাদিতে এলে?

অনিলা। আমি আপনার ছোটভায়ের বোউ! যে ভাই আপনার পরম শত্রু!

সরোজ। না—না—সে আমার শত্রু নয়, সে আমার ভাই, তাই আজ আমার এই তুর্দ্দশা। কিন্তু আমার এই দুর্দ্দিনে তুমি এখানে কি ক'রে এলে?

অনিলা। আমি একা আসিনি! দাওয়ানজীও এসেছেন।

সরোজ। কাকা? কই কোথায় তিনি! ও ভগবান! আজ আমার বরাত্ বড় সুপ্রসন্ন। কাকা কাকা, এতদিন পরে কি এ অভাগার কথা মনে পড়েছে?

দয়াল। বাবা! যে দিন থেকে তোমরা বাড়ীছাড়া হ'য়েছ' সেইদিন থেকেই আমি তোমাদের খুজে বেড়াচ্ছি! অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারি যে—তোমরা ঝি বৌএর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছ! কিন্তু আমি দেখা ক'রতে গিয়ে দেখি যে, সেখানে ঘরের চিহ্নমাত্র ও নেই! কেবল কতকগুলো পোড়া বাঁশ বাকারী সেখানে পড়ে আছে। সেখানকার লোকের মুখে শুনলাম যে, ঘর পুড়ে গিয়েছে। তারপর তোমাদের না পেয়ে, আমার মন একেবারে উন্মত্ত হয়ে—

উঠল'। আমি তোমার বাবার ও ভায়ের নামে মকর্দ্দমা ক'রলাম। কিন্তু তাতে কোন ফল্ হ'ল না, কারন, তোমার মা-মাগী মতলব ক'রে চূড়ামণীর নামে সমস্ত সম্পত্তির উইল ক'রে দিয়েছে। তারপর সমস্ত সহর তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে যখন তোমাদের পেলাম না। তখন আমি একেবারে পাগলের মত হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায়, ঘুরতে আরম্ভ করলাম! ঘুরতে ঘুরতে একদিন কীর্ত্তিবাস্ বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর মুখে শুন্‌লাম যে, বিরাজমোহন তার স্ত্রীকে ভ্রষ্টা কলঙ্কিণী ব'লে— বাড়ীথেকে বহিস্কৃত ক'রে দিয়ে, এক বেশ্যাকে এনে ঘরে যায়গা দিয়েছে। আর তোমাব বাবাকে পাগ্‌ল ব'লে, পাগলা-গারদে দেবার ব্যবস্থা ক'রেছে।

সরোজ। একবার। একবার তাকে পেতাম, তাহলে তার—হাড়—মাংসগুলো চিবিয়ে খেয়ে আমার এই জরা-জীর্ণ ক্ষুধা নিবারণ ক'রতাম। তার সেই টক্-টকে তাজা রক্তটুকু পান্ ক'রে আমার পিপাসিত কণ্ঠ শীতল করতাম।

অনিলা। আপনি এখন আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা খবর পেয়ে—আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য পাল্কিও এনেছি। তারা ঐ গাছতলায় ব'সে আছে।

সরোজ। যাব'। যাব'। কিন্তু—তারা—সব—না-না-না তারা যে, আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

দয়াল। তাদের আমরা সন্ধান কর্ব্ব। এখন তুমিত চলো। তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন আর ছাড়ব'না।

সরোজ। চলুন, (ধীরে ধীরে সরোজকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

(ভিন্নদিকদিয়া ধামাকক্ষে—চাল, আলু, বেগুন ও দুধ লইয়া চাষাস্ত্রীর প্রবেশ)

চাষাস্ত্রী। এরা সব্ গেল্ কনে। সুয়ারী ক'রে যারা এয়েলো তারা হয়তঃ' এদের কোন' আপনজন হবে। উইজো আসতিছে। উমা—সাথিযে আবার পুলিশের নোক্! (একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

(ইন্স্পেক্টর ও প্রমিলার প্রবেশ)

প্রমিলা। এই পর্ণ কুঁড়েঘরে আমরা এখন থাকি!

ইন্সপেক্টর। তা'হলে আমি এখন আসি। বড় জরুরী কাজ মা!

(প্রস্থান)

চাষাস্ত্রী। ওগো খুকীর মা, এই চালকটা আর এই বাগুন আলুগুনো নাও, তোমার কাচ্চা বাচ্চাদের খেইও! আর এই দুধটুকুনী তোমার শুয়ামিকে খেইও! কি কর্ব্ব মা। তুমি ফকির হ'য়ে ফকিরের দুয়োরে এসে পড়েছ'। নইলে কি তোমার ঐ দুধের বাচ্চাদের আজ ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হয়!

প্রমিলা। তোমরা যা ক'রেছ আর এখনও যা ক'রছ মা—তা আমারা—এ জীবনে শোধ ক'রতে পারব না! মা—গরীব যে, সেই গরীবের কষ্ট বোঝে! যে বড়লোক সে কখন ফিরেও চায়না!

চাষাস্ত্রী। কিন্তু মা, যে বড়নোক সে এটা বোঝে না যে, এ গরীব যদি—তাদের না মানে তবে সে কিসের বড়। শুধু বড় হ'লেই চলে না। যে ছোট গরীব তাকে কোল্ দাও, যে খেতে পায়না তাকে খেতে দাও, যে নিচ্ তাকে উঁচুতে তুলে নাও, তবে জানি তুমি বড়—নইলে তুমি আমার কে?

প্রমিলা। এটা আর ক'জন বোঝে মা?

চাষা-স্ত্রী। যে বুঝমান্ সেই-ই বোঝে! আমি এখন তবে আসি মা। অনেক বেলা হ'য়ে গিয়েছে। আবার মাঠে যেতে হবে।

(প্রস্থান)

প্রমিলা। আজ বুঝি ভাইবোন্ এক সঙ্গে ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। হারে কপাল। কি কপালই এনেছিলি তোরা! (ধীরে ধীরে শয্যা পার্শ্বে যাইয়া) একি তিনি কোথায় গেল! রোগের জ্বালায় যে মানুষ উঠে ব'স্তে পারে না—সে মানুষ গেল কোথায়! তবে কি—তবে কি! তিনি আমায় রাতে এখানে দেখতে না পেয়ে, আমায় কলঙ্কিনী মনে ক'রে কামিনী-কাঞ্চনকে নিয়ে কোথাও চ'লে গে'ল। উঃ ভগবান্! (বসিল)

(ছুটিয়া কামিনী কাঞ্চন আসিল)

কামিনী। মা! মা! তুমি কোথায় ছিলে! আমরা তোমায় কতদুর খুঁজে এলাম!

প্রমিলা। (উদাসভাবে উঠিয়া) তোরা এসেছিস বাবা। তোরা—পালাস্‌নি! আমায় ফেলে পালাস্‌নি?

কামিনী। পালাব কেন মা? তুমি যে আমাদের মা! মাকে ফেলে—কেউ কি কখন পালায় মা? (হাত ধরা)

প্রমিলা। কিন্তু বাবা। যে পালাবার সেই পালিয়েছে!

কামিনী। কে? বাবা? এইত' তিনি শুয়ে ছিলেন!

প্রমিলা। চেয়ে ছাথ্ বাবা! কেউ নেই! পালিয়েছে—সব পালিয়েছে! ভগবান্! যে গরীব, তার স্বভাবের দোষ বুঝি এমনি ভাবেই হ'য়। আয় বাবা। এই আশ্-পাশ্ গুলো একটু খুঁজে দেখি। যদি পাই তবে আবার এই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে চাঁদের হাট বসাবো।

আর যদি না পাই তবে, তোদের বুকে ক'রে ভিক্ষে ক'রতে ক'রতে দেশ ছেড়ে দেশান্তরে চলে যাব! ভিক্ষেও যদি না জোটে, তাহ'লে বাসন মেজে কাপড় কেচে ঝি-গিরী ক'রেও কি তোদের বাঁচাতে পার্ব্ব না! তাও যদি না পাই, তবে মা গঙ্গার কোলে গিয়ে আশ্রয় ন'ব! এখন তোরাই যে আমার সব! তোরাই যে আমার হিরে মানিক! তোরাই যে আমার মা-বাপ!

(বুকে লইয়া প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

স্থান— নদীতীর

(চাষার প্রবেশ)

চাষা। না—আর পারি না। আর হাঁটতে পারি না। এত ক'রে খুঁজে কোথাও তাদের পেলাম না। বন, জঙ্গল, মাঠ্-ঘাট্ কোনখানে তারা নেই। তবে তারা গেল কোথায়! হারে মা—আমার! কেনইবা দুদিন এসে বাবা ব'লে ডাকলি—আর কেনইবা—তোর কামিনী কাঞ্চনকে বুড়ো দাদা বলাতে শেখালি! এত ক'রে মায়ায় জড়িয়ে শেষে কিনা—এই গরীব চাষাদের,—এই বুড়ো বাপ্‌কে কাঁদিয়ে রেখে না ব'লে ফাঁকি দিয়ে পালালি! ফিরে আয় মা ফিরে আয়। একবার এসে দেখ্ মা—তোদের জন্য এই গরীব মুসলমান চাষারা কেমন কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

(বিপ্রদাসের প্রবেশ)

বিপ্রদাস। কি হ'য়েছে বুড়ো ? এই নদীর ধারে অত ক'রে কাঁদছো কেন ? কি হ'য়েছে তোমার ? কেউ কি এই গঙ্গায় ঝাঁপ্ দিয়েছে যে, তার জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছ ?

চাষা। হাঁ্যা দিয়েছে। হ'য়তঃ তাই তারা দিয়েছে। আমার মা, আমার ছোট ছোট ভাই বোন্, কামিনী কাঞ্চন। ওহোহো-হো—আমায় তারা বুড়োদাদা ব'লে ডাকতো ! আর আমার বাবা। ও বাবার আমার বড্ড অসুখ। হয়তঃ তারা রোগের জ্বালায় দুঃক্ষ-কষ্টের অত্যাচারে নিরুপায় হ'য়ে নদীতেই ঝাঁপ্ দিয়েছে। দেখেছ ? সাধু বাবা। তুমি কি তাদের ঝাঁপ্ দিতে দেখেছ ? বল'—বল' তারা কোন্খানে ডুবেছে ! আমি তাদের পাতাল থেকে তু'লে এনে, খোদার দোহায় দিয়ে তাদের বাঁচাবো।

বিপ্রদাস। না বুড়ো ! আমি কাকেও জলে ঝাঁপ্ দিতে দেখিনি। তবে আমি দেখিছি। আজ দুপুর বেলা নবদ্বীপের ঘাটের পাশে গাছতলায় খুব ভীড় ! আর সেই ভীড়ের মাঝে একটা মেয়েলোক দুটো ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে ঝর—ঝর ক'রে কাঁদছে। আর মায়ের কান্না দেখে ছেলে-মেয়ে দুটোও কেঁদে বুক্ ভাসাচ্ছে। তাই দেখে আমারও চোখে জল এলো ! ব্যাপারটা জান্বার জন্য আমার মনটা বড়ই উতলা হয়ে উঠলো ! তারপর লোকের মুখে শুনলাম যে, স্ত্রী লোকটা বড়ই দায়ে প'ড়ে কোন রকমে চাট্টি ভিক্ষে-সিক্ষে ক'রে ছেলে-মেয়েকে খাওয়ায় ! কিন্তু এদেশের কতকগুলো গুণ্ডা বদ্মায়েস্ তার সতীত্ব নষ্ট ক'রবার জন্য আজ কদিন থেকে তার পেছু নিয়েছে। ব্যাচারী নিরুপায় ! কি আর ক'রে, বল ! ভেবে—

কোন কূল্-কিনারা না পেয়ে নদীর ধারে ঝর ঝর ক'রে কাঁদছে ! আর পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

চাষা। ও হো-হো-হো হয়তঃ এ তারাই ! হয়তঃ আমার বাবা আর নেই। সাধু বাবা ! সাধু বাবা ! তারপর তারা কোথায় গেল জান ? আমি একবার তা হ'লে দেখে আসি, এ আমাদের সেই তারাই কি—না !

বিপ্রদাস। জানি শোন ! তারপর, একটা ভদ্রলোক ঘোড়ার গাড়ী ক'রে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল ! বাবুটী গাড়ী থামিয়ে, গাড়ী থেকে নেমে সমস্ত ব্যাপার দেখে শুনে হয়তঃ তাঁর প্রাণে একটু মায়া হয়েছিল ! তাই তিনি তাদের নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইলেন ! কিন্তু মেয়েলোকটা তাতে নারাজ ! তারপর রাস্তার অনেক ভদ্রলোক বুঝিয়ে, আমিও কত বুঝিয়ে, রাজী করিয়ে তাঁর গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসেছি ! বাবুটির নাম সুধাময় চট্টোপাধ্যায় ! বাবুটী অমায়িক ভদ্রলোক ! এমন নিরীহ সচ্চরিত্র ভদ্রলোক খুব কম দেখা যায়। সেখানে সংসারের কাজকর্ম্ম ক'র্ব্বে, আর ছেলেমেয়ে নিয়ে খাবে দাবে থাকবে !

চাষা। কোথায় তার বাড়ী ? (আগ্রহে)

বিপ্রদাস। (স্বগতঃ) শুধু দুদিনের আশ্রয়দাতা হ'য়ে যত ভাল বেসেছে, জন্মদাতা পিতা তার এক কণাও পারেনি।

চাষা। চুপ ক'রে আছ যে ? তা'হলে তার বাড়ী তুমি চেন না ?

বিপ্রদাস। চিনি ! চলো তোমায় দেখিয়ে আনি !

চাষা। চলো। শিগ্‌গিরী চলো ! ও হো-হো—আমার মা ! আমার—

বাবা। আমার কামিনী কাঞ্চন, আজ চার-পাঁচ দিন তাদের দেখিনি। যেন কতদিন—কতদিন তাদের দেখিনি!

(উভয়ের প্রস্থান)

(কলসী লইয়া গান গাহিতে গাহিতে চাষা রমণীগণ আসিল)

গান

মোদের হীরে মাণিক সোণা!
ফাঁকি দিয়ে পালালি আরত' এলি না॥
ফিরে-আয়রে ওরে মোদের কুঁড়ে ঘরের চাঁদ,
দুদিন এসে কাঁদিয়ে গেলি দিয়ে অবসাধ,
পাগল পারা তোদের তরে আমরা সকল জনা॥
ব'নে ব'নে কেঁদে কেঁদে খুঁজে সারা হই,
আর, নদীর ধারে ঘুরে বেড়াই তোদেরি আশায়,
(ওরে) তোরা বিনে কুঁড়েই তোদের আলো জ্বলে না॥

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

স্থান—সুধাময়ের দ্বীতল বাটী! (পাত্‌কুঁয়ার ধার উঠান মধ্যে)

—মলিনা—

মলিনা। পেটের দায়ে ঝি-গিরি ক'রতে এসেছে! জানি না—ওর স্বামী আছে কি না! জিজ্ঞাসা ক'রলে কিছুই বলে না। যাক্ আমাদেরই সুবিধে! মাইনে কড়ি বেশী কিছু নিতে চায় না, শুধু দুটো খেতে পেলেই সন্তুষ্ট থাকবে।

(প্রমিলা উচ্ছিষ্ট থালাবাসন ইত্যাদি লইয়া আসিয়া কুঁয়ারধারে রাখিল)

মলিনা। দেখ-গা, আগে বাসী কাপড়-চোপড় গুলো কেচে দাও। তারপর ও থালা-বাসন-মাজা ঘসা ক'রবে এখন। ওসব রেখে এসো কাপড় দিইগে। (উভয়ের প্রস্থান)

(প্রমিলা কাপড় ও বালৃতি লইয়া প্রবেশ করিল)

প্রমিলা। এও আমার কপালে ছিল! একদিন আমাদের কাপড় কত ঝি-চাকরে কেচেছে—আর আজ আমি অন্যের কাচ্ছি। চমৎকার প্রতিশোধ! রাজারও রাজ্য যায়, ভীখারীও রাজা হয়! ঝি-বোউ-ঠিক কথাই ব'লে গিয়েছে! আহা—আজ বিধু আমাদের কোথায় থাক্‌লো! জানিনা সেই জেলের মধ্যে তার দেহের উপর দিয়ে কত দুঃখ কষ্টই না যাচ্ছে। ঝিও-গেল-বিধুও নেই! দুঃখের উপর দুঃখু।—দু'দিন চাষাদের বাড়ী থেকে তাদের বাপ্-মা ব'লে, ডেকেছি,! তা তারা গরীব হ'লেও তাদের সেই গরীবানার মহৎ—অন্তঃকরণে, বাপ্-মায়ের মতই বুকে ক'রে রেখেছিল! আমরা গোপনে পালিয়ে আসাতে, কত তাদের দুঃখ। পাগলের মুখে খবর পেয়ে, বাবা আমার কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুটে এসেছে, আবার আমাদের নিয়ে যেতে। কিন্তু, সেখানে কোন্ মুখে আমি আবার যাবো! কাকে সঙ্গে ক'রে সেখানে গিয়ে, বাস্ কর্ব্ব! আমি যে, আমার যা—কিছু সেখান থেকেই সব হারিয়েছি! উঃ ভগবান্! তিনি কোথায় যে গেলেন—কি যে—হল্' তার কিছুই ধারণা কর্‌তে পারছিনা!
(ক্রন্দন) (সব রাখিল)

(কামিনী কাঞ্চনের প্রবেশ)

কামিনী। মা। মা! এত বেলা হ'তে চল্ল তবুকি আমাদের খেতে—

দেবেনা! বুড়ো দাদা—সেই কোন্ সকালে দুটো সন্দেশ দিয়ে—গিইছিল' তাই খেয়ে কি সারাদিন থাকা যায় মা? এখন আমরা আর ভীক্ষে করতে যাইনে ব'লে, সেরকম পেতে দাওনা!

প্রমিলা। কি কর্ব্ব'বাবা। এ যে পরের বাড়ী। জানিস্ত বাবা। কতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, শেষে' পেটের জ্বালায় এখানে ঝি-গিরি—ক'রতে এসেছি। তোদের মা তো এখন আর গিন্নি নেই বাবা! এখন তোদের মা যে দু-তিন-টাকা মাইনের ঝি। তাই বলছি বাবা! আর একটু পরে এদের রান্না হ'লেই খাবি এখন!

কামিনী। এদের ভাত হ'তে এখনও যে, অনেক দেরী মা! আমরা কাল্ রাত্ থেকে খাইনি, তুমিও খাওনি! তুমি আমাদের মা ব'লে তাই ক্ষিধে সহ্য ক'রে আছো। কিন্তু মা, আমরা যে ছেলে মানুষ!

প্রমিলা। আহা বাছা আমার! ভগবান! কি দিয়ে এদের এই জঠোর জ্বালা নিবারণ করি? (ক্রন্দন)

কামিনী। মা! এই সব থালা বাসন তো বাবুদের কাল্কের পাত্! ঐ পাতে আর ঐ হাঁড়িতে যা আছে, তাই জড়ো ক'রে আমাদের দাও! আমরা তাই খাবো!

প্রমিলা। সেকি বাবা! তোরা ঐ এঁটো পাতের ভাত খেতে যাবি কেন! তোরা জমিদারের ছেলে মে'য়ে হ'য়ে এঁটো পাতের ভাত খাবি কেন?

কামিনী। এখনত' আর জমিদার নেই মা? এখন আমাদের ও এঁটো—কাঁটা, মান্-বিচ্-ক'রলে চ'লবে না!

প্রমিলা। দীননাথ্ দীনের ঠাকুর! এই বালক বালিকার সরল অনাড়ম্বর জীবন দৃশ্য দেখে, জানিনা তুমি হাঁসছো, কি কাঁদছো! (ক্রন্দন)

কামিনী। ওকি মা! তুমি কাঁদছো! কাঁদলেত' পেট্ ভরবে না মা! তার চেয়ে ঐ পাত্, কুড়িয়ে আমাদের দাও, আমরা খেয়ে খেলা করতে যাই! হয়তঃ ওতেই আমাদের পেট ভ'রে যাবে। দাও মা এই আমরা বস্‌ছি! (উভয়ে বসিল)

প্রমিলা। ও ভগবান! (স্বগতঃ) আমার মরণ্ হ'লনা কেন? এরা জন্মাবার পূর্ব্বে আমর মৃত্যু দিলেনা কেন? তাহ'লেত এসব কিছুই দেখতে হ'ত না! (প্রকাশ্যে) বাছারে আমার! তোরা যে জমিদারের ছেলে মেয়ে। তোরা যে আমার সাত্ রাজার ধন্ হীরে মাণিক। আমি মা হ'য়ে কেমন ক'রে তোদের এঁটো পাতের ভাত্ খাওয়াবো! এর চেয়ে যে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও ভাল ছিল।

কামিনী। তা নইলে আর গরীব ভিখারীর ছেলে কি করে হ'ল! (উঠিয়া তাড়াতাড়ী হাঁড়ি খুলিয়া একটা মুড়ো পাইয়া) এই দেখ' মা, হাঁড়ীতে আস্ত একটা মাছের মুড়ো ছিল!

কাঞ্চন। আমি একটু খাবো মা! (উঠিল)

প্রমিলা। এঁ্যা মাছের মুড়ো! তাহ'লে বাবুরা হয়ত' কাল্ ওটা খায়নি! ভগবান! তুমিই ধন্য। তোমার লীলা বোঝা ভার! তুমিই ক্ষুধার্ত্তকে আহার দাও!

কামিনী। মা! আমরা খাবো? (খাইবার উদ্যোগ)

প্রমিলা। দুজনা ভাগ্ ক'রে খা! ওটা এঁটো নয়!

(ওরা খাইতে লাগিল, প্রমিলা জল তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। মলিনা আসিল)

মলিনা। উঃ বড় আড়ম্বর ক'রে যে, মাছের মুড়ো খাওয়ানো হ'চ্ছে। চুরি করে খাওয়ানো বার ক'রে দ'ব! (দুজনার গাল্ টিপিয়া) গাল্ টিপে ধ'রে সব বার ক'রে ন'ব। (প্রমিলা ব্যাপার দেখিয়া দড়া—

ধরিয়াই বসিয়া পড়িল। মলিনা প্রমিলাকে ধাক্কা দিয়া) বলি একি গো! দুদিন যেতে না যেতেই চুরি ক'রতে সুরু ক'রেছ ; তাইতো বলি, আর একটা মাছের মুড়ো গেল কোথায়! এদিকে চুরি ক'রে লুকিয়ে, ছেলে-মেয়েকে খাওনা' হ'চ্ছে। বলি-কি-গো—কথা ক'চ্ছনা যে? (ধাক্কা দেওন)

প্রমিলা। আমিত' চুরি করিনি মা! ওরা ছেলে মানুষ—ক্ষিদের জ্বালায় কাতর হ'য়ে, ঐ পাতের ভাত্ খেতে চাইছিল! আমি মা হ'য়ে পাতের ভাত্ কেমন ক'রে ওদের খেতে দ'ব! তাই ওরা নিজেরাই ক্ষিধের জ্বালায় হাড়ী খুলে ঐ মাছের মুড়ো নিয়েছে। আপনারা বাসী জিনিষ খাবেন না ম'নে ক'রে আমি ওদের খেতে ব'লেছি!

মলিনা। তা-ব'ল্লে কি আর আমি শুনি! চুরণী—ডাইনী! কোথাকার কে তার ঠিক নেই, তাকে আবার এনেছে কি-না—ঝি-গিরি করাতে। আবার সতীর-শিরোমনী। এদিকে বলে আমার স্বামী কোথায় তা-জানিনে অথচ, হাতে চুড়ী—সিঁথেয় সিঁন্দুর, এই—ছেলে— মেয়ে—এরই বা-কারণ কি? মিন্সেরও যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! শেষে কি আমাদের শুদ্ধ মান্ যাবে! তার চেয়ে একে মানে মানে তাড়ানই ভাল'। দেখ, তোমার মত নিচ্ প্রবৃত্তি, নষ্ট চরিত্র মেয়ে মানুষ্কে আমি আর জায়গা দিতে পার্ব্বনা। তুমি আজই অন্যথানে যাবার চেষ্টা দেখ।

(প্রমিলার দীর্ঘশ্বাস বহিল, মাতাল বেশে সুধাময় আসিল)

সুধাময়। না-না কোথায় যাবে? তুমি জায়গা দিতে না পার আমি জায়গা দ'ব! একটা নিরাশ্রয় স্ত্রী লোককে আশ্রয় দেবার জন্য—

এনেছি,—মাঝ থেকে তুমি তার পথের কাঁটা হ'তে যাও কেন? তুমি যাও—আমি ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লছি!

মলিনা। ও মা—এ আবার কি? (মলিনার প্রস্থান)

সুধাময়। (স্বগতঃ) আমাকে চিনতে পারলে কখনই এখানে আসতো না! বলে যার জন্য ঘুরে মরি সেই আমার মুঠোর মধ্যে! (প্রকাশ্যে) কিরে—তোদের মুখের জিনিষ খেতে দিইনি—না? তা—ও এঁটো জিনিষ খেতে যাবি কেন? এই নে পয়সা, দুজনাই খাবার কিনে খেয়ে আয়। (প্রদান) যা আর দাঁড়াসনে!

(কামিনী কাঞ্চনের প্রস্থান)

সুধাময়। (মদ খাইয়া) কি ভাবছ সুন্দরী? আমার গিন্নিটা বড় বদমেজাজি না? তা—তোমায় যখন পেয়েছি, তখন ও সব বাজেয়াপ্ত ক'রে দ'ব। (পকেট হইতে বোতল লইয়া খাইল)

প্রমিলা। (দড়া ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিয়া স্বগতঃ) ভগবান! আবার আমায় কি পরীক্ষায় ফেলছ'? হঠাৎ আজ একি কথা শোনালে?

সুধাময়। (মদ খাইয়া) কি প্রেয়সী কথা ব'লছনা যে? আমি তোমার জন্য কি করেছি জানো? তোমারই ঠাকুর পো বিরাজ-মোহনের সঙ্গে থেকে, তোমায় দেখে, তোমার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তোমাকে পাবার আশায়, তোমার স্বামীকে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে—মারবার চেষ্টা ক'রেছি! তারপর, তারই পরিকল্পনায় কুট্‌নী বৈষ্ণবীকে দিয়ে ওযুধ তোলাতে নিয়ে গিইছি! তারপর এখানে এনেছি!

প্রমিলা। (স্বগত) ভগবান্ হৃদয়ে বল্ দাও। নিঃসহায় আমি, আমার সহায় হও! (উপায় অন্বেষণ)

সুধাময়। লজ্জাকি প্রীয়তমে! এই নাও—তুমি আমার সর্ব্বস্ব নাও! (নোট প্রদর্শন) এ সবই তোমার। এই টাকা-কড়ি, ঘর-বাড়ী সবই তোমার। এখন বল' তুমি আমার হবে? (মদ খাইল)

প্রমিলা। পিশাচ—শয়তান। এই ক'র্ব্বে ব'লে কি সরল ভাষায় ভুলিয়ে পথ্ থেকে আমায় এনিছিলি?

সুধাময়। এতে আর আমার দোষ দিলে কি হবে বিধুমুখী? এর প্রধান দোষ—তোমার ঐ বিমোহিনী রূপে। আর ঐ রূপ্ দেখে যে মুগ্ধ না হয় আমি তাকে কাপুরুষ বলি। তাইত বলি। একটু তলিয়ে ভেবে দেখ দেখি! পতঙ্গ যে অগুনে ঝাঁপ্ দেয়, তা-কি-পতঙ্গের দোষ—না আগুনের একটা উজ্জলতর' আকর্ষণি বি-মোহিনী শক্তি। তাই কবিগণ-কবিত্ব ক'রেছেন! যার-রূপে যার মজে মন্, কিবা হাড়ি কিবা-ডম। এক্ষণে আমিও সেই রকম তোমার রূপে মুগ্ধ হয়েছি আত্মহারা হয়েছি। এখন তুমি আমার প্রীয়তমা হ'য়ে প্রেম পীয়াসা মিটাও! (ধরিতে যাওন)

প্রমিলা। খবর্দ্দার পীশাচ। নারকীয় কুকুর তুই। আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রলে, আমি তোকে খুন কর্ব্ব! (দুরে সরিয়া গেল)

সুধাময়। কেন আর ছলনা কর্চ্ছ ধনি—ধরা দাও! (ধর্ত্তে যায়)

(সুধাময় ধরিতে যায় প্রমিলা দুরে সরে যায়। উভয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে)

প্রমিলা। ওগো তোমারা কে কোথায় আছো ছুটে এসো! ভগবান। আর বুঝি তোমার সতীর সতীত্ব থাকেনা! স্বামী স্বামী। প্রভু, ইষ্ট দেবতা—কোথায় তুমি?

সুধাময়। সে ম'রেছে এখম আমিই তাই হব। (ধরিতে যায়) এখনও বলছি—ধরা দিয়ে আমার প্রেম্ পিয়াসা মিটাও সুন্দরী'নইলে কিন্তু—

গুলি ছুটবে। এই দেখ পিস্তল। নইলে তোমার ছেলে মেয়েদের ও জীবন-বায়ু এই পিস্তলের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে ধূমকেতুর মত মিলিয়ে যাবে। (পিস্তল দেখান)

(উভয়েই পাতকুয়ার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে)

প্রমিলা। তবে—তবে তাই হোক্। প্রমিলা। তোর যদি সতীর সতীত্বের তেজ থাকে তবে তোল্—তাকে জাগিয়ে তোল্। এলোকেশীর মত একবার নারীত্ব সতীত্বকে জাগিয়ে তোল্।

(উভয়েরই উন্মত্ত ভাব, প্রমিলা ঘুরিতে ঘুরিতে ছারের হাঁড়ি মারিল)

রাক্ষসী-রাক্ষসী আমি। স'রে যা—স'রে যা—সামনে থেকে স'রে যা। নইলে—রাক্ষসী আমি—

সুধাময়। হা-হা-হা—এইত চাই! (ধরিয়া ফেলিল) বলি—ঘোরা ঘুরি ক'রে মিছে কি ফল্ হবে বল',?—ছল্ চাতুরী ক'রে মিছে সুখের দিন যে গেল।

প্রমিলা। ছেড়েদে ছেড়েদে পীশাচ! (ছাড়াইবার চেষ্টা)

সুধাময়। এসো আগে গলা ধরা-ধরি ক'রে শ্রীকৃষ্ণের যুগল-মিলন হ'ক তবেত? (বিরহে আকুল)

(ছুটীয়া মলিনা আসিল)

মলিনা। ওগো তুমি ওকি কর্চ্ছ! ছেড়ে দাও!

সুধাময়। চোপরাও। তোম্ কোন হায়?) (লাথি মারিল)

মলিনা। উঃ এত তেজ—এত অত্যাচার! না-এ আমি জীবন থাকতে দেখতে পারব'না! ওগো পাড়ার লোক, তোমরা কে কোথায় আছো শিগ্গিরি এসো—শিগ্গিরি এসো!

(বেগে প্রস্থান)

সুধাময়। স্বতীন দেখলে, স্বতীনের জ্বালাই ধরে বটে। দেখলেত' প্রেয়সী, এক কথায় তাড়িয়ে দিলাম !

প্রমিলা। হাত ছেড়েদে পীশাচ ! (জোরে ছাড়াবার চেষ্টা)

সুধাময়। তা-হয়না ধ্বনি ! এ বাহুর বন্ধন বড়ই শক্ত !

প্রমিলা। (বহু চেষ্টায় যখন ছাড়াইতে না পারিল) উঃ শয়তানী, কালামুখী, পারলিনা। আর বুঝি তুই সতীত্ব বজায় রাখতে পারলিনা। তবে আজথেকে কলঙ্কিনী তুই—এ জগতে তোর আর কেউ—

(আর বলিতে না পারিয়া অজ্ঞান হইল)

সুধাময়। একি মুর্চ্ছা গেল যে। (ধরিল)

(পরে বাহুতে বেষ্টন করিয়া মাটিতে শোয়াইয়া প্রমিলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় কামিনী আসিয়া বিপদ বুঝিয়া, যে হাতে পীস্তল সেই হাতে ভীষণ ভাবে কামড় দিয়া ধরিল, পীস্তল পড়িয়া গেল। উভয়ে তখন ধস্তা ধস্তি)

সুধামর। উঃ কেরে তুই। তবে তোকেই। পিস্তল। পিস্তল কৈ ?

(সুধাময় মাতাল বলিয়া ক্লান্ত; কাঞ্চন আসিয়া বিপদ দেখিয়া)

কাঞ্চন। মা ! মা ! একি মা ম'রে গিয়েছে। তবে—তবে।

(বিপদ দেখিয়া তাড়াতাড়ি ভুমিষ্ট পিস্তল লইয়া সুধাময়ের পায়ে লাগাইয়া আওয়াজ করিয়া দিল)

সুধাময়। উঃ কে-রে-ডাকিনী তুই ? (মারিবার চেষ্টা)

কাঞ্চন। ওগো তোমরা শিগ্গিরী এসো, আমার মাকে মেরে ফেলেছে !

(কামিনী এতক্ষণে হাত ছাড়িল)

বিপ্রদাস। (নেপথ্য হইতে) ভয় নেই ভয় নেই আমরা এসেছি !

(সুধাময় ভুমিষ্ট রহিল ইন্স্পেক্টর পুলিশ ও বিপ্রদাস আসিল)

ইন্স্পেক্টর। একি ! একে আমার সেই মা। মা-আমার আবার বিপদজালে পড়েছ ?

বিপ্র। (প্রমিলার মুখে জল দিয়া স্বগতঃ) হারে দিদি ! আমিই তোকে স্বেচ্ছায় এই বিপদের হাতে তুলে দিইছি !—শেষে আমিও তোদের শত্রু হ'লাম ! (ক্রন্দন)

সুধাময়। দেখুন ইন্স্‌পেক্টর বাবু ! এরা আমায় গুলি ক'রেছে।

ইন্সপেক্টর। কে গুলি ক'রেছে বল আমি তাকে শাস্তি দেব !

সুধাময়। এই মেয়েটা। (প্রমিলা চেতনা পাইল)

কাঞ্চন। মা। মা ! (মার কাছে গমন)

ইন্স্‌পেক্টর। তবে—পরস্ত্রী হরণের শাস্তিই আগে হ'বে ! বাগ্‌-বাহাদুর—ইস্‌কো বাঁধো। চলুন মা—আপনারা এখন আমার বাড়ীতে চলুন। আর আমি আপনাদের এমন নিঃসহায় ভাবে রাস্তায় ছেড়ে দ'ব না ! আমি আপনাদের কথা এই পাগলের মুখে সবই শুনেছি ! আমি আপনার স্বামীর সন্ধান ক'রে সেখানে আপনাদের পৌছে দিয়ে আসবো ! আপনি আমার মা—আর আমি আপনার ছেলে ! মা—এই গরীব ছেলের বাড়ী যেতে—কোন রকম সঙ্কোচ মনে ক'রবেন না ! বাঁধো—জল্‌দি বাঁধো। পিছ্‌—মোড়া ক'রে বাঁধো ! এমনি ক'রে আমরা পরস্ত্রী হরণ কারীর শাস্তি দিই। আর তোমার মত নারকীয় পশুকে যে, গুলি করেছে তাকে শাস্তি দিই এমনি ক'রে। (কাঞ্চন—কে কোলে লইয়া) এই তার প্রধান শাস্তি !

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—হরিমোহনের শয়ন-কক্ষ ।

হরিমোহন, মানকুমারী, বিরাজমোহন ও সুখ্‌তারা ।

হরিমোহন । কি—আমার ছেলে আমায় পাগলা-গারদে দেবে ? কেন ? আমি তার বিরুদ্ধ হ'য়েছি ব'লে—না ?

মান-কু । না—না—ও,রাগের মাথায় কথার ভাবে একটা কথা ব'লে-ফেলেছে ! ও নিজেইত' পাগল নইলে আর অমন কথা বলে !

হরিমোহন । কি জানো গিন্নি ! আমি মনে করি যে, তোমার ছেলের মতলব পুরণ করি । কিন্তু সমাজাচার—দেশাচার, লোকাচার, চোখ রাঙিয়ে আমায় শাষিত ক'রতে আসে, তাই আমিও বিপক্ষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি । এতে ও যদি তোমার ছেলে একান্তই না শোনে—তাহ'লে আমায় তোমরা ছুটি-দাও !

মান-কু । তাওকি হয় ! ভেবে দেখ দেখি, আমার কিসের অভাব । আমার ছেলে জমীদার । সে এখন যা ইচ্ছা তাই ক'রতে পারে । এতে লোকের ব'লবার, কোন অধিকার নেই ! আর সমাজ ? কিসের সমাজ ? যে সমাজের অত বাঁধন, যে সমাজের বনিয়াদ অত পাকা, চাইনে আমি সে সমাজ, মানিনে তাদের সেই সমাজনীতি, যে—সমাজ নিচুকে উঁচুতে তুলতে পারে না, যে সমাজ ছোটকে বড় ক'রতে পারে না ! যে সমাজে ভিন্ন জাতীর খাদ্য-খাওয়া নিষেধ, যে সমাজের মধ্যে ছোঁয়াচের ঘৃণ্য বীজ এখনও বর্ত্তমান, সেই সমাজকে আমিও, মূর্খের সমাজ ব'লে ঘৃণা করি !

সুখতারা। আমরা এতই হীন পচাটে, যে, লোকে আমাদের দেখে, অপঘেন্নায় দূরে স'রে যায়। তার চেয়ে—তুমি আমাকে আমার বাড়ীতে রেখে এসো!

হরিমোহন। এই বেশ্যাতে আর গেরস্থর বোউএতে আকাশ-পাতাল, স্বর্গ—নরক তফাত। তুমি মনে ক'রেছ যে, বাড়ীর বোউকে তাড়িয়ে দিয়ে, ঐ বেশ্যাকে নিয়ে, সংসার ধর্ম্ম বজায় রেখে, সুখে থাকবে—কেমন? না-না তা এখন মনে স্থান দিও না! তাহ'লে সেই দেবীর অভিশাপে তোমাদের সকল আশা, সকল বন্ধন ছিন্ন-বিছিন্ন হ'য়ে যাবে।

বিরাজ। ননসেন্স্। সাধে কি আর বলি যে, বুড়ো পাগল হ'য়েছে! বোঝেনা যে, এ বাঙ্গালীর সমাজ, মূর্খের সমাজ, তাই এত বেশ্যার বৃদ্ধি! বলি—বেশ্যাকে দেখে নাক্ চোখ্ সিট্‌কাতে পারেত' অনেক লোক, কিন্তু বেশ্যা-বৃদ্ধির দমনতো কেউ কখন ক'রতে পারে না। গোড়া থেকে যদি বিধবা বিবাহের প্রচলন হ'ত তাহলেত আর ভুঁইফোড় হ'য়ে নতুন ক'রে বেশ্যার সৃষ্টি হ'তনা? এসব দিকে কিন্তু কোন মহাত্মার নেক্-নজর পড়েনা। সমাজটা শুধু বাইরে তক্-তকে-ঝক্-ঝকে হ'লে কি হবে। ওদিকে ভেতরে যে ময়লার গাঁধি লেগে যাচ্ছে। তাতে কোন দোষ হয় না! তাতে কোন মহাপুরুষ দমন ক'রতে ছোটে না! কেননা তারাই যে, এই বৈশ্য গাছের গুঁড়ী! যাবে কোন মুখে।

হরিমোহন। ও সব বাজে কথা ছাড়ান দাও। আমি বুঝেছি তুমি আমার অবাধ্য সন্তান। তুমি কু-সন্তান—কু-জননীর। বেশ তাই যদি তোমার ইচ্ছা। তাহ'লে এই মুহূর্ত্তে আমার বাড়ী পরিত্যাগ ক'রে—

তোমরা যেখানে ইচ্ছা হয় গিয়ে থাকতে পারো। কিন্তু তোমার মত অবাধ্য পুত্রের জন্য আমি শুদ্ধ-সমাজ-চ্যুত—হ'তে পারব'না। তোমার জন্য আমি—আমার বল্‌তে যা কিছু ছিল, তা সব হারিয়েছি! তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়! যাও!

বিরাজ। আবার পাগলামি! রামসীং—যাও ইস্‌কো পাগলা গারদমে লে যাও! (চূড়ামণী ও গ্রামবাসীদের প্রবেশ)

চূড়ামণী। ভয়কি। আমিই পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি! দেখুন! আমি আপনাদের গুপ্ত রহস্য সব শুনেছি। আপনারা এখন শয়তানের চেয়েও ঢের উঁচুতে উঠেছেন! নইলে পিতা হ'য়ে অমন কাজ কেউ কখন ক'রতে পারেনা। অতএব, যে ভুলে—আপনারা বেশ ধাপে-ধাপে উঠে নৃশংস-পিশাচকেও চাপা দিয়েছেন—আমি এতদিন মনে মনে গুমরে থেকে, আজ আপনাদের সেই ভুল ভেঙ্গে দিতে এসেছি। আর সমস্ত সহরে ঢোল পিটিয়ে ঢেঁড়রা দিয়ে সব প্রচার ক'রে দিইছি। এখন—আজ থেকে কেউ আর আপনাদের মানবেনা। খেতে না পেলে কেউ আর একমুঠো খেতে দেবেনা। নিরাশ্রয় হ'লে কোথাও একটু আশ্রয় পাবেন না। এ কথায় যে অবাধ্য হবে, আমি তাকে ভীষণ ভাবে শাস্তি দব।

হরিমোহন। তুমি তাদের কে যে, ঐ আদেশ অমান্যে-অমন কর্ব্বে?

চূড়ামণী। আমি তাদের জমীদার! এই দেখুন উইল!

হরিমোহন। এ উইল তো আমাদের!

চূড়ামণী। এই দেখুন পষ্টাক্ষরে আমার নাম লেখা আছে!

হরিমোহন। আমিত সেচ্ছায় এই উইল ক'রে দিইছি এই মর্ম্মে যে, পরে তুমি আবার বিরাজের নামে দেবে ব'লে।

চুড়ামণী। ফাঁকি দিতে গেলেই ফাঁকিতে পড়তে হয়, এ তারই প্রতিফল। এখন আমিই জমীদার। এতএব এই মুহূর্ত্তে আর কাল্‌বিলম্ব না ক'রে এ বাড়ী ছেড়ে আপনারা চ'লে যান।

হরিমোহন। এই কি ধর্ম্ম?

চুড়ামণী। ধর্ম্মাধর্ম্ম যে, আপনার কাছেই শিক্ষিত আমি! যেমন— একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেত্র! তেমনি এই পঞ্চবান্ এসেছে—এ বাড়ী থেকে আপনাদের উচ্ছেদ ক'রতে!

মান-কু। দাদা—দাদা! (অনুগ্রহ প্রার্থিনী)

চুড়ামণী। সাবধান! তোমার মত শয়তানীর দাদা আমি নই! গোবড়ে-পোকা গোবড় ছেড়ে পদ্মফুলে বস্‌লে—তার এই রকম মতিচ্ছন্নে এমন দুর্দ্দশায় হ'য়ে থাকে। কবি বলেছেন! ময়ূরের— পুচ্ছ দেখে প্যাথম্ ধ'রতে চায় প্যাঁচা,—আর গুয়ে শাল্‌খে হ'য়ে কিনা থাকতে চায় সোনার খাঁচা! যাও। যাও। শিগ্‌গিরী যাও! ও পাপদেহ নিয়ে পাপীর অনুসরণ কর'। সেচ্ছায় না গেলে কিন্তু জোর জবরদস্ত করা হবে। খাতির টাতির চ'ল্‌বেনা!

সুখতারা। তার আগে আমি আমার মান নিয়ে বাঁচি! (প্রস্থান)

হরিমোহন। শান্তি! শান্তি! হরিমোহন। এ তোমার পাপের শাস্তি! অনুতাপ্। অনুতাপ্। বড় অনুতাপ্। পাগল হব! আমি সত্য-সত্যই পাগল হব! দে—দে—আমায় পাগলা গারদে দে। ও-হো-হো-হো! সরোজ,—সরোজ। ফিরে আয়! পুত্র আমার ফিরে আয়! তোর ছেলে মেয়ে নিয়ে এখন একবার ফিরে আয়!

বিরাজ। জুচ্চুরী—সব জুচ্চুরী! (প্রস্থান)

চুড়ামণী। চোরা না শোনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী। যান্‌না বোনাই—

সাহেব। আপনি আর ভোগাচ্ছেন কেন? ওহে দাওনা সব বার ক'রে! (কঠিন আদেশ)

হরিমোহন। ওহো-হো-হো-ঈশ্বর। কি ক'রেছি—আমি কি ক'রেছি। গিন্নি কি কর্লে? বিষ নিঃশ্বাসে এ সাংসারটা শ্মশান ক'রে দিলে? বুঝেছি—আমি সব বুঝেছি। গেল—আমার সব গেল। কাল্‌-কেউটের উষ্ণ বিষ-নিশ্বাসে আমার সব ধ্বংশ হ'য়ে গেল। ও হো-হো-আমার সব ফুরিয়ে গেল! (ক্রন্দন)

১ম-প্রতি। যান্‌না মশায় পথ দেখুন। (ধরিল)

হরিমোহন। যাচ্ছ। যাচ্ছি। কিন্তু—কই, কই সে—কোথায় গেল! পালিয়েছে? ডাকো—ডাকো তাকে! আমি একবার দেখ্‌তে চাই তার বুকের কলেজাখানা কতখানি বড়। আর তার-রক্ত তাজা টকটকে লাল কি না।— জমিদারী। বড় সাধের জমিদারী! নেবে? জমিদারী—নেবে? নাও তো আমার সঙ্গে এসো। বল' বল' এখন কি চাও? জমিদারী-না-ভিখারী! (প্রস্থান)

চুড়ামণী। তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে বড়? মনে করেছ দিদি ব'লে রেহাই পাবে—না? উঁ-হুঁ—সে বান্দা আমি নই! আমি আণ্ডা বাচ্ছা সব একশার কর্ব্ব। যাও, নবদ্বীপ কি বৃন্দাবনে গিয়ে ভিক্ষা কর'গে। ওহে তোমরা বাড়ী বন্দ করে চলে এসো। (প্রস্থান)

১ম প্রতি। আচ্ছা বাবু! (মান কুমারীর নীরবে প্রস্থান)

২য় প্রতি। যেমন বাবা উম্বরা ওল, আর তেমনি বাবা তেঁতুল!

১ম প্রতি। খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল্‌-ক'র্‌লে এঁড়ে গরু কিনে!

২য় প্রতি। কি জানো দাদা! জাত্ গুনে তাঁত্ আর বিচ গুণে করি!

১ম প্রতি। ঠিক্ বলেছো' নাও এখন বন্দ ছন্দ করে চলো। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কীর্ত্তিবাস বাবুর দরদালান (কৃষ্ণনগর)

(সরোজ কুমার চেয়ারে, উপবিষ্ট পার্শ্বে দয়াল)

—•—

সরোজ। কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা! ওঃ কোথাই গেল তারা! কেন আমি সেখান থেকে এলাম! হয়ত' তারা আমাকে দেখতে না পেয়ে, নিজেরাই দুঃখ কষ্টের জ্বালায় আত্মহত্যা ক'রেছে! এক জ্বালা নিভাতে গিয়ে—আর এক জ্বালায় জ্বলে ম'রছি। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবই আমার গেল! আমার আপনার ব'লতে কেউ আর থাক্‌লোনা। আমার দেহের এই ক্ষীণ প্রাণ-বায়ু টুকু তাও বুঝি আমার আপনার নয়। হয়ত' সেও একদিন নিঃশ্বাসের সঙ্গে তেমনি ক'রে ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাবে। আমার এই রুগ্নদেহ, কোটরগত চক্ষু, যেন রক্ত মাংশ—হীন—নীরস, অসার, শীর্ণকায় জীবিত একটা কঙ্কাল। এও আর বেশীদিন বইবেনা! আমার আহারে রুচি নাই, বিহারে শান্তি নাই, শয়নে নিদ্রানাই! কেবল চিন্তার পর চিন্তা এসে আমায় উন্মত্ত ক'রে তোলে। মাঝি এবার হাল্ ছেড়েছে—তরী বুঝি ডুববে।

দয়াল। বাবা-মিছে তুমি আর চিন্তা ক'রে শরীর খারাপ ক'রনা। যখন হুলিয়া করা হ'য়েছে, যখন সমস্ত খবরের কাগজেই লিখে দেওয়া হ'য়েছে, তখন শীঘ্রই তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে।

ডাক্তার। (ডাক্তার প্রবেশ করিয়া) আজ আপনি কেমন আছেন?

সরোজ। কে? ডাক্তার? হ্যাঁ—আজ অনেকটা সুস্থ আছি। তবে—

উঠে দাঁড়াতে গেলে মাথাটা যেন ঘুরে যায়। আর ম'নের যে একটা চাঞ্চল্য,—সেটা আমি কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিনা!

দয়াল। ভয়কি বাবা ভগবান্ আছেন।

ডাক্তার। সেটা আপনার "হার্ট উইকের" জন্য! তবে ভয় নেই, এ যাত্রা আপনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। (স্বগতঃ) এমন লোকের এমন দশা? ভগবান সব ক'রতে পারে!

সরোজ। সহায় সম্পদহীন দীন ভিখারী ছিলাম আমি। এরা দয়া ক'রে আমায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে এতদুর ক'রে তুলেছে। অথচ এরাও আমারই মত অত্যন্ত গরীব! অচ্ছা—বল্‌তে পারকি ডাক্তার, জমিদারী বড়—না—ভিখারী বড়?

ডাক্তার। অত্যাচারী, অধার্ম্মিক জমিদারের সঙ্গে,—আর ধর্ম্মপরায়ণ গরীব ভিখারীর সঙ্গে তুলনা ক'রলে ভিখারীই বড় হয়,—এ কথা সকলেই ব'লবে।

সরোজ। ঠিক বলেছ ডাক্তার—ঠিক বলেছ! ভিখারী—হাঁ ভিখারী! মা ভিক্ষা ক'রে দুধ এনেছি বাবাকে খাওয়াও! ও—হো-হো—জীবনদাতা পুত্র আমার। কোথায় তুই? বুঝিবা খেয়ে না খেয়ে—ও হো হো বাপ্ আমার! আমি যে, সখ্-ক'রে তোদের নাম রেখেছিলাম কামিনী-কাঞ্চন! ডাক্তার—ডাক্তার—আর যে—পারি—না। কষ্ট—বড়-কষ্ট, ব্যাথা—বড়-ব্যাথা। ধর—তোমরা আমায় একটু চেপেধর! (কম্পবান)

ডাক্তার। (ধরিয়া) বরফ্—বরফ্—কে আছ—জল্—জল্।

(কীত্তিবাস বাবু ও অনিলা আসিয়া মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল ডাক্তার পরীক্ষা করিতে লাগিল।)

কীর্ত্তিবাস। এই বয়সে এত বড় ব্যাথা। ছোট ভায়ের পৈশাচিক তাড়নায়—স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে, এখন যে বেঁচে আছে এই আশ্চর্য্য ব'লতে হয়। চলুন—ঘরে নিয়ে চলুন!

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) দাঁড়ান একটা ইনজেকসন ক'রে দিই (করন)

সরোজ। না প্রমিলা! আমি তোমার স্বামী নয়! আমি তোমাকে হয়'তঃ মিথ্যা কলঙ্কবাদ দিয়ে তোমাদের ফেলে পালিয়ে এসেছি। না—না—আমি আর ওদের পিতা নয়। যে—ছেলে-মেয়ের পিতা হয়, সে কখন কাপুরুষের মত তাদের বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসেনা। আমি জানি—সেই কাল্ বৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে তাদের প্রাণ বায়ুটুকু মিশেগিয়ে প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে চ'লে গিয়েছে। প্রমিলা—ক্ষমা-করো। আমায় তুমি ক্ষমা ক'রো। আমার বিস্মৃতি দাও।

দয়াল। ও হো-হো:—জমিদার বাবু! কি ক'রলে! ভগবান! একবার মুখতুলে চাও! তোমার রাজ্যে কি এর সুবিচার কিছু নেই? তারা কি তোমার কাছে আজও নিরপরাধি?

ডাক্তার। চলুন রোগীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিইগে!

কীর্ত্তিবাস। চলুন। মা একটু বাতাস্ করো।

(রোগীকে সকলে লইয়া যাইতেছে)

সরোজ। উঃ ঝড়—বড়-ঝড়। মাঝি আর বুঝি সামাল দিতে পারলে না?

(সকলের প্রস্থান—অনিলা পুনঃ আসিল)

অনিলা। ভাই হ'য়ে ভায়ের গলায় ছুরি বসিয়ে দিলেও, সমাজ তার হ'য়ে একবারও লাগে না। এ সমাজ জানে- শুধু মিথ্যা প্রবঞ্চনার গোলামি ক'রতে। একজন-মিথ্যা ক'রে আর একজনকে কলঙ্কিনী—

ব'ল্‌লে,—আর সমাজও তাই অম্লান বদনে বিশ্বাস ক'রে, তাকে দূরে নিক্ষেপ ক'রলে। সত্য-কি-মিথ্যা—ভাল কি মন্দ—তা—একবারও বিচার ক'রে দেখলেনা। সে সতী-কি অসতী, তা পরীক্ষা ক'রবার অবসর টুকুও নিলেনা! স্ত্রীলোক এতই দুর্ব্বল যে, সে দ্বিচারিনী না হ'লেও, লোকের একটা মুখের কথায়, সে দ্বিচারিনী হ'য়ে সমাজ থেকে বাদ চ'লে যায়। আর পুরুষ—সে প্রকাশ্যে শতচারী হ'লেও অন্ধ সমাজ তাকে ভ্রষ্ট কলঙ্ক ব'লে বাদ দেয়না! সে যদি বাজারের বেশ্যা এনেও বাড়ীতে যায়গা দেয়, তাহলেও তার কোন দোষ নেই। কেননা—তারা যে পুরুষ—আর আমরা দুর্ব্বলা স্ত্রী তাই এত হীনতা! ধিক এমন অন্ধ সমাজকে—আর শতধিক সমাজের একচোকো কর্ত্তাকে। যে, স্ত্রী—পুরুষ—উভয়ের সতী অসতী বিচার করে না।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—নবদ্বীপ। সুখতারার মাসীর বাড়ী।

(সুখতারা ও বদ্রিসাহেব ওরফে বৈদ্যনাথ)

(মদ্ চলিতেছে)

বৈদ্যনাথ। সাধে কি আর বৈদ্যনাথ "ওরফে" বদ্রিসাহেব হইছিলাম! শুধু এই জন্য! মনে আছে? কল্‌কাতায় থাকৃতে—আমি তোমার প্রেম ভিক্ষা চেয়েছিলাম। কিন্তু—ঠাকুরপো ব'লে তখন আমায় তুমি উপেক্ষা ক'রেছিলে। তারপর যখন তুমি বিদেশে এসে বিরাজ—

মোহনের সঙ্গে একেবারে ম'জে গেলে, তখন বাধ্য হয়ে, খোঁজে খোঁজে আমাকেও আসতে হ'ল। তারপর দেখি যে, একেবারে ম'জে গিয়ে তুমি জারক হ'য়ে গিয়েছ। কাজেই আমাকেও তখন একটা ভণ্ড বদ্রিসাহেব সেজে তোমাদের আস্তানায় গিয়ে যোগ দিতে হ'ল। তারপর যা-যা হ'য়েছে সবই তুমি জানো। কত মাঠ-ঘাট, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত সাত-সমুদ্দূর তের-নদী পাড়ি দিয়ে, তবে এই অমূল্য রত্নটুকু লাভ করেছি। (মদ্ খাইল)

সুখতারা। কিন্তু, এরূপ ছল্-চাতুরী ক'রে একজনার কুল্ মজানো কি ভাল হয়েছে ?

বৈদ্যনাথ। (মদ্‌খাইয়া) আহা কূল্ না মজ্‌লে মিষ্টি লাগবে কেন ? আমিত আর কূল্ মজিয়ে অকূলে ভাসিয়ে দেবনা। জানতো কাঁদতে কওলাতে আমার আপনার ব'লতে কেউ নেই! আমি সমাজের গণ্ডির বাইরের লোক! আমি এক রকম নাক্-কান্ কাটা ব'ল্‌লেও হয়।

সুখতারা। তাহ'লে এক কাজ কর! যখন এক কাজ ক'রে ফেলেছ তখন তা আর ফিরে পাওয়া যাবেনা: এখন চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে পশ্চিমে চ'লে যাই।

বৈদ্যনাথ। (স্বহাস্যে) সেত' আরও উত্তম। এখন তুমি আমাকে যেখানে যেতে ব'লবে, আমি সেখানে যেতে রাজি আছি। তোমার সঙ্গে পশ্চিমতো দূরের কথা, নরকেও যেতে রাজি আছি।

সুখতারা। এই ভাই তুমি বেশ লোক! এই আমি ভালবাসি!

(বিরাজ মোহনের প্রবেশ মলিন অবস্থা)

বিরাজ। বাঃ একেবারে যে, যুগল মিলন! বেশ জমিয়েছত' সুখী!

মনে ক'রেছ' বদ্রি সাহেবের সঙ্গে নবদ্বীপ পালিয়ে এসে তোমরা নিস্তার পাবে—কেমন না? বলি—ও প্রেমিকটি আবার কোত্থেকে জোটালে? সে সাহেবশালা গেল কোথায়! কে হে তুমি এখানে আড্ডা গেঁড়েছ?

বৈদ্যনাথ। আজ্ঞে। আমি হচ্ছি একজন। টকাটক্—টিক্ টুইনের টাকুস্ টুকুস্। (পলায়ন)

বিরাজ। এই শালাইত সাহেব। আচ্ছা শালা যাও! আজ ভোল্ ফিরিয়ে খুব বেঁচে গেলে। বলি, শালাকে বেশ ভোল ফিরিয়ে নিয়েছত'! যাইহোক্ এখন আমি যা বলি তাই শোন। আমি তোমার কাছে, যে সমস্ত জিনিষ গচ্ছিত রেখেছি তা আমায় দাও!

সুখতারা। কৈ তুমিত আমার কাছে কিছু রাখনি। আর আমি হচ্ছি বেশ্যা। বেশ্যার কাছে তুমি আবার রাখবে কি? যা দিয়েছ তা আমাকে রাখার জন্য দিয়েছ।

বিরাজ। ও সব রহস্য রাখো। এখন আমার রহস্য শোন্‌বার সময় নয়। দেখেছত' আমরা এখন পথে দাঁড়িয়েছি! তাই তোমার কাছে চাইতে এসেছি।

সুখতারা। সেত সুখের কথা! কিন্তু আমার কাছে চেয়ে কোন লাভ নেই! আর আমিই বা পাব কোথায় যে দ'ব।

বিরাজ। আমি জানতেম যে বেশ্যা-মাত্রই বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু তা জেনেও আমি তোমায় সম্পুর্ণ বিশ্বাস ক'রে সব তোমার হাতে দিইছি। সুখতারা! তারকি এই পরিণাম?

সুখতারা। তা হ'লেও ভেবে চিন্তে কাজ ক'রতে হয়। জানত' বেশ্যার প্রেম একটা দমকা হাওয়ার মত এই আছে এই নেই। এদের—

যদি পরিণাম কি—ধর্ম্মা ধর্ম্ম ব'লে কিছু জ্ঞান থাকতো তাহ'লে আর—যার পয়সা আছে, তাকে কুহক বিদ্যায় ভুলিয়ে, তার সঙ্গে দুদিন মধুর আলাপ ক'রে, তার যথা সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে একটা সংসারকে ছারখার ক'রে দিত না। আর তোমার মত যারা পীশাচ—নরাধম, কুকুরের চেয়েও হীন তারাই ধর্ম্মপত্নিকে পদদলিত ক'রে এই ঘৃণিত বেশ্যার মোহে প'ড়ে এমন কাজ নেই যে সে করেনা। আমার দোষ কি? জানত, আমাদের ব্যবসাই এই।

বিরাজ। ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাইনা। এখন আমি তোমার কাছে যা গচ্ছিত রেখেছি তাই আমায় দাও নইলে—

সুখতারা। নইলে কি—মারবে-নাকি?

বিরাজ। হাঁ—মার্ব্ব! এই বেলা ভালয় ভালয় দাও বল্‌ছি। নইলে তোমায় আমি খুন কর্ব্ব!

সুখতারা। কি এত তেজ? যাও আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও নইলে আমিও পুলিশ ডাকবো!

বিরাজ। পুলিশ্ ডাকবে? বেশ ডাক্ তোর কোন্ বাবা আছে। কিন্তু তার আগে আমার জিনিষ ফিরিয়ে না দিলে, এই ছুরি সোজা তোর বুকে বসিয়ে দ'ব! কুহকিনী! (ধরিয়া) তোর জন্যই আজ আমার এই অবস্থা! বল্—দিবি কি না?

সুখতারা। বাড়ীয়ালি মাসী। বাড়ীয়ালি মাসী।

বিরাজ। চুপ্! বল্ কোথায় রেখেছিস্?

সুখতারা। নেই আমার কাছে কিছু নেই! চ'লে যাও তুমি এখান থেকে চ'লে যাও। ও কি—তুমি অমন ক'রে চাইছো কেন? তোমার দৃষ্টি সংযত করে নাও! (ভয়)

বিরাজ। বল্—শিগ্‌গিরী বল্ কোথায় রেখেছিস ?

সুখতারা। রাখিনি—আমি কিছু রাখিনি! নেই কিছু নেই! পাবে না। তুমি আমার কাছে কিছু পাবে না। (সাহস)

বিরাজ। এখনও বল্‌লিনে ? দেখবি তবে ? (ছুরি উত্তোলন)

সুখতারা। না—না—মেরোনা আমায় দগ্ধ কোর না। তোমার ছুরি তুমি সরিয়ে নাও। নেবে না—সরিয়ে নেবে না ? তবে—তবে পালাই, আমি পালাই! (পালাইবার চেষ্টা)

বিরাজ। সে অবসরও তোমায় দ'ব না। পাপিয়সী এই তোর উচিৎ শাস্তি!

(ছুরিকাঘাত করিয়া সম্মুখে যাহা পাইল লইয়া পালাইল)

চতুর্থ-দৃশ্য

স্থান—রাজপথ্।

বহুলোকের গমনাগমন, বিক্রেতাগণের হাঁকাহাঁকি!

মলিন অবস্থায় হরিমোহন দত্ত।

হরিমোহন। কাফের—কাফের সব। জাতের শত্রু জাত্—তাই আজ আমার এই অবস্থা। একদিন যারা আমার অন্নে প্রতিপালিত হ'য়েছে। যারা আমার রোষ্‌কসাইত চক্ষু দেখে, ভয়ে সসম্ভ্রমে মাথা নত ক'রেছে—আজ আবার, তারাই, আমায় দেখে, হেলায়, ঘৃণায়, পাগল ব'লে গায়ে ইট্ মেরে লাঠি তুলে, দেশ থেকে বিতাড়িত ক'রতে আসছে। বাঙ্গালী জাত্‌টাই স্বার্থপর। নইলে—

যে জাতের মধ্যে একতা বন্ধন নেই, যে জাত চৌষট্টি ভাগে বিভক্ত। যে জাতের মধ্যে পিতা-পুত্রে মিল্ নেই,—ভাই-বোন্ মিল নেই,—স্বামী-স্ত্রী মিল নেই,—যে জাত জাতীয় মড়া ফেলে—না,—সে-জাত্ আবার জাতীয় গৌরব করে কোন্ লজ্জায়! সে জাত্ আবার যায় কি না—ভিন্ন জাতীর সঙ্গে মিল্ ক'রে দেশকে উদ্ধার ক'রতে। যারা ভিন্ন জাতী—তারা বিধর্ম্মি হ'লেও, তোমাদের মত তাদের মধ্যে জাতীভেদের অত ছোঁয়াছে রোগ্ নেই। তারা এমনই উদার মহৎ যে, তোমাদের সকল জিনিষই তারা অম্লান বদনে খেতে পারে। আর তুমি যে বাঙ্গালী, অত একতা দেখাও, কিন্তু তাদেরটা খাওয়াত' দূরের কথা, বরং তাদের ছোঁয়া জল্টুকুও তুমি ফেলে দাও। এইত তোমাদের একতা!

(চূড়ামণির প্রবেশ)

চূড়ামণী। কি হে—বোনাই সাহেব যে? বলি কেমন? রাজ্যহারা হ'য়ে, পথে, পথে, ঘুরে কিছু মিল্ছেত? বলি—সাধের জমিদারী এখন কেমন চল্ছে? মুখখানা যে, আমাবস্যার অন্ধকারের মত হ'য়ে গিয়েছে! শুনলাম তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, নাকি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে "হার্টফেল্" ক'রেছে? বলি—মান্কুমারীর মান্-কি এখন ছাই গাদায় বিরাজ ক'রছে?

হরিমোহন। (স্বগতঃ) জ্বালার উপর বিষ্ফোড়া!

চূড়ামণী। বলি—কথা ব'লতে অত লজ্জা হ'চ্ছে কেন? বেশ—তুমি না বল' আমিই বলছি! আমি পরিস্কার পথ্ দেখিয়ে দিচ্ছি! এখানে যদি কিছু না জোটে তবে নবদ্বীপের ঘাটে যাও,—সেখানে-চাল্ পয়সা অনেক মিলবে। কেন না—আজ একটা

মহাযোগ—দশহরা—গঙ্গাপূজা। আজ সেখানে অনেক স্ত্রী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ গঙ্গাস্নান ক'রে, কিছু-দান্ ক'রে মহাপুণ্যি অর্জ্জন কর্ত্তে যাবে! অতএব তুমিও সেখানে গিয়ে দেলাই-দে-রাম—দেলাই-দে-রাম করগে।

(ছুটিয়া বিরাজমোহনের প্রবেশ)

বিরাজ। না—আর পারিনা। চারিদিকে পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। কি করি কোথায় যাই, কোথায় পালাই, কোথায় লুকুই!

চুড়ামণী। কে-ও—ভাগনে যে। বলি অত হাঁফাচ্ছ' কেন?

বিরাজ। এই যে মামা। মামা—মামা। বাঁচান—আমাকে বাঁচান্।

চুড়ামণি। সত্যই আজ আমার বড্ড আপ্সোস হ'চ্ছে। এই লম্বা কোঁচা ফটিক জুতো পায়, বাবু শাল্ দিয়েছে গায়। বলি সে সব কোথায় গেল? এখন যে ছেঁড়া নেকড়া প'রেই কেটে যাচ্ছে। এখন পেটের দায়ে পাট্‌কিলের কামড় দিতে হবে। সুখে খেতে খেতে—ভূতে কিলোলেই অমন দশা হয়!

বিরাজ। মামা। মামা। আপনার পায় ধরি মামা! এই যে—বাবাও আছেন দেখছি! বাবা—বাবা!

হরিমোহন। চোপ্! আমি তোর বাবা নই! আমি এখন রাক্ষস। আমি ক্ষুধার্ত্ত—আমি তৃষ্ণার্ত্ত। আয়রে কু-জননীর কু-সন্তান। তোকে এই গলিত দশনে তুলে দিয়ে, তোর অস্থি মাংস চর্ব্বণ ক'রে তোকে কালের কবলে সমর্পণ করে আমি আমার ক্ষুধা নিবারণ করি।

বিরাজ। বাবা। এ আপনি কি ব'লছেন? আপনি কি পাগল হ'য়েছেন?

হরিমোহন। হ্যাঁ—পাগল হয়েছি। দে-আমাকে পাগলা গারদে দে! পাগলা গারদে দিয়ে, তুই জমিদারী নে।

চূড়ামণী! হা-হা-হা। কবির কল্পনা কখন মিথ্যা হয় না। এই সংসার ব'লে একটা ফল আছে। সেটা কেমন যান? সেটা ঠিক যেমন আমড়া, তাতে কেবল আঁটি আর চামড়া! সার অংশ তাতে কিছু নেই। খেলে আবার অম্লশূল হয়। এক্ষেত্রে তাই হ'য়েছে এদের! বলি এখন—ভাতকুর কুড়াই—না যৌবন কুর-কুরাই? (ভ্রূকুটি)

(ইন্সপেক্টর ও পুলিশের প্রবেশ)

ইন্সপেক্টর। আর কোথায় পালাবে? বেধে ফেল ওকে। এত ভোগান হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দ'ব।

বিরাজ। না-না আমি নই—আমি খুন করি নি। ভণ্ড বদ্রিসাহেব! বাবা। বাবা। মামা। মামা।

চূড়ামণী। সেখানে আমার মত মামা ঢের আছে। বলে "বোস্ বংশ বড়—বংশ, ঘোষ বংশদ্ধাতা,। আর মিত্র কুটিল বংশ এই দত্ত হারাম জাদা"।

(পুলিশ বিরাজকে বাঁধিয়াছে)

ইন্সপেক্টর। চলো—নিয়ে চলো! এখন বুঝেছত' যে, কেমন ক'রে—আমরা দুষ্টকে দমন করি। তোমার সহকারীদের ও এই অবস্থা হ'য়েছে। ভেবে দেখ-দেখি, সেই একদিন—আর এই একদিন। নিয়ে এসো। (প্রস্থান)

(বিরাজকে লইয়া পুলিশের প্রস্থান)

হরিমোহন। দুধ কলা দিয়ে কাল্‌সাপ পুষেছিলাম, তাই তার বিষে, তার উষ্ণ নিশ্বাসে, সব জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, পিশে-ড'লে-ভেঙ্গে চুরমার ক'রে মাটির সঙ্গে সমান ক'রে দিয়ে গেল!

চূড়ামণী। একেই বলে যে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। বলি ও কথা-গুলো তখন মনে হয়নি কেন? তখন বুঝি, মানিনী মান ক'রেছিল; হিয়ায়-হিয়ায় বুঝি টান্ প'ড়েছিল?

হরিমোহন। বেইমান—বিশ্বাসঘাতক—যাও নিজের কাজে যাও। তুমি জালিয়াত—তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

চূড়ামণী। (স্বগত) গাত্রদাহ উপস্থিত হ'য়েছে! (প্রকাশ্যে) সেলাম। সেলাম বোনাই সাহেব। আমিত বেইমান নই। আমি যেমন কুকুর তেমনি মুগুর! (প্রস্থান)

হরিমোহন। পাষণ্ড। একেবারে পাষণ্ড। নইলে আপন বোনের উপর একটুও দরদ হ'লনা! হাজার হ'ক্ এক-মার পেটের ভাই বোন্ তো? যাক্—সে কথা আমি আর ভেবে কি কর্ব্ব! এখন দেখি কোথাও যদি একটু আশ্রয় পাই। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কোথায় বা আর যাব। কার কাছেই বা যাব। শেষে কিনা—(চিন্তা করিয়া) দুর হ'ক্‌গে ছাই। চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে একবার বেয়াই বাড়ী পানেই যাই! (প্রস্থান)

(বিপ্রদাস গাহিতে গাহিতে আসিল।)

—গান—

লাভে মূলে সব খোয়ালি, ওরে পাগল দশায় পড়ে
পরের দোষ কি দিতে পারিস তুই—
আপন দোষে আপনি মরে॥
মধু পানে হ'য়ে মত্ত
লুটলি কত সত্বের সত্ব,
ফাঁকির বসে ঠক্‌লি শেষে তার—
বরাৎ তো কেউ নেয়নি কেড়ে॥ প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর—(নবদ্বীপ ঘাট)

(ব্রাহ্মণ পাণ্ডাগণ ভিক্ষার আশায় বিগ্রহ পাতিয়া বসিয়া আছে)
গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষগণ, স্নান করিয়া যাতয়াত করিতেছে।
(ঘুমন্ত কামিনী-কাঞ্চনকে কোলে লইয়া বিপ্রদাস্ ও প্রমিলার প্রবেশ)

প্রমিলা। আর যে পারিনা বাবা! আর চ'ল্‌তে পারিনা।

বিপ্রদাস। এইখানে, এই নদীর ধারে এদের শুইয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে নাও। ছেলে মানুষ ঘুমিয়ে প'ড়েছে। (শোয়াইয়া) এদের কাছে তুমি একটু বসো—আমি চট্ ক'রে এদের জন্য কিছু খাবার সংগ্রহ্ করে আনি। (প্রস্থান)

প্রমিলা। (বসিয়া) আহা-বাছা! তোরা আর কত কষ্ট সহ্ ক'রবি? একে—না খেয়ে-খেয়ে শরীর দুর্ব্বল, তার উপর্ এই কাট্ ফাটা রোদে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হ'য়ে শেষে ঘুমিয়ে পড়ি। মা—গঙ্গা। এখনও কি আমাদের পাপের শেষ হয়নি? এর চেয়ে আরও কি আমাদের কপালে কষ্ট আছে? দোহায়-মা যে আশা বুকে নিয়ে আমরা চ'লেছি, সে আশা যেন আমাদের পূর্ণ হয়। দেখিস্-মা—মুখ-রাখিস! আমার স্বামীকে, যেন, দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সুস্থ অবস্থায় দেখতে পাই।

(গ্রামবাসী বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছে)

হরে কৃষ্ণ হরে নাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জয় রাধে গোবিন্দ

বল' মন রে, । এনাম ভজিলে পরে, মনের ময়লা যায়রে দূরে, পাবে পরমার্থ মন ধন রে ॥ একবার—হরি-বল্-হরি বল্ হরি বল্ ভাই !

হরি ব'লে বাহুতুলে নেচে আয়রে আয় ॥

(ধুয়া) ও—হরি বোল্—বোলেরে, বাহুতুলে নেচে আয়রে ॥ (প্রস্থান)

(প্রমিলা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—বিপ্রদাস খাবার আনিল)

বিপ্রদাস। আহা দিদি আমার অসাড় হ'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে ! মনে হ'চ্ছে—যেন কতদিন ঘুমুইনি ।—তাই আজ—শান্তির হাওয়া পেয়ে, ছেলে—মেয়ে কোলে ক'রে—কত যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত ঘুম,—শান্তিদেবীর কোলে শুয়ে নিমেষ মধ্যে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। হারে দিদি। এখনও তুই আমায় চিন্‌তে পারলিনা যে আমি তোর ছোট ভাই—সেই বিপ্রদাস। ঘুমো দিদি একটু ঘুমিয়ে নে। (চিন্তা করিয়া পরে গাহিল)

ভূখ্ না-মানে ঝুঁঠা ভাত, প্রেম না মানে জাত আর বিজাত্।
পিয়াস্ না মানে ধুবিকা ঘাট, নিধ্ না-মানে খোর্দ্দাকাখাট ॥

প্রমিলা। (নিদ্রাভঙ্গে বসিয়া) কে ? সাধু ? এসেছ বাবা ? বাবা। কখন আমাদের সেখানে নিয়ে যাবে ?

বিপ্রদাস। এই খাবার এনেছি, আগে তোমরা খেয়ে নাও। তারপর খেয়ে দেয়ে চলো যাই। তোলো—ওদের তোলো ! আমি ওদের খাইয়ে দিচ্ছি। আজ আমি নিজের হাতে ওদের খাওয়াব।

(বিপ্রদাস ওদের তুলিতে গেল পটক্ষেপণ)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—কৃষ্ণনগর কীর্ত্তিবাস বাবুর বাড়ী

যথাস্থানে—সরোজ কুমার বিরাজমোহন—হরিমোহন আসিল।

সরোজ। এই নাও ভাই তোমার শ্বশুর কীর্ত্তিবাস্ বাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে—তুমি উপস্থিত না থাকায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উইল আমার নামে ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। এই নাও ভাই। তোমার প্রাপ্য জিনিষ, তুমি নিজ নামে ক'রে নিও।

বিরাজ। দাদা—আর আমি কিছু চাই না। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে। আজ আপনি যদি আমার দাদা না থাকতেন। যদি আমার সমস্ত অপরাধ মাফ্ ক'রে না দিয়ে,—সকল অত্যাচার ভুলে না গিয়ে, আমায় জেল থেকে টাকা দিয়ে খালাস ক'রে না এনে, যদি দয়া ক'রে আশ্রয় না-দিতেন, তাহলে আজও যে আমার সেই জেলেই পচ্‌তে হ'ত।

হরিমোহন। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, নিশ্চয় আছে। আমি যাকে, আমার ঔরষজাত' পুত্র জেনেও পুত্রের প্রতি পিতার যা মমতা—তা ভুলে গিয়ে, নৃশংস অত্যাচারের পর অত্যাচারে অগ্র-পশ্চাত না ভেবে, অবিচারে—অপঘেন্নায়, যাকে আমি তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে এক বস্ত্রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিইছি। সেই সহায় শুন্য পুত্রই আবার, যত্ন ক'রে আমাকে ঘরে তুলেছে!

(ধিরে রক্তাক্ত কলেবরে লাঠিতে ভর দিয়া—বিধুর প্রবেশ)

বিধু। বাবু! বাবু!

সরোজ। একি বিধু? বিধু। বিধু। তোমার এ-অবস্থা কেন? মাথাদিয়ে রক্ত প'ড়ছে, পা-খোঁড়া—চলতে-পারছ'না। এর কারণ কি বিধু? এতদিন কোথায় ছিলে? কে এ দুর্দ্দশা ক'রলে?

বিধু। বল্‌ছি বাবু। সব বলছি। আগে একটু হাঁফ জিরিয়ে নিই।

সরোজ। বিধু। বিধু। আমার—আমার তারা বেঁচে আছেত?

বিধু। তা—জানিনে বাবু। প্রায় একমাস থেকে আমি তাদের—কোন খোজ খবর জানিনা। আমি তাদের সেই বনের মধ্যেই ফেলে রেখে পালিয়েছিলাম। একদিন। আপনার যেদিন অসুখ খুব বেশী হয়। সেইদিন। বাবু, সেইদিন আমি ভিক্ষা ক'রতে যাচ্ছি—পয়সা চাইতেই একটা লোক চোর ব'লে আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। তারই ফলে আমার একমাস জেল হয়। তারপর—

সরোজ। ও বিধু। বিধু! কে বলে তুমি চাকর! তুমি আমার পিতার চেয়েও উঁচুতে উঠেছ—ভায়ের চেয়েও উঁচুতে উঠেছ। আমার জন্মদাতা পিতা—আমার ভাই, তুচ্ছ জমিদারের লোভে, আমায় পথের ভিখারী ক'রে; দুর্দ্দশার পর-দুর্দ্দশার—চরম সীমায় তুলে দিয়ে দেশ ছাড়া ক'রে দিয়েছে, আর তুমি তোমার দিদি—তিন টাকা মাইনের ঝি-চাকর হ'য়ে—কষ্টক'রে ভিক্ষাক'রে এনে, তাদের খাইয়ে, তাদের দুঃখ দূর ক'র্ব্বার সাধ্যমত চেষ্টা ক'রেছ। কি বলব' বিধু! তোমাদের সে ঋণ, আমি জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ দিতে পার্ব্বনা।

বিধু। তারপর শুনুন। আমি কোন কাজ জানতেম না ব'লে; জেলখানায় আমাকে ঘানি টানতে দেয়। ও বাবু। বাবু। সে যে, কি কষ্ট—তা আমি আপনাকে বলি কেমন ক'রে! তার উপর

আবার জেলার সাহেবের বেঁতের মার্। বাবু। বাবু। দেখুন, আমার পীঠে কত দাগ্ ব'সে গিয়েছে!

সরোজ। না—না—বোল'না—বোল'না বিধু। আর আমি তোমার এ দৃশ্য দেখতে পারছিনা।

বিধু। কি বলব' বাবু। তখন উপায় ছিল না। নইলে যে অবস্থায় আপনাদের রেখে গিইছি—সে অবস্থার কথা মনে হ'লে—ও হো—হো—বাবু—বুকখানা আমার ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তারপর—তারপর বাবু। কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে—ঘানি টানার দিন গুলো আমার কেটে যেতে লাগলো। তারপর দিন—দিন—আমি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি। ঘানি আর টান্তে পারিনা। কিন্তু—জেলার সাহেবের তাড়নায়, বাধ্য হ'য়ে জোর করে টান্তে গিয়ে, হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে, আমার মাথা ফেটে যায়। আর পা দুখানা মনে হ'ল-বুঝি ভেঙ্গে-দু-খানা হয়ে গেল! তাই বড় সাহেব দেখে, দয়া ক'রে আমাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। তারপর ডাক্তারে ওষুধ পালা দিয়ে বেঁধে দিয়ে আজ আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর। আমি ছাড়া পেয়ে, আপনাদের খোঁজ করি। তাই লোকে এখানকার কথা ব'লে দিলে।

সরোজ। বিধু বিধু! বুঝিবা-তারা আর ইহজগতে নেই। কেন আমি তাদের ছেড়ে এলাম। হয়ত তারা এতদিন কোন-হিংস্র জন্তুদ্বারা আক্রান্ত হ'য়েছে। কিম্বা খেয়ে না খেয়ে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, সেই নির্জ্জন ব'নে—সেই ভীষণ কাল্-বৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে, তাদের সেই ক্ষীণ প্রাণ বায়ুটুকুও মিশে গিয়েছে। ও হো হো। ভগবান। কি করলাম? আমি কি করলাম?

হরিমোহন। ভয় কি বাবা! যখন হুলিয়া করা হ'য়েছে তখন নিশ্চয় খোঁজ পাওয়া যাবে। আর দাওয়ানজীও সহজে ছাড়বে না।

বিধু। একি—কে তোমরা? ও তোমরা? জমিদার বাবু? এখনও বুঝি তোমাদের আশা মেটে নি? যাও বেরোও। নইলে, আমি খোঁড়া হ'লেও লাঠি চালাতে ছাড়ব না।

সরোজ। বিধু! ও যে আমার বাবা। ও যে আমায় ছোট ভাই। ওরা আবার আমায় কোলে ক'রে, আদর ক'রে, ঘরে তুলে নিয়েছে।

বিধু। কি জমিদার বাবু! এই কি জমিদারের ধর্ম্ম বিচার?

হরিমোহন। বিধু। তোমরাই এ জগতে একটা আদর্শ মানব!

(চূড়ামণি, বিপ্রদাস, প্রমিলা, কামিনী-কাঞ্চন আসিল)

বিপ্রদাস। এই যে বাবা এসে পড়েছি।

সরোজ। এ কি—কে তোমরা! প্রমিলা। প্রমিলা। সত্যই কি তোমরা বেঁচে আছো—না এ তোমাদের প্রেত আত্মা?

চূড়ামণী। বেঁচে আছে! ভগবানের কৃপায় দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ওরা বেঁচে আছে।

সরোজ। (পুত্রকন্যাকে লইয়া) আয় তোরা আমার কোলে আয়!

(প্রমিলা গুরুজনের পদ-বন্দনা করিল)

দয়াল। (প্রবেশ করিয়া) কৈ আমার মা-কৈ? আমার ভাই কামিনী—কাঞ্চন কৈ? বৌমা বৌমা ভাল আছ ত?

প্রমিলা। (পদ-বন্দনা পূর্ব্বক) হাঁ কাকা। আপনাদের আশির্ব্বাদে!

বিধু। দিদিমণী। দিদিমণী? তোমরা ভালছিলেত?

প্রমিলা। একি—বিধু? জেলে গিয়ে তোমার এই অবস্থা হ'য়েছে?

বিধু। এখন ঠাণ্ডা হও দিদি পরে সব বল্‌বো। (বসিল)

বিরাজ। বৌউ দিদি—আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে দাও!

(অনিলার প্রবেশ)

অনিলা। আমিও বল্‌ছি দিদি! আমার অবোধ স্বামীর অপরাধ মাফ্ করে দাও। সত্যই এখন-ও-মানুষ হয়েছে।

প্রমিলা। তোমার অপরাধ কি ঠাকুরপো? সবই আমাদের ভাগ্যফল্।

চূড়ামণী। এই নাও সরোজ! তোমাদের জমিদারীর সমস্ত উইল। যা তোমার বাপ্-মা জাল ক'র্ব্বার জন্য স্বেচ্ছায় আমার নামে ক'রে দিইছিল! কিন্তু আমি ওদের আতি আপনার জন হ'লেও ওদের মত অত নিষ্ঠুর হ'তে পারি নি। তাই তোমার জিনিষ আমি তোমার নামে ক'রে এনেছি। এই নাও! নিয়ে আমায় এ দায় থেকে রেহায় দাও! আর এই যে, পাগলা সাধু দেখছ'—এরই জন্য আজ তুমি স্ত্রী-পুত্র পেয়েছ। এ সবসময় ওদের খবর রেখেছে, ও সাধ্যমত সাহায্যও ক'রেছে। এ আর কেউ নয়—এ সেই বিপ্রদাস! তোমার শ্যালক।

প্রমিলা। (আশ্চর্য্য হইয়া) ভাই ভাই তবে এতদিন পরিচয় দাওনি কেন?

বিপ্রদাস। তোমরা যখন চিন্‌তে পারনি, তখন পরিচয় দেবার আবশ্যক মনে করিনি! কেবল বাবার আদেশ পালন ক'রে গিইছি।

প্রমিলা। স্বামী। আজ আমার একটা অনুরোধ! যাদের জন্য আজ আমরা আবার মিলিত হয়েছি, আমার সেই চাষা বাবার এমন কিছু ক'রে দাও। যা'তে তাদের, লাঙ্গল চ'ষে, কুঁড়ে ঘরে আর বাস্ ক'রতে না হয়।

সরোজ। সত্যই প্রমিলা তারা যেন স্বর্গের দেব দেবী,। আমাদের

আশ্রয় দেবার জন্য, ভগবান যেন স্বর্গলোক হ'তে ইহলোকে তাদের পাঠিয়েছিল! ভগবান। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার বিচিত্র লীলা, ধন্য তোমার অনন্ত সৃষ্টির মাধুর্য্য। প্রমিলা। চলো, আবার আমরা নূতন ক'রে সংসার পাতিগে! আর আমাদের সেই বৃদ্ধ কৃষক পিতাকে এনে তাদের সেই উপকারের প্রত্যুপকার করিগে চলো।

হরিমোহন। ধন দৌলত কেউ চেওনা। জমিদারী। কেউ চেওনা। এসংসারে কেউ কারুকে বিশ্বাস কোর না। সবাই নিজ নিজ স্বার্থে আর বিশ্বাসঘাতকতার বিষে জর্জ্জরিত। পিতা সংসারকে ছারখার ক'রে দেয়, ভাই ভায়ের বুকে ছুরি বসায়। পরের ধনে কেউ কখন' লোভ কোর না। এমন পথেরকাটা হ'য়ে কেউ যেন কারুকে দেশ ছাড়া ক'রতে যেওনা। যেমন পবিত্র পৃথিবীর পবিত্র আকাশ পবিত্র বাতাস; তেমনি নিজের যে টুকু সম্বল আছে, তাই নিয়ে, মনকে পবিত্র ক'রে, এই পবিত্রময়-জগতের পবিত্রময় সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করো। দেখবে তাতে সুখ শান্তি ছাড়া দুখঃ কখন আসবে না। আর যদি লোভী হও, তাহ'লে জেনো—"লোভে—পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন। ভাগ্যফল নহে তাহা পাপের পতন"॥

—শেষ—